ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর

পত্রাবলী

[মকতুবাতে আহ্মদ]

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায়

হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন
খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে

সংকলন
হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)

বঙ্গানুবাদ
মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

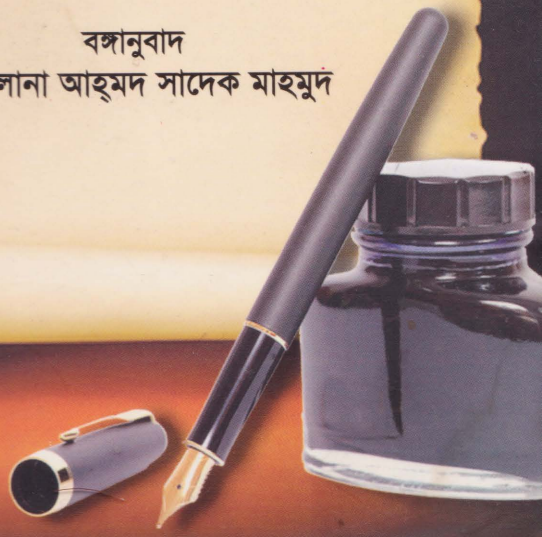

ইমাম মাহদী (আ.)-এর

পত্রাবলী

(মকতুবাতে আহ্‌মদ)

দ্বিতীয় খন্ড প্রথম অধ্যায়

হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন
খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে

সংকলনে
হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.
প্রকাশনায়	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ** ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	**মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ** মুরব্বী সিলসিলাহ (অব.)
প্রচ্ছদ	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাস মিঠু
প্রকাশকাল	প্রথম বাংলা মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০১৩
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা।

Imam Mahdi[as]-er
PATRABOLI
Moqtubate Ahmad
Vol. 2 Chapter 1
Letters to Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin[ra]

by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
The Promised Messiah and Imam Mahdi [as]
translated into bengali by
Maulana Ahmad Sadeque Mahmud
published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 978-984-991-0480

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'মকতুবাতে আহমদ' প্রসঙ্গে দু'টি কথা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক কাল (১৮৭৮ ইং) থেকেই ইসলামের সমর্থনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। পরবর্তীতে তাঁর এ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'ফাতাহ্ ইসলাম' পুস্তকে তিনি লিখেছেন: "মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে আবশ্যকীয় এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং জগদ্বাসীকে সত্যের প্রতি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এবং এর সাহায্য-সহায়তা ও ইসলামের প্রচারকার্যকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেছেন।...বস্তুত: এ সকল শাখার মধ্যে চতুর্থ শাখা হলো চিঠি-পত্রের কার্যক্রম। এ প্রাতিষ্ঠানিক শাখা থেকে সত্যান্বেষীগণকে বা সত্যের বিরোধীদেরকে চিঠিপত্র লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ নব্বই হাজারেরও বেশি চিঠি এসে থাকবে যেগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে।" (ফতেহ্ ইসলাম পৃ: ১০-২২)

দ্বিতীয় খিলাফতকালে হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) উল্লেখিত চিঠিপত্রের এক বিরাট অংশ সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুনরায় পঞ্চম খিলাফতকালের ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে আরও কিছু সংখ্যক চিঠি-পত্র সংগ্রহ করে সেসবগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পুস্তকটির প্রারম্ভে মূল ভূমিকায় দেয়া হয়েছে। উর্দু ভাষায় লিখা এ সকল চিঠির **প্রথম খন্ডের–প্রথম অধ্যায়** (পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী, লেখরাম, শিব নারায়ণসহ আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজি ও অন্যান্য হিন্দুদের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের নামে) ও দ্বিতীয় অধ্যায় (আথম, ফতেহ্ মসীহ্, আমেরিকার আলেকজান্ডার ডুই ও ইংল্যান্ডের পিগেটসহ অন্যান্য বিখ্যাত খ্রিষ্টান নেতৃস্থানীয় পাদ্রীদের নামে) এবং **দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়** [হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন, খলীফা আউয়াল (রা.)-এর নামে]।

উপরোক্ত পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় ও অনুগ্রহে খিলাফত জুবিলীর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্। অনুবাদের দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মূল উর্দু পুস্তকের সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব। প্রুফ রিডিং-এর কাজ করেছেন অনুবাদক। বাংলা একাডেমী কর্তৃক

প্রকাশিত বাংলা বানানরীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন কাজে সহযোগিতা করেছেন জনাব নূরুল ইসলাম মিঠু ও মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব।

এ পবিত্র ও মহামূল্যবান পত্রাবলীতে রয়েছে ইসলাম, মহানবী (সা.) ও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বহু সংখ্যক আপত্তি ও অভিযোগের অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে বলিষ্ঠ খন্ডন সম্বলিত উত্তরের পাশাপাশি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গভীর তত্ত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ও বিবরণ, যা বাংলা ভাষাভাষী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির বিশেষ উপকারে আসবে বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ করুন যেন তাই হয়।

এ পুস্তকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর লেখা পত্রাবলীর **দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়** অর্থাৎ হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন, খলীফা আউয়াল (রা.)-এর নামে।

এ পুস্তক প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে যারা সেবা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি বিশ্ব প্রতিপালক প্রভু।

মোবাশশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মকতুবাত আহমদীয়া, ৫ম খন্ডের ভূমিকায় সংকলক হযরত ইরফানী (রা.)-এর

মূল্যবান বক্তব্য

আমি আমার জীবনের এ-ও একটি উদ্দেশ্য বলে মনে করি যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সব রকম পুরাতন লেখা– তা অপ্রকাশিত হোক বা দুষ্প্রাপ্য, যা মানুষের জানার বাইরে, সেগুলো অনুসন্ধান এবং একত্র করে যেন প্রকাশ করতে থাকি। এ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত বহু কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও অনেক কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। আমি খোদা তাআলার শোকর করি যে, 'মক্তুবাত আহমদীয়া'-এর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পঞ্চম খন্ড (যা হযরত আকদাসের নিজ বন্ধুদের নামে লেখা চিঠি-পত্র সম্বলিত) এর দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে। এসব পত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে ১৮৮৫ ইং থেকে ১৮৯২ইং পর্যন্ত সময়ব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে। যথাসম্ভব তাঁর নামে আরো চিঠি থাকতে পারে। যা আমি খুঁজে পেয়েছি তা একত্রে ছেপে দিয়েছি। আরও চিঠি-পত্র হস্তগত হলে তাও এর পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশ করা যাবে। 'ওবিল্লাহিত তওফীক' (শক্তি-সামর্থ্য কেবল আল্লাহতে নির্ভরশীল–অনুবাদক)।

যা হোক, আমি আমার কাজ যে গতিতে যত দিন খোদা তাআলা আমাকে তওফীক দান করেন, করে যাবো।

তবে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাঁরা একাজে আমার সহায়ক হোন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

ইরফানী

গঞ্জে আফিয়ত, কাদিয়ান

১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ইং

মক্‌তুবাতে আহমদ ২য় খন্ডের ভূমিকা

মানব সভ্যতা, কৃষ্টি এবং সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কাবলীর ক্ষেত্রে চিঠি-পত্র এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও বক্তৃতা-ভাষণ ও বই-পুস্তক প্রণয়নও অন্যান্যদের কাছে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতি ব্যক্ত করার মাধ্যম বটে। কিন্তু চিঠি-পত্রে, বিশেষত নিজের বন্ধুদেরকে লেখা চিঠি-পত্রে নিজের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুভূতির যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর ভক্ত ও অনুসারী প্রেমিকদের মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁর বন্ধুদের কাছে লেখা এসব পত্র যেখানে ওই সকল সাহাবার জন্য অমূল্য রত্ন-ভান্ডার স্বরূপ ছিল সেখানে জামা'তের জন্যও মহামূল্যবান পুঁজির মর্যাদা বহন করে। এসব চিঠি থেকে যেমন ওই সকল সাহাবার মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র সীরাত ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপরও আলোকপাত হয়। আর তেমনি তাঁর অন্তরে তাঁর সাহাবীদের জন্য যে কত কদর ও ভালোবাসা ছিল তারও সন্ধান পওয়া যায়। তাছাড়া এ চিঠিপত্রের মাধ্যমে অসংখ্য এমন তত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয় যা মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এবং জীবনের চড়াই উতরাই পেরুতে আলোক-বর্তিকাস্বরূপ আবশ্যকীয় পথনির্দেশ লাভের কারণ হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণভাবে বহুস্থলে তাঁর সাহাবার কথা উল্লেখ করে বলেন :

"বহুবিধ কারণে সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সাথে এ জামা'তটির সাদৃশ্য রয়েছে।... এঁরা সেই দল যাদেরকে খোদা তাআলা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, দিন দিন তাদের হৃদয়কে পবিত্র করে চলেছেন, তাদের অন্তঃকরণকে ঈমানের জ্যোতি ও প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান দিয়ে ভরপুর করে তুলছেন এবং স্বর্গীয় নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন যেমন সাহাবা কিরামাকে আকর্ষণ করেছিলেন। মোট কথা, এ জামা'তটিতে সেই যাবতীয় লক্ষণ ও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় যা "আখারীনা মিনহুম"-(সূরা জুমুআর) এ আয়াতের শব্দগুলো থেকে প্রতিভাত হচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি এক দিন বাস্তবে পূর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল।" ('আইয়ামুস সুলাহ্', রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭)।

'মক্‌তুবাতে আহমদ দ্বিতীয় খন্ড' নামের এ গ্রন্থটিতে চারজন মহান অতিমর্যাদাবান সাহাবার নামে লেখা চিঠিপত্র রয়েছে। এই সাহাবা কিরাম সম্পর্কিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)

যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন বর্ণনা করেছেন, তাঁর সকল সাহাবা 'আখারীনা মিনহুম' (সূরা জুমুআ : ৩)-এর প্রতীক ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অতুলনীয় ও অনুপম দৃষ্টান্ত বিশেষ ছিলেন। কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবা 'আসহাবী কান্‌নুজূম' ('আমার সব সাহাবা নক্ষত্র তুল্য')-এর প্রতীক এবং নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় একে অন্যের চেয়ে শ্রেয় হলেও হযরত আবু বকর (রা.) সকল সাহাবা কেরামের মাঝে একক, অত্যুচ্চ ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও খিদমতের দিক দিয়ে তাঁর মনিব ও গুরু 'ইমামুয্‌যামান' (আ.)-এর দৃষ্টিতে সেই মর্যাদা লাভ করেন যা সবচে' উঁচু ও উন্নত মানের ছিল। তিনি তাঁর মনিব ও গুরুর কাছে তাঁর নিজস্ব দোয়া ও মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে নিজের জন্য দোয়ার আবেদন পেশ করেন : "আলী জনাব! আমার দোয়া হলো, আমি যেন সব সময় হুযূরের সমীপে হাজির থাকি এবং ইমামুয্‌যামানকে (যুগ ইমামকে) যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে সংস্কারক করা হয়েছে আমি যেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি.....আমি আপনার পথে উৎসর্গীকৃত।...আপনার সাথে আমার ফারুকী (হযরত উমর ফারুকের ন্যায়) সম্পর্ক! আমি সব কিছু এ পথে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। দোয়া করবেন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকের মৃত্যু হয়।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৬)।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল করে তাঁকে সিদ্দীকীয়তের স্তরে উন্নীত করলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ

"তার নাম তার জ্যোতির্ময় (নূরান্বিত) গুণাবলীর ন্যায় নূরুদ্দীন। .... যখন তিনি আমার সঙ্গে এসে দেখা করলেন তখন আমি তাঁকে আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যেকার একটি নিদর্শন রূপে দেখতে পেলাম। আমার তখনই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে, তিনি আমার সেই দোয়ার ফল যা আমি সব সময় করতাম। আমার অন্তর্দৃষ্টি আমায় বলে দিল, তিনি আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে আমাকে সেভাবে অনুসরণ করেন যেভাবে শিরার

স্পন্দন শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ করে থাকে।" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, গ্রন্থে আরবী বাক্যাবলীর অনুবাদ, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃ: ৫৮১-৫৮৬)

এ খন্ডটির প্রথম অধ্যায়ে হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-এর নামে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ৯৪টি চিঠি শামিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৬টি (পত্র নং ১৩, ৪৮, ৬৭, ৮৮, ৯৩ ও ৯৪) নতুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা এর পূর্বে 'মক্তুবাতে আহমদীয়া'য় প্রকাশিত হয় নি।

(২) হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)

হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব মালীর কোটলার রঈস পরিবারভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যুগ-ইমামকে সনাক্ত করার শক্তি দান করেন। তিনি তাঁর নিষ্ঠা ও পবিত্র চিত্ততার দরুন তার স্বদেশ ও স্টেট ছেড়ে কাদিয়ানেই বসবাস করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশিষ্ট প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর (আ.) সাহচর্য এবং তাঁর বিশেষ দোয়ার ভাগী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নামে এক পত্রে লিখেন : "আমি আপনার সাথে এমন ভালোবাসার সম্পর্ক রাখি যেমন নিজের পুত্রের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি ইহকালের পরও খোদা তাআলা যেন আমাদেরকে 'দারুস সালামে' আপনার সাক্ষাতের আনন্দ দেখান।...আপনি প্রথম স্তরের প্রেমিক ও আন্তরিক নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দিন দিন উন্নতি লাভের আশা অন্যত্র রয়েছে।" (পত্র নং ১০)

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন:

"আমি একদিন আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করেছি এবং দোয়া করার এমন সুযোগ পেয়েছি যা বিরলভাবেই ঘটে থাকে, 'আলহামদুলিল্লাহ্'। আশা করি শীঘ্র অথবা কিছু দেরীতে হলেও এসব দোয়ার সুপ্রভাব অবশ্য অবশ্যই প্রতিফলিত হবে" (পত্র নং ৬১)। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতা হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহামতী কন্যা সাহেবযাদী হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবা তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মক্তুবাতের এ খন্ডটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নামে হযরত আকদাস (আ.)-এর একশ'টি চিঠি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) হযরত শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজী (রা.)

তিনি ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"এ জামা'তে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে ব্যাপৃত শ্রেণীটির মধ্যে একজন 'হিব্বী ফিল্লাহ্' (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষী আমার প্রেমিক) শেঠ আব্দুর রহমান প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসাযোগ্য। তিনি সওয়াব অর্জনের অনেক অনেক সুযোগ লাভ করে থাকেন। তিনি এত অগাধ প্রেমের অধিকারী যে দূরে অবস্থান করেও তিনি নিকটে। আমাদের লঙ্গরখানার ব্যয়ভার অনেকটাই তিনি বহন করেন। তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ভরা নিরবচ্ছিন্ন খিদমত (আর্থিক সেবা) সমগ্র জামা'তের সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক দৃষ্টান্ত বিশেষ। কেননা এরকম লোক স্বল্প সংখ্যকই বটে। তিনি বিরতিহীন ভাবে মাসিক একশ' রুপী চাঁদা পাঠান। আবার আজ পর্যন্ত নিজ আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে একযোগে পাঁচশ' রুপী করে দেয়া চাঁদা এর বাইরে রয়েছে।" ('মজুমূআ ইশ্তেহারাত' ২য় খন্ড পৃঃ ৩০৯)

মক্তুবাতের দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত শেঠ আব্দুর রহমান (রা.)-এর নামে হযরত আকদাসের ৯৬টি পত্র রয়েছে।

(৪) হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব (রা.)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : "হিব্বী ফিল্লাহ্' মুনশী রুস্তম আলী ডিপুটি ইন্সপেক্টর পুলিশ, রেলওয়ে– তিনি একজন সদাচারী যুবক ও আন্তরিক নিষ্ঠাবান, আমার প্রথম স্তরের বন্ধুদের অন্তর্গত। তাঁর চেহারাতেই বিনয় ও অমায়িকতা, অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা প্রস্ফুট। কোন পরীক্ষা লগ্নেই এ বন্ধুকে আমি প্রকম্পিত অবস্থায় দেখতে পাইনি। যে দিন থেকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি আমার দিকে রুজু হয়েছেন সে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় কখনও দ্বিধা সংকোচ, অনুতাপ ও উদাসীনতার মত ভাটা পড়েনি বরং তা ক্রমবর্ধিষ্ণু রয়েছে।"

তাঁর আর্থিক কুরবানী এবং খিদমত ও অবদান সম্পর্কে তাঁর নামে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এ পত্রটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে ঃ

সমগ্র জামা'তের মধ্যে একমাত্র তিনিই, যিনি তাঁর বেতনের এক চতুর্থাংশ আমাদের সিলসিলা (তথা ঐশী সংগঠন)-এর সাহায্য-সহায়তায় ব্যয় করে থাকেন। খোদা তাআলা তাঁকে এই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন" (পত্র নং ২৪৭)।

'মক্‌তুবাতে আহমদ'-এর দ্বিতীয় খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব (রা.)-এর নামে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ২৭৮টি পত্র রয়েছে।

'মক্‌তুবাতে আহমদ'-এর দ্বিতীয় খন্ডের ৪টি অধ্যায়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চারজন মহান সাহাবার নামে সর্বমোট ৫৬৮টি চিঠি রয়েছে।

'মক্‌তুবাতে আহমদ'-এর ৩য় খন্ডে অন্যান্য সাহাবার নামে লেখা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চিঠিপত্র প্রকাশ করা হচ্ছে।

জনাব হযরত শায়খ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) জামাতের শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। যিনি চরম বিরূপ পরিস্থিতিতে, আর্থিক সংকট ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই মহামূল্যবান চিঠি-পত্র প্রথমে নিজের পত্রিকা 'আল-হাকামে' প্রকাশ করেন। এরপর পুস্তক আকারে সন্নিবেশিত করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব মালেক সালাহ্উদ্দীন সাহেবও মকতুবাতে আহমদীয়া, ৭ম খন্ড সংকলন করেন। এতে তিনি বিভিন্ন সাহাবা কিরামের নামে লিখা চিঠি-পত্র একত্র করেন।

মকতুবাতের বর্তমান সংস্করণটির সংকলনের এ অত্যন্ত নাজুক কাজ অর্থাৎ চিঠিপত্রের ক্রমিকধারায় সুবিন্যাস এবং প্রুফরিডিং-এর কাজে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হাবীবুর রহমান সাহেব যিরভী, নায়েব নাযের ইশাআত অনেক পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তাঁর সাথে মুকাররম রানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, মুকাররম মুবারক আহমদ নাজীব সাহেব, মুকাররম সুলতান আহমদ শাহেদ সাহেব, মুকাররম কালীম আহমদ তাহের সাহেব এবং মুকাররম ফাহীম আহমদ খালেদ সাহেব (মুরব্বীয়ান সিলসিলা) এক যোগে কাজ করেছেন। জামাতের বন্ধুগণ এ সকল ওয়াকেফীনে-জিন্দেগীকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

ওয়াস্‌সালাম।

সৈয়দ আব্দুল হাই
নাযের ইশাআত, রাবওয়া
তাং ২২ এপ্রিল ২০০৮ইং

সূচীপত্র

পত্র নং	লেখার তারিখ	পৃষ্ঠা
১	৮ মার্চ ১৮৮৫ইং	১৩
২	২০ আগষ্ট ১৮৮৫ইং	১৪
৩	১১ মার্চ ১৮৮৬ইং	১৬
৪	৮ জুন ১৮৮৬ইং	১৭
৫	২০ জুন ১৮৮৬ইং	২০
৬	৭ জুলাই ১৮৮৬ইং	২২
৭	২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ইং	২২
৮	৪ নভেম্বর ১৮৮৬ইং	২৪
৯	৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৬ইং	২৫
১০	১৯ জানুয়ারি ১৮৮৭ইং	২৬
১১	১৮৮৭ইং	২৮
১২	১৮৮৭ইং	২৯
১৩	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ইং	৩২
১৪	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ইং	৩৩
১৫	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ইং	৩৪
১৬	২ মার্চ ১৮৮৭ইং	৩৬
১৭	১৮৮৭ইং	৩৭
১৮	৫ মার্চ ১৮৮৭ইং	৩৯
১৯	১৪ এপ্রিল ১৮৮৭ইং	৪০
২০	২৫ এপ্রিল ১৮৮৭ইং	৪১
২১	২ মে ১৮৮৭ইং	৪২
২২	১১ মে ১৮৮৭ইং	৪৪
২৩	১৪ মে ১৮৮৭ইং	৪৫
২৪	১৮৮৭ইং	৪৭
২৫	৩১ মে ১৮৮৭ইং	৪৮
২৬	১১ জুলাই ১৮৮৭ইং	৫০
২৭	২৬ জুলাই ১৮৮৭ইং	৫১
২৮	৫ আগষ্ট ১৮৮৭ইং	৫৩
২৯	১৭ আগষ্ট ১৮৮৭ইং	৫৫
৩০	৩১ অক্টোবর ১৮৮৭ইং	৫৭

পত্র নং	লেখার তারিখ	পৃষ্ঠা
৩১	২০ ডিসেম্বর ১৮৮৭ইং	৫৮
৩২	১৮৮৭ইং	৬০
৩৩	৪ জানুয়ারি ১৮৮৮ইং	৬২
৩৪	৫ জানুয়ারি ১৮৮৮ইং	৬৪
৩৫	২৩ জানুয়ারি ১৮৮৮ইং	৬৫
৩৬	ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ইং	৬৮
৩৭	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ইং	৬৯
৩৮	২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ইং	৭১
৩৯	৩ মার্চ ১৮৮৮ইং	৭৫
৪০	১৬ এপ্রিল ১৮৮৮ইং	৭৬
৪১	২৮ মে ১৮৮৮ইং	৭৭
৪২	২২ জুন ১৮৮৮ইং	৭৮
৪৩	২ জুলাই ১৮৮৮ইং	৭৯
৪৪	১২ জুলাই ১৮৮৮ইং	৮০
৪৫	১৮ আগষ্ট ১৮৮৮ইং	৮১
৪৬	১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ইং	৮২
৪৭	৪ নভেম্বর ১৮৮৮ইং	৮৩
৪৮	৪ ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং	৮৫
৪৯	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ইং	৯৪
৫০	মার্চ ১৮৮৯ইং	৯৬
৫১	৬ জুন ১৮৮৯ইং	৯৮
৫২	২৯ জুন ১৮৮৯ইং	১০০
৫৩	৯ জুলাই ১৮৯১ইং	১০১
৫৪	২০ নভেম্বর ১৮৮৯ইং	১০২
৫৫	৭ ডিসেম্বর ১৮৮৯ইং	১০৩
৫৬	১৮৮৯ইং	১০৪
৫৭	১ জানুয়ারি ১৮৯০ইং	১০৫
৫৮	২৫ জানুয়ারি ১৮৯০১ইং	১০৬
৫৯	১৫ জুলাই ১৮৯০ইং	১০৮

পত্র নং	লেখার তারিখ	পৃষ্ঠা
৬০	২৮ অক্টোবর ১৮৯০ইং	১১০
৬১	১৪ ডিসেম্বর ১৮৯০ইং	১১১
৬২	২০ ডিসেম্বর ১৮৯০ ইং	১১৩
৬৩	২৪ জানুয়ারি ১৮৯১ইং	১১৪
৬৪	৩১ জানুয়ারি ১৮৯১ ইং	১১৬
৬৫	৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ ইং	১১৭
৬৬	৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১১৮
৬৭	১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১১৯
৬৮	১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১২১
৬৯	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১২২
৭০	১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১২৩
৭১	ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ইং	১২৫
৭২	তারিখ বিহীন	১২৬
৭৩	৯ মার্চ ১৮৯১ইং	১২৭
৭৪	মার্চ ১৮৯১ইং	১৩০
৭৫	২১ মার্চ ১৮৮৯১ইং	১৩১
৭৬	২৪ মার্চ ১৮৯১ইং	১৩৩
৭৭	৩১ মার্চ ১৮৯১ইং	১৩৪

পত্র নং	লেখার তারিখ	পৃষ্ঠা
৭৮	১২ এপ্রিল ১৮৯১ইং	১৩৬
৭৯	২২ জুন ১৮৯১ইং	১৩৮
৮০	২২ জুলাই ১৮৯১ইং	১৩৯
৮১	৩১ জুলাই ১৮৯১ইং	১৪০
৮২	১৬ আগষ্ট ১৮৯১ইং	১৪১
৮৩	৩০ আগষ্ট ১৮৯১ইং	১৪২
৮৪	অক্টোবর ১৮৯১ইং	১৪৩
৮৫	তারিখ বিহীন	১৪৪
৮৬	১৮৯১ইং	১৪৬
৮৭	১৮৯১ইং	১৪৮
৮৮	২৭ নভেম্বর ১৮৯১ইং	১৪৯
৮৯	১৩ জানুয়ারি ১৮৯১ইং	১৫১
৯০	৭ এপ্রিল ১৮৯২ইং	১৫৩
৯১	২৪ আগষ্ট ১৮৯২ইং	১৫৪
৯২	২৬ আগষ্ট ১৮৯২ইং	১৫৫
৯৩	তারিখ বিহীন	১৫৭
৯৪	তারিখ বিহীন	১৫৮

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এর নামে

পত্র নং- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হবার দাবী

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! এই অধম (বারাহীনে আহ্মদীয়ার প্রণেতা) আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, যাতে বনী ইস্রাঈলী নবী (হযরত) মসীহ্র আকারে, অবস্থায় ও পদ্ধতিতে পরম বিনয় ও দীনতা, গরীবি, অমায়িকতা ও আত্মবিলীনতা দিয়ে জনমানবের সংস্কার-সংশোধন সাধনের জন্য চেষ্টা করে এবং প্রকৃত সত্য পথ অজানা লোকদেরকে সিরাতে-মুস্তাকীম দেখায় যে পথে চলায় প্রকৃত নাজাত (পরিত্রাণ) লাভ হয় এবং ইহকালেই বেহেশ্তি জীবনের আভাস ও লক্ষণাবলী, কবুলিয়ত ও মাহ্বুবীয়তের (ঐশী প্রেম লাভের) নূর পরিলক্ষিত হয়।

বিনীত

গোলাম আহমদ

৮ই মার্চ ১৮৮৫ইং

মন্তব্য ঃ *হযরত হাকীমুল-উম্মত (খলীফা তুল মসীহ্ আউয়াল মাওলানা নূরুদ্দিন (রা.)-এর নামে এই প্রথম পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। এতে অনুমিত হয়, এর পূর্বেরও কয়েকটি পত্র থাকতে পারে। এ পত্রটিরও আসল পান্ডুলিপি অর্থাৎ মূল পত্রটি আমি পাই নি। বরং হযরত হাকীমুল উম্মত (রা.)-এর নোটবই থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং ৩১ আগষ্ট, ১৯০৭ইং তারিখের 'আল-হাকাম' পত্রিকায় আমি তা প্রকাশ করেছিলাম। এ পত্রটি অধ্যয়নে জানা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মসীহ্ নাসেরীর পদমর্যাদায় প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবী মার্চ, ১৮৮৫ সালে করেছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি সুস্পষ্ট ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বয়আতের ঘোষণা করেন নি। (ইয়াকুব আলী ইরফানী)*

পত্র নং-২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

'আস্সামাদ' (সর্বনির্ভরস্থল) আল্লাহ্তে আশ্রয়ী বিনীত গোলাম আহ্মদের পক্ষ থেকে, সম্মানিত ও ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা)-এর সমীপে।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার মর্মস্পর্শী পত্রটি পেলাম। জনাবের কলিজার টুকরো দু'জন পুত্রের মৃত্যু ও তৃতীয় পুত্রের অসুস্থতার অবস্থা জেনে মর্মাহত হয়েছি। আল্লাহ্জাল্লাশানুহু চোখ জুড়ানো তৃতীয় পুত্রকে আরোগ্য দান করুন। ইন্শাআল্লাহুল আযীয এই অধম আপনার পুত্রের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে এমন দোয়ার তওফীক দান করুন, যা এর যাবতীয় শর্তের ধারক ও বাহক হয়। এ বিষয়টি কোন মানুষের নিজ ইখতিয়ারভুক্ত নয়। এটি কেবল আল্লাহ্ তাআলারই আয়ত্তে। তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনি যদি গোপনীয়ভাবে নিজ প্রিয় পুত্রের আরোগ্যলাভে, মনে মনে কিছু মানত (নযর) নির্ধারণ করে রাখেন তা'হলে বিস্ময়কর নয় যে সে গুণগ্রাহী খোদা যিনি নিজ সত্তায় স্বয়ং করীম (মহানুভব) ও রহীম (অতি কৃপালু), তিনি আপনার ঐ আন্তরিক নিষ্ঠাকে কবুল করে আপনাকে দুঃখ-বেদনার এ কবল থেকে নিস্কৃতি দিবেন। তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের প্রতি তাদের পিতা-মাতার চেয়েও বেশি দয়া করে থাকেন। তিনি মানত ইত্যাদির আদৌ মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু অনেক সময় মানুষের আন্তরিক নিষ্ঠা উক্ত পথেই সাব্যস্ত ও সত্য প্রতিপন্ন হয়। ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), হৃদয়বিগলিত ক্রন্দন ও তওবা (অনুশোচনা) অতি উত্তম জিনিস- এতদ্ব্যতিরেকে সব মানতই তুচ্ছ ও নিষ্ফল।

নিজ মাওলা ও প্রভুর ওপর দৃঢ় আশা রাখ এবং অতি আশিষময় তাঁর সত্তাকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বানাও, তিনি যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাদেরকে বিনষ্ট করেন না এবং তাঁর দিকে সত্যিকারভাবে প্রণত ও নিবিষ্টচিত্তদেরকে দুঃখ-বেদনার গহ্বরে ছেড়ে দেন না।

রাতের শেষাংশে ওঠো ও ওযু কর এবং ইখ্লাস ও নিষ্ঠার সাথে দু' দু' করে কয়েক রাকাআত নামায আদায় কর আর মর্ম-বেদনা ও অতি বিনয়ের সাথে এই দোয়া কর ঃ

বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে উদ্ধারের দোয়া

"হে আমার মোহ্সিন (কল্যাণকারী), হে খোদা! আমি পাপাচারে ও উদাসীনতায় নিমগ্ন তোমার এক অযোগ্য বান্দা, তুমি আমার মাঝে অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেছ, তবুও তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। আমার গোনাহ্র পর গোনাহ্ দেখেও তুমি আমার প্রতি ইহ্সানের পর ইহ্সান (উপকার) করেছ। তুমি সর্বদাই আমার পর্দাপোশি করেছ (আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ) এবং অসংখ্য নেয়ামতে ভূষিত করেছ। অতএব এখনও আমার ন্যায় অযোগ্য ও আপাদমস্তক পাপীর প্রতি দয়া কর এবং আমার ঔদ্ধত্য ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাকে আমার এই দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত কর। তুমি ছাড়া যে আর কেউ কার্যনির্বাহক নেই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

কিন্তু সমীচীন হবে, এ দোয়ার সময়ে প্রকৃতপক্ষেই হৃদয় যেন পূর্ণ জোশের সাথে নিজ পাপ স্বীকার করে এবং আপন প্রভু আল্লাহ্র দয়া-দাক্ষিণ্যকে উপলব্ধি করে। কারণ কেবল মৌখিক পঠনের কোন মূল্য নেই। আন্তরিক উদ্দীপনা চাই এবং আত্মবিগলন ও কান্নাও আবশ্যক। এই দোয়া এ অধমের নিয়মিত পালনীয় কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর এটি প্রকৃতপক্ষে এ অধমের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
(আফা আনহু*)
২০ আগষ্ট ১৮৮৫ইং

* তাকে আল্লাহ ক্ষমা করুন

মন্তব্য (১) *ঃ এ পত্রটির ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের নোট রয়েছেঃ "এ পুত্রটি সে সময় ওই রোগ থেকে আরোগ্য হয়। পরবর্তীতে অন্য রোগে ('সোয়াল দামিস সিব্ইয়ান' রোগে) আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। 'আনা লি-ফিরাকিহি লা-মাহ্যূন ওয়া আদ্উ ইলাইহি রাব্বাহু'। নূরুদ্দীন, ২ ওসোজ, ১৯৪৩ বিক্রমি সন।"*

মন্তব্য (২) *ঃ পত্রটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। যা তাঁর নৈমিত্তিক জীবনের অংশবিশেষ ছিল। উল্লেখিত দোয়াটি এর ভাষ্য পাঠে তাঁর জীবনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর আলোকপাত হয়। আর এটি সেই সময়ের কথা যখন তিনি দুনিয়ায় খ্যাতিমান হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর কোন দাবীও ছিল না। কারও বয়আত নিতেন না বরং একজন নিভৃতে বসবাসকারী ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন*

করতেন। খোদা তাআলার প্রতি কত দৃঢ় তাঁর বিশ্বাস! দোয়ার কবুলিয়তে কত ভরসা! এবং তাঁর রাত্রিকালীন ইবাদত ইত্যাদি সাধনার প্রকৃত স্বরূপ এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নোটটিতে এ-ও জানা যায় যে, তাঁর সেই পুত্র সে সময় বেঁচে যায়। আর এমনটি ঘটেছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার ফলশ্রুতিতে। খোদা তাআলা সেই সময় তক্দীরকে টলিয়ে দেন। ফযল ইলাহী নামে সে পুত্রটি ছিল হযরত খলীফা আউয়ালের (রা.) প্রথম স্ত্রীর থেকে। (ইরফানী)

পত্র নং-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় ভ্রাতা (সাল্লামাহু),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আপনার পত্র পেলাম। আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলো থেকে নিঃসন্দেহে সৌরভ, বরং সত্যভাষণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা অনুভব হয়। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা' (আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন)। আমীন, সুম্মা আমীন।

আপনার মেয়ে সালেহার জন্যও দোয়া করা হয়েছে। (তার) কুরআন শরীফ হিফ্য (মুখস্থ) করা, এটা আপনারই কল্যাণ ও বারাকাতের ফল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মাঝে এ কাজটি হয়তো 'কারামত' (অলৌকিক ক্রিয়া) বলে বিবেচিত হবে। কতো সৌভাগ্যশালী বাবা-মা! আর তারাও সৌভাগ্যশালী যারা নব সম্পর্ক গড়বে, এই মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যাদের (আত্মিক) সংযোগ রয়েছে।

'ওয়াস সালামু আলা মানিত্তবায়াল হুদা' (যারা হেদায়াতের অনুসারী হয় তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক-অনুবাদক)।

বিনীত

গোলাম আহ্মদ (আফা আনহু)

১১মার্চ, ১৮৮৬ইং

পত্র নং-৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ-সংশয় নিরসনে একটি ইশতিহার (বিজ্ঞপ্তি) আপনার খিদমতে পাঠানো হল।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)

আপনি যেহেতু 'তাশাব্বোহ্ ফারূকী' (হযরত উমর ফারূকের সাথে আত্মিক সাদৃশ্য)-এর দাবীদার এবং এ অধমও আপনার সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং আপনাকে নিজ নিষ্ঠাবান হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু হিসাবে জানে, সেহেতু আপনার প্রতি আত্মিক সংযোগ বিরাজ করে। মহানুভব আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যে সব কল্যাণ ও অনুগ্রহ এ অধমের প্রতি বিদ্যমান রয়েছে সে সম্পর্কে সব সময় আমার অন্তর এই চায় যেন তার কিছু কিছু অংশ আমার বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করতে থাকি এবং আল্লাহ্ তাআলার আদেশ 'ওয়া বি-নি'মাতি রাব্বিকা ফা-হাদ্দিস' ['তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ (তোমার প্রতি) রয়েছে তা অন্যের নিকট বর্ণনা কর'-অনুবাদক] তদনুযায়ী আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করার সওয়াব অর্জন করি। অতএব, আপনি যে আমার নিষ্ঠাপরায়ণ বন্ধু তাই আপনার কাছেও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর গোপন তত্ত্ব বর্ণনা করতে চাই। সম্ভবত চার মাস হল, এ অধমের নিকট প্রকাশ করা হয়েছিল, উভয় প্রকার অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক অতি উচ্চ পর্যায়ের গুণ ও শক্তি সম্পন্ন, জাহেরে ও বাতেনে পূর্ণতা প্রাপ্ত এক পুত্র সন্তান তোমাকে দান করা হবে, তার নাম হবে বশীর।' এ যাবৎ অনুমানগতভাবে আমার ধারণা ছিল সম্ভবত সে আশিসমন্ডিত পুত্রটি এ (অর্থাৎ বর্তমান) স্ত্রীর থেকেই হবে। এখন আবার বেশির ভাগ ইলহাম এ বিষয়ে হচ্ছে যে অচিরে আরেকটি বিয়ে তোমাকে করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এটা নির্ধারিত হয়েছে, স্বভাবজাত পুণ্যবতী ও সু-চরিত্রের এক স্ত্রী তোমাকে দান করা হবে। সে সন্তানধারিনী হবে। এক্ষেত্রে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যখন ইলহাম হল তখন এক কাশ্‌ফী অবস্থায় (দিব্য স্বপ্নে) আমাকে চারটি ফল দেয়া হল-সেগুলোর তিনটি তো ছিল আম, কিন্তু একটি ফল ছিল সবুজ রঙের অনেক বড় আকৃতির। সেটি এ জগতের সাধারণ ফলের মত ছিল না। অবশ্য এটি ইলহাম

দ্বারা নির্ধারিত বিষয় নয়, বরং আমার অন্তরে এ কথার উদ্রেক হয়েছে, যে-ফলটি এ জগতের ফল বিশেষ নয়, সেটিই আশিসমন্ডিত পুত্র। কেননা নিঃসন্দেহে ফল দ্বারা সন্তান বুঝায়। আর যখন স্বভাবত পুণ্যবতী পত্নির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে কাশ্‌ফীরূপে চারটি ফল দেয়া হয়েছে যেগুলোর একটি ভিন্ন ধরনের, তখন এটাই বুঝা যায় 'ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস্‌সাওয়াব' (প্রকৃত ও যথার্থ বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই সবচে' ভালো জানেন-অনুবাদক)।

নতুন বিয়ের প্রস্তাব ও ঐশী বাধা ঃ সেই সময়ে ঘটনাচক্রে দুই ব্যক্তি নতুন বিয়ের জন্য দু'টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সে দু'টি সম্পর্কে যখন ইস্তেখারা করা হলো, তখন একজন মহিলার সম্পর্কে উত্তর পাওয়া গেল, "তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা, অভাব-অনটন ও অপমান নির্ধারিত এবং সে তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।" আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হলো, তার চেহারা ভাল না। প্রকারান্তরে এটা এ কথার দিকে ইঙ্গিত ছিল, সুশ্রী ও সুচরিত্রের যে পুত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সে সামঞ্জস্যের চাহিদায় দৃশ্যত সুশ্রী ও স্বভাবত পুণ্যবতী স্ত্রীর থেকেই জন্ম লাভ করবে। 'ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস সাওয়াব'। এদিকে জ্ঞানান্ধ বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি তোলে, এবারেই কেন পুত্র জন্মলাভ করলো না? তাদের আপত্তি খন্ডনে একজন বন্ধু ইশতিহার ছেপেছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় এই পুত্রের জন্ম হবার আগে তৃতীয় বিয়ে হয়ে যাওয়া আবশ্যক। কেননা, এ তৃতীয় বিয়েতেই সন্তান হবার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি এবং ঐশী সিদ্ধান্তে কিছুটা জোশ লক্ষ্য করছি। 'ওয়াল্লাহু ইয়াফয়ালু মা ইয়াশাউ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' (যা চাইবেন আল্লাহ্‌ তাই করবেন, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান-অনুবাদক)। ওয়াস্‌সালাম।[১]

বিনীত

গোলাম আহ্‌মদ (আফা আনহু)

৮ জুন, ১৮৮৬ইং

১. সাপ্তাহিক আল-হাকাম ১৭ জুন ১৯০৩ ইং পৃঃ ১৬

সংকলকের মন্তব্য : *এ পত্রটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এতে কোন কোন মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সবচেয়ে প্রথমটি হলো, খোদা তাআলা তাঁকে (আ.) চারজন পুত্র দান করবেন। যাদের একজন হবে অতি শান ও মর্যাদার। এ পত্রটি থেকে এ-ও জানা যায় যে কোন 'ইলহামে ইলাহী' (ঐশী বাণী)-এর ভিত্তিতে নয়, বরং হযরতের (আ.) নিজের ধারণা ছিল হয়ত সেই প্রতিশ্রুত পুত্র তৃতীয় স্ত্রীর থেকে জন্মলাভ করবে। এ প্রসঙ্গে ঘটনাবলী বলে দিয়েছে, সে পুত্রের প্রকৃতপক্ষে সেই প্রথম স্ত্রীর থেকেই জন্ম হওয়া নির্ধারিত ছিল যে স্ত্রীকে আল্লাহ্ তাআলা 'উম্মুল মু'মিনীন' হবার সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।*

ঘটনাবলীর ধারায় যা প্রমাণিত তাতে এ-ও জানা যায়, দিব্যস্বপ্নে দেখা যে ফলটি এ জগতের ছিল না এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বুঝানো হয়েছিল, শীঘ্র মারা যাবে এমন এক পুত্র জন্ম লাভ করবে। যেমন সাহেবযাদা মুবারক আহ্মদ শৈশবেই মারা যান। আল্লাহুম্মাজ্ আলহু লানা ফারাতান ওয়া শাফেয়ান[২]। সবুজ রঙের ফল তাঁকে (আ.) দেখানো হয়েছিল। এর দ্বারা 'সবুজ ইশ্তেহার'- এর প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্যও প্রকাশিত হয়েছে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেটা সবুজ রঙের কাগজে কেন ছেপেছিলেন। এরপর আরেকটি বিষয় যা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তা এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রকৃতপক্ষে খোদার পক্ষ থেকে মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ইলহামসমূহ খোদার কালাম বা বাণীই ছিল। সেগুলোতে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আর এ-ও জানা যায় যে নবীগণ যেমন ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের তা'বীর ও ব্যাখ্যা নিরূপনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইজ্তিহাদী ভুল করে ফেলেন, তেমনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও শাশ্বত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ইজ্তিহাদী ভ্রম ঘটে যাচ্ছিল যে, সে হয়তো তৃতীয় বিয়ের মাধ্যমে জন্ম হবে। এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে খোদা তাআলা (৩য় বিয়ে সংক্রান্ত) এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকেই রহিত করে দিলেন এবং 'মুয়াল্লাক' (অ-নির্ধারিত) নিয়তিকেও 'মুবরামে' (নির্দিষ্ট ও অব্যর্থ নিয়তিতে) পরিণত করে দেন।

অতঃপর এ পত্রটির ভিত্তিতে এবং ঘটনাবলীর সমর্থনের আলোকে হযরত উম্মুল মু'মিনীনের মাকাম প্রকাশিত হয়। মোটকথা, এ পত্রটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত এবং আমাদের ঈমানবর্ধনকারী- (ইরফানী)।

২. বুখারী, কিতাবুল জানায়িয

পত্র নং- ৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ও ভক্তিভাজন প্রিয়ভ্রাতা মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আপনার পত্র পেয়েছি। এ অধম আপনার সমীপে যা লিখেছিল তা কেবল বন্ধুসুলভ ধারায় কতগুলো ইলহামী গোপন তত্ত্ব-তথ্য সম্পর্কে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে লিখা হয়েছিল। কেননা এ অধমের রীতি হলো, নিজ বন্ধুদেরকে তাদের ঈমানী শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু কিছু অদৃশ্যের (গায়েবী) বিষয়াদি জানিয়ে দেয়া। কিন্তু এ অধমের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, যখন থেকে এ (তৃতীয়) বিয়ের জন্যে গায়বী ইঙ্গিত হয়েছে তখন থেকে স্বয়ং আমার মন-মানসিকতা চিন্তাযুক্ত ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে আছে। তবে ঐশী নির্দেশ এড়ানোর মোটেও কোন জো নেই। কিন্তু স্বভাবত এ অধম একে (অর্থাৎ তৃতীয় বিয়েকে) খুব অপছন্দ করে। আর প্রথমে যদিও মন চেয়েছে এ গায়েবী বিষয়টি রহিত থাকুক (স্থগিত হোক)। কিন্তু ক্রমাগত ইলহাম ও কাশ্ফসমূহ এ কথার নির্দেশ দিচ্ছিল যে এ তকদীরটি 'মুবরাম' (অব্যর্থ ও চূড়ান্ত)। যাহোক এমতাবস্থায় এ অধম প্রতিজ্ঞা করেছে এ ক্ষেত্রে যেমনটিই ঘটুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আদেশের মাধ্যমে আমাকে বাধ্য করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ থেকে দূরে থাকবো। কেননা একাধিক বিয়ের বোঝা ও অপ্রীতিকর বিষয়াদি অত্যধিক এবং এর খারাপি অনেক। সে সব লোকই এ খারাপিগুলো থেকে বেঁচে থাকেন, যাদেরকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজ বিশেষ ইরাদা (ইচ্ছা), নিজ বিশেষ কোন হেতু বশতঃ বিশেষ অবগতিকরণ ও ইলহামের মাধ্যমে সে গুরুভার বহনের জন্য আদিষ্ট করেন। তখন এতে অকল্যাণের পরিবর্তে সর্বতোভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে। আপনার চাকুরী ছেড়ে দেওয়ায় আমি বাহ্যত মর্মাহত। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি কোন হিত বিবেচনা করে থাকবেন।*

বিনীত

গোলাম আহ্মদ (আফা আনহু)

২০ জুন, ১৮৮৬ইং

* আল-হাকাম, ১৭ জুন ১৯০৩ ইং, পৃ. ১৫, ১৬

সংকলকের মন্তব্য : *হযরত মসীহ্ মাওউদ্ (আ.) তৃতীয় একটি বিয়ে সম্পর্কে কিছু ঐশী সুসংবাদ পেয়েছিলেন। অর্থাৎ এতে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তৃতীয় একটি বিয়ে হবে। সুতরাং এ সম্পর্কে এক প্রকার উৎসাহিতও করা হয়েছিল। সে বিয়ের জন্য উৎসাহদান ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে একটি ঐশী নিদর্শন ছিল। সেটি এমন একটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাঁর সাথে যাদের নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। কিন্তু তারা খোদা তাআলা থেকে কেবল দূরেই ছিল না, বরং অনেকটাই অস্বীকারকারীও ছিল তারা। সে কারণে খোদা তাআলা এর মাধ্যমে তাদের ওপর হুজ্জত পূর্ণ করেছেন। হযরত খলীফা আউয়ালকে তিনি (আ.) ঐশী সুসংবাদগুলো সম্বন্ধে অবহিত করেন। আমার জানা মতে হযরত খলীফা আউয়াল নিজ কন্যাদানে আগ্রহী ছিলেন যদি কিনা সে বিবাহযোগ্যা হতো। হযরত আকদাস (আ.) এ পত্রটির মাধ্যমে তাঁর কোন কোন ইলহাম সম্পর্কে তাঁর বন্ধুদেরকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁদের ঈমানী শক্তি যেন উন্নতি লাভ করে।*

দ্বিতীয়ত এ পত্রটিতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ব্যক্তিগতভাবে তৃতীয় বিয়েকে পছন্দ করতেন না। বরং এর প্রতি তাঁর কুণ্ঠিত হওয়া ও অপছন্দের কথা পরিষ্কার লেখা আছে। আর এ-ও লেখা আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যদি সুস্পষ্ট আদেশের মাধ্যমে বাধ্য করা না হয়, তিনি এ বিয়ে করবেন না। এতে সেই সব লোকের সমস্ত আপত্তি দূর হয়ে যায়, যারা নাউযুবিল্লাহ্ তাঁর প্রতি কুপ্রবৃত্তি পরায়ণতার ঠিক সেভাবে অপবাদ আরোপ করে যেভাবে আর্য সমাজি হিন্দু এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করে থাকে। (ইরফানী)।

পত্র নং ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। চাকুরী থেকে আপনার ইস্তফা (-পদত্যাগ) গৃহীত হয় নি এটা অধমের অবিকল আশানুরূপ হয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কোন উপলক্ষে উন্নতিও হয়ে যাবে। আশা করি, কুশলাদি সবসময় অবহিত করতে থাকবেন।
ওয়াসসালাম।*

বিনীত
গোলাম আহমদ
৭ জুলাই ১৮৮৬ইং

* আল-হাকাম ১৭ জুন, ১৯০৩ ইং পৃ.১৬

পত্র নং ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রের অন্তর্ধানে মর্মাহত ও ব্যথিত হলাম। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। অতি দয়ালু আল্লাহ্‌ আপানাকে যথাশীঘ্র উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম এবং যা চান করেন। মানুষের পক্ষে তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু খুবই বড় ধরণের আঘাত তাই এর প্রতিদানও অনেক বড়। আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু আপনাকে অতিসত্তর পরিতুষ্ট করুন, আমীন সুম্মা আমীন।

'সুরমা চাশমে আরিয়া' গ্রন্থটি আমার বার বার অসুস্থতার কারণে বিলম্বে ছেপেছে। এখন পাঁচদিন নাগাদ এর ভলিউমগুলো এখানে পৌঁছে যাবে। তখন অনতি বিলম্বে এক কপি আপনার খিদমতে পাঠানো হবে। যেহেতু এর পরেই 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক ছাপা হবে এবং এর জন্য যে টাকা হাতে জমা ছিল তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে। তাই জনাবও নিজ আশে-পাশে আন্তরিক মনোনিবেশে এর দাম নগদ পরিশোধকারী ক্রেতা সংগ্রহে প্রয়াসী হোন। এতে পাঁচশ' টাকার কাগজ ধার করে লাগানো হয়েছে। শিমলার একাউনটেন্ট মুন্সী আব্দুল হক সাহেব এই পাঁচশ' টাকা ঋণ দিয়েছেন। আরও চারশ' টাকা ছিল যা এতে খরচ হয়েছে। এ উপলক্ষটি অত্যন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দাবী রাখে, যাতে 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব না ঘটে। 'সুরমা চাশ্মে আরিয়া' পুস্তকটির দাম হচ্ছে এক টাকা বার আনা। আপনার প্রচেষ্টায় যদি এর একশ' কপি বিক্রি হয়ে যায়, তবু তা আপনার জন্য (আল্লাহ্র কাজে) সাহায্যের এক প্রাপ্য হক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। 'ওয়া মাইঁ ইয়ানসুরিল্লাহা ইয়ানসুরহু [আর যে আল্লাহ্র (কাজে) সাহায্য করে, তাকে তিনি সাহায্য করে থাকেন–অনুবাদক।] আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর রহমতের বারি বর্ষণ করুন এবং নিজ বিশেষ তৌফীক দানে এমন সব কাজ করান যাতে তিনি রাজী (সন্তুষ্ট) হয়ে যান। 'ওয়ালা তাওফীকা ইল্লা বিল্লাহ্ (তৌফীক কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে -অনুবাদক)। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ইং

পত্র নং ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ পঞ্চাশ টাকার একটি নোট জনাবের পক্ষ থেকে মিঞা করীম বখ্শ সাহেব শিয়ালকোট থেকে পাঠিয়েছেন। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা'। যেহেতু 'সিরাজে মুনীর' পুস্তকটির প্রকাশে এখন আর বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না। তবে এর খরচপাতি বাবদ পুঁজির জন্য টাকার অনেক প্রয়োজন হবে, সেহেতু আ'লী জনাব যদি এর অবশিষ্ট পঞ্চাশ কপির দাম পাঠিয়ে দেন, তাহলে পুস্তকটির প্রকাশে তা প্রয়োজনীয় পুঁজি বাবদ যথাসময়ে কাজে আসতে পারে। আমি মুন্সী আব্দুল হক সাহেব একাউনটেন্টের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম এবং আরো তিনশ' টাকা আমার কাছে ছিল। এর সবটাই এ পুস্তক ('সুরমা চাশমে আরিয়া') প্রকাশে খরচ হয়েছে। তা ছাড়া এর একশ' কপি বিনামূল্যে হিন্দু, আরিয়া ও খ্রিষ্টানদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। যদিও এর দাম এক টাকা বার আনা রাখা হয়েছে, কিন্তু এর (প্রকাশ বাবদ) ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়াতে মূল্য বাবদ এ অঙ্ক কম মাত্রায় দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশের কথা বলবো কি, প্রায় সকল মুসলমানেরই ধর্মের প্রতি মনোযোগ সম্পূর্ণ উঠে গেছে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সুধারণা পোষণ- উত্তম এসব গুণই দৈনন্দিন হ্রাস পাচ্ছে। 'ওয়াল্লাহু খাইরুন ওয়া আবকা' (–আর আল্লাহ্ই হচ্ছেন যিনি সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী–অনুবাদক)।

খোদা-ই জানেন আপনার সাথে কবে সাক্ষাৎ হবে। প্রত্যেক বিষয়ই সে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

আম্বালা সদর, ৪ নভেম্বর ১৮৮৬ ইং

মন্তব্য : *এ চিঠিটিতে যে পুস্তকের দাম বাবদ হযরত হাকীমুল উম্মত (খলীফা আউয়াল)-কে স্মরণ করানো হয়েছে তা হলো 'সুরমা চাশমে আরিয়া'। এ চিঠিতে প্রকাশ পায় যে, এ পুস্তকটির একশ' কপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন পর্যন্ত বিনা মূল্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন (ইরফানী)।*

পত্র নং ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রখানা পেলাম। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে দুনিয়াতে এবং দীনে হৃদয় জুড়ানো আরাম ও প্রশান্তি দান করুন, প্রতিটি দান-প্রতিদান কেবল তাঁরই অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। 'নযর বর্ ফযল'-(অর্থাৎ ঐশী কৃপায় দৃষ্টি রাখা) এ যে এক সুস্বাদু ও স্বস্তিদায়ক বিষয়। 'ওয়া লা তাইয়াসু মির রওহিল্লাহে' (সূরা ইউসুফ:৮৮) (আর ঐশী কৃপা সম্পর্কে তোমরা কখনও নিরাশ হবে না- অনুবাদক)। জনাবের প্রণীত পুস্তক যা (ছাপার জন্য) অমৃতসর পাঠানো হয়েছে, এর জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো সে বিষয়ে কিছু জানা গেল না। আজকাল সততার অভাব। মৌখিক জমা-খরচ ও বাগাড়ম্বর কখনও আস্থাযোগ্য নয়। লিখিত শর্তাবলী ছাড়া কাউকে পুস্তক (ছাপতে) দেয়া উচিত নয় যাতে পরে কোনো খারাপ পরিণতি দেখা না দেয়। মুদ্রণালয়ের মালিকের সাথে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে নেয়া উচিত।

প্রথম, অমুক (নির্দিষ্ট) নমুনা মোতাবেক ছাপার কাজ পরিষ্কার এবং উত্তম হবে।

দ্বিতীয়, যদি ঐরূপ পরিষ্কার না হয় তাহলে ফর্মা প্রতি চার আনা করে কর্তনের অধিকার থাকবে।

তৃতীয়, এত মাসের মধ্যে যদি কাজ সম্পন্ন না হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

চতুর্থ, পুস্তকের সমস্ত কপি হস্তান্তর করার পর এবং সেগুলোর শুদ্ধতা যাচাই করার পর পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হবে।

পঞ্চম, কাগজের মান উত্তম হওয়ার জন্য মুদ্রণালয়ের মালিক দায়বদ্ধ থাকবেন।

যে ওষুধটিতে মারওয়ারিদ (মুক্তা) অন্তর্ভুক্ত যার কিছু পরিমাণ আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন, এর ব্যবহারে আমার বেশ উপকার হয়েছে। দৈহিক শক্তির এক অদ্ভুত উপকার হয় এ ঔষধে এবং এটি পাকস্থলিকেও শক্তিশালী করে, আর ক্লান্তি ও আলস্যকে দূর করে। আরও কয়েকটি উপসর্গে এটি উপকারী। আপনি অবশ্যই

এটি ব্যবহার করে আমাকে অবহিত করুন। আমার তো এটি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। 'ফা-আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক'।

বিনীত
গোলাম আহমদ
৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৬ইং

পত্র নং ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগছে যে উল্লিখিত ওষুধটি থেকে জনাব কোন উপকার বোধ করেননি। হয়ত এক্ষেত্রে সে উক্তিটিই যথার্থ বলে প্রযোজ্য যে ঔষধাবলী মানবদেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যধর্মী হয়ে থাকে। কোন ঔষধ কারো ক্ষেত্রে উপযোগী হয়। আবার অন্য কারো ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না। আমার ক্ষেত্রে এ ঔষধটি খুবই উপকারী বলে মনে হয়েছে। কয়েকটি উপসর্গ যেমন ক্লান্তি ও আলস্য এবং পাকস্থলির জলীয় পদার্থসমূহ দূরীভূত হয়েছে। আমার এক অতি ভয়াবহ রোগ ছিল হয়ত শরীরের মৌল উত্তাপের অভাব এর কারণ ছিল। সে উপসর্গটি সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। প্রতীয়মান হয়, এ ঔষধটি শরীরের মৌল উত্তাপের জন্যও উপকারী। মোট কথা, আমি তো এর দ্বারা যথেষ্ট ফল পেয়েছি। 'ওয়াল্লাহু আ'লাম ওয়া ইলমুহু আহ্কাম' (–আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই সবচেয়ে যথার্থ ও অনঢ়-অটল–অনুবাদক)। যদি ওষুধটি মওজুদ থাকে এবং আপনি দুধ ও মালাইয়ের সাথে কিছু বেশি পরিমাণে মিশিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে আমি আপনার শরীরের এসব উপকার সংক্রান্ত সুসংবাদ শোনবার জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখি। কখনও কখনও ওষুধের লুকিয়ে থাকা ক্রিয়াও থাকে যা ৭/১০ দিন পর অনুভব হয়। যেহেতু ওষুধও শেষ হয়ে গেছে

এবং বেশি বেশি খেয়ে ফেলেছি, তাই আমি আল্লাহ্ তাআলা যদি চান, সে ঔষুধটি পুনরায় তৈরী করার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু আমি পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছিলাম, আমার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে কিছু ধারণা রয়েছে। এ যাবৎ সে ধারণা দৃঢ় হচ্ছে। খোদা তাআলা বাস্তবে তা সত্য সাব্যস্ত করুন। এ দিক থেকে আমি শীঘ্র ঔষধ তৈরির মোটেও প্রয়োজন দেখছি না কিন্তু **খোদা তাআলা ঔষধের ওছিলা করে আমাকে যে কতগুলো মারাত্মক উপসর্গ থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। 'ফা-আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহ্‌সানিহি'** (অতএব, তাঁর অনুগ্রহের জন্য সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই -অনুবাদক)।

ছাপার জন্য পুস্তক অমৃতসর থেকে ফেরৎ আনার কথা শুনে আমার আফসোস হয়েছে। ফিরোজপুরকে কী জন্য বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো? বরং আমার জানা মতে বর্তমান যুগে (কেবল) জাগতিকভাবে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কারণ তারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দুঃসাহসী হয়ে থাকেন। উত্তম ও সরল সোজা নিয়ম হচ্ছে, আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলাও বলেন, 'যখন তোমরা পরস্পর লেন-দেন কর তখন সে ব্যাপারটি লিপিবদ্ধভাবে সম্পাদন করা উচিত।' ছাপাখানা এমন হওয়া উচিত যেখানে প্রেসম্যানরা পারদর্শী হয় এবং উত্তম ও সর্বোচ্চমানের কালি ব্যবহার করা হয়। আর এ যাবতীয় শর্ত স্ট্যাম্পের কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যথাসম্ভব মুদ্রাকরদের প্রথমেই যেন টাকা দেয়া না হয়। কাগজ যেন তাদের দায়িত্বে কেনা হয়। কিন্তু কাগজ নিজের এবং 'কাতেব'ও নিজের হতে হবে। আমার জানা মতে ইমামউদ্দীন কাতেব হিসাবে তুলনামূলকভাবে ভাল। প্রুফ নিজেই দেখা উচিত। অমৃতসরে এক হিন্দুর ছাপাখানাও আছে। সে একজন বিত্তশালী এবং উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে নেবে বলে আশা করি। শর্তাবলীর পরিষ্কারভাবে নিষ্পত্তি এবং লিখিত অঙ্গীকারনামা ছাড়া কখনও কোনো মুদ্রণালয়ে কাজ দেওয়া উচিত নয়। কারণ আজকাল সততা ও প্রতিজ্ঞা পালন সদগুণগুলো হারিয়ে যাওয়া বস্তুর ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি অমৃতসর যাই, আর একদিনের জন্য আপনিও আসেন, তাহলে সেখানেই চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আপনি বর্তমান কালের মুসলমানদের প্রতি আস্থা রেখে কাঁচা কাজ কখনও করবেন না। বরং প্রত্যেক ব্যাপারে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিন। পুস্তকাদি ছাপাতে তিন কি চার শ' টাকার খরচ আছে। এতো মিতব্যয়িতাও করা উচিত নয় যে তাতে পুস্তকাদি রদ্দি দ্রব্যের ন্যায় ছাপা হয়। আর এমন অপব্যয়ও করা উচিত নয়, যাতে বাহুল্য খরচ হয়। প্রুফ দেখার কাজ অন্যদের হাতে কখনও ছেড়ে দিবেন

না। নিজে পরিশ্রম স্বীকার করুন। কাগজ কেনায়ও নিজের কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সঙ্গে থাকা উচিত এবং কাগজের হিসাব রাখা উচিত। আপনার সাক্ষাতের জন্য খুবই মনে চায়। আল্লাহ্জাল্লাশানুহু শীঘ্র এর কোন উপলক্ষ সৃষ্টি করে দিন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

১৪ রবিউসসানী ১৩০৪ হিঃ (১৯ জানুয়ারী ১৮৮৭ ইং)

পত্র নং ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব, (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেলাম। এ অধমের অভিমত এটাই, আপনি যেন চাকুরী না ছাড়েন। তারা আপনাকে যা দিচ্ছে, যদি এর চেয়েও বেতন কম হয় তবু আপনি গ্রহণ করুন। আর সবার সাথে আখলাক (সদ্ব্যবহার) এবং সহিষ্ণুতার সাথে আচরণ করুন। মু'মিনের জন্য এটাই বাধ্যকর, তারা যেন পরামর্শ ছাড়া তড়িঘড়ি কোন কাজ করে না বসেন। অতএব, আমি আপনাকে এ পরামর্শই দিচ্ছি, (চাকুরী থেকে) আলাদা হবার পথ অবলম্বন করবেন না। আপনি ইস্তফা কেন দিলেন এতে আমি দুঃখিত হয়েছি অথচ আপনি লিখেছিলেন যে, এই আলাদা হবার ক্ষেত্রে আপনার কোন হাত নেই। যাহোক আপনি অবশ্যই নিজের চাকুরীতে বহাল থাকার সংকল্পের লক্ষ্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। ওয়াস্সালাম নে'মাল্ মাওলা ও নে'মাল্ ওয়াকীল (–তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম কার্যনির্বাহক– অনুবাদক)

বিনীত

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

নোট : *এ চিঠির উপর কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু নিশ্চিত ধারণা এই যে এটি ১৮৮৭ সালেরই চিঠি। (ইরফানী)*

পত্র নং ১২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব, (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ওয়াল্লাহু মাআকুম আইনামা কুনতুম (-আর আপনি যেখানেই থাকুন, আল্লাহ্ আপনার সাথে হোন-অনুবাদক)। 'সুরমা চাশ্‌মে আরিয়া' গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় 'কাতেব' (ছাপার জন্য কপি লেখক)-এর ত্রুটিজনিত ভুল হয়েছে। অর্থাৎ ১৩ লাইনের শেষ দিকে 'কো' -এর স্থলে 'সে' লিখা হয়েছে এবং ১৪ লাইনের শুরুতে 'সে' শব্দের পরিবর্তে 'কো' লিখা হয়েছে। আর ১৭ লাইনের শেষ দিকে 'উস্‌কা' শব্দ বাদ পড়েছে, অর্থাৎ 'জরুরিয়া মুতলাকা সে'-এর পরিবর্তে 'জরুরিয়া মুতলাকা উসসে' হওয়া উচিত ছিল।

মোটকথা, উল্লেখিত 'কো', 'সে' এবং 'উস' এই তিনটি শব্দ ভুলের কারণে বাক্যটি গোলমেলে হয়ে গেছে। যেমন, বাক্যের পূর্বাপর ইঙ্গিতে এ ভুলগুলো আপনা আপনি ধরা যায়। এ ধরনের ভুল ঘটনাক্রমে কোথাও কোথাও থেকে যায়। মানবীয় দুর্বলতা। সম্ভবত কপি রাইটার বা অন্যকোন কাতেব কর্তৃক এরকম ভুল সংঘটিত হয়েছে কিন্তু এ অধম জনাবের লেখা পোস্টকার্ডে তা পড়ে বেশি অবাক হয়েছে। জনাব আরও লিখেছেন, "হযরত (অর্থাৎ এ অধম) 'কাযিয়া জরুরিয়া মুতলাকা'-কে 'দায়েমা মুতলাকা'-এর চেয়ে 'আখাস্' লিখেছেন। কাতেবের ভুলের দরুন এর বিপরীত লিখা হয়েছে। সেজন্য বাক্যটি বুঝা গেল না। বস্তুত ন্যায় শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য এটাইঃ

والنسبة بين الدائمة والضرورية أن الضرورية اخص من (الدائمة) مطلقا لان مفهوم الضرورية امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع ومفهوم الدوام شمول النسبة فى جميع اللازمة والاوقات مع جواز امكان انفكاكها

মূল পোস্টকার্ডটি (এতদসঙ্গে ফেরৎ) পাঠানো হলো। এতে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক অবগত করবেন। কেননা অন্যদিকে গভীর মনোনিবেশের কারণে আমার এসব বিদ্যায় এখন আর তেমন চর্চা ও ব্যুৎপত্তি নেই।

আলস্যের চিকিৎসা ঃ আলস্য ও বিষন্নতাই যদি শারীরিক উপসর্গ ও কারণ বিশেষ হয়ে থাকে তাহলে তো আপনি নিজে এর চিকিৎসা ও নিরাময়-ব্যবস্থা আমার চেয়ে ভাল জানেন। আর যদি তা রূহানী (আধ্যাত্মিক) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এর চেয়ে উত্তম আর কোন চিকিৎসা নেই যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○
نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ○

"ইন্নাল্লাযিনা কালূ রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকামূ তাতানাযযালু আলাইহিমুল মালায়িকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহ্যানূ ওয়া আবশিরু বিল্জান্নাতিল্লাতি কুন্তুম তূয়াদূন নাহনু, আওলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদদুনিয়া ওয়াল আখিরাতে ওয়া লাকুম ফিহা মা তাশ্তাহী আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন, নুযুলাম মিন গাফূরির রাহীম।"* অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক' অতঃপর তারা অবিচল থাকে তাদের ওপর ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় (এবং বলে) তোমরা ভীত ও দুঃখিত হবে না। আমরা পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও তোমাদের বন্ধু এবং তোমাদের মনে যা চাইবে সেখানে তা তোমাদের জন্য (পরিবেশন করা) হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য তা-ও থাকবে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে। এটা হচ্ছে অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকরী (আল্লাহ্)-র পক্ষ থেকে আতিথ্য"- অনুবাদক)।

অতএব খোদা তাআলাকে অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করা এবং এর পর অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষাগুলোতে বিচলিত না হওয়া এবং সকল অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ থাকা এটাই ভয় ও বিষন্নতার চিকিৎসা ব্যবস্থা।

* সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ্ : ৩১-৩৩

حکم جاناں چو نیست زخم مدوز جاں اگر بسوزدت گو بسوز

'হুকমে জানাঁ চুনিস্ত যাখাম মাদোয।
জাঁ আগার বেসুযাদাত গো বেসুয ॥

(**ভাষান্তর:** প্রেমাস্পদের আদেশ যেহেতু নেই তাই ক্ষতস্থান সেলাই কোর না, প্রানে যদি তুমি কষ্ট পাও তবে কষ্ট পেতে দাও।)

ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ

পুনশ্চ: আপনার সাক্ষাত লাভের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষী। স্বভূমে যাবার যদি সুযোগ ঘটে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যাবেন।

সংকলকের মন্তব্য :

এ চিঠির ওপরও কোন তারিখ লেখা নাই। কিন্তু 'সুরমা চাশ্মে আরিয়া' পুস্তকে কোন কোন ছাপার ভুল সংক্রান্ত উল্লেখে প্রতীয়মান হয়, এ পত্রটি গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী সময়ের এবং নিশ্চয় ১৮৮৭ সালের। এ পত্রটি পাঠে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত হয়। প্রথমত: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় পরম বিনয় ও পবিত্রচিত্ততা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত: হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর স্বভাবে হযরতের (আ.) প্রতি চরম পর্যায়ের আদব ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। একটি জ্ঞানগত বিষয় জানার জন্য তিনি যে পোস্টকার্ডটি লিখেছিলেন তা ফেরৎ নিয়ে নিলেন, পাছে তা আদব ও শিষ্টাচার বিরোধী হয় এবং এতে আপত্তি উত্থাপন জাতীয় কিছু পরিলক্ষিত হয় আর এটাই এক অশুভ স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে। তৃতীয়ত: এ পত্রটি থেকে এ-ও জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই সময়ে আল্লাহ্র দিকে সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত ও আত্মবিভোর ছিলেন এবং খোদা তাআলার পথে প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্টকে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে ও পরম আনন্দচিত্তে বরদাস্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আর সেজন্যই প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ও আলস্যের অবস্থান পেরিয়ে জান্নাতে ছিলেন। (ইরফানী)

পত্র নং ১৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখা হচ্ছে, বিষন্নতার প্রকৃত চিকিৎসা হলো 'মা'রিফাৎ' তথা ঐশী তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি....। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম যে সুখ-দুঃখ উভয়ই পালাক্রমে উপস্থিত হতে থাকে। অতএব সুখ তো স্বয়ং মানবচিত্তের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলই বটে। কিন্তু দুঃখও আল্লাহ্র সাথে একাত্মতা, হৃদয়ের প্রশস্থতা ও আল্লাহ্র ফয়সালা ও নিয়তির সাথে সন্তুষ্ট চিত্ততা এবং মওলা করীমের সাক্ষাৎ প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় সুখ হিসেবেই অনুভূত হয় এবং কষ্ট ইষ্ট ও পুরস্কার বলেই পরিদৃষ্ট হয়। پانی درز نجیر پیش دوستان کی کیفیت (পানি দার যানজির পিশে দুসতান কি কেইফিয়াত। অর্থ: শিকলে পানি বন্ধুর সামনে কি মূল্য রাখে? আধটুকু ঢোক গিলার মাধ্যমে আবেশ ও উন্মত্ততা লাভ করে থাকে।) মোট কথা, সদানন্দ থাকার জন্য অভিলাষ মুক্ত থাকার নীতি অবলম্বনের ন্যায় অন্য কিছু নেই। মানুষ যখন একজন সর্বতঃ পরিপূর্ণ সত্তাকে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়ে অভিলাষ ও বাসনা-কামনা বর্জন নীতিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয় তখন অদ্ভুত রকমের আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। তবে শর্ত এই যে, এই নীতিটি অবলম্বনে নিজে যেন কোন রকম ত্রুটি বিচ্যুতি না দেখায়। অতএব إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ 'ইন্নাল্লাযীনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকামূ...' (হামীম আস্ সাজদাহ্ : ৩১) "অর্থাৎ যারা বলেছে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক' এর পর তারা অবিচল থাকে..." আয়াতের মূলতত্ত্ব এটাই। 'ইস্তিকামাত' (অবিচল দৃঢ়তা) এটাই যে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন চাপ বা আলোড়নে মওলা করীমের সাথে সদভাব ও ঐক্যবন্ধনে যেন একটুও নড়চড় সৃষ্টি না হয়। খোদা তাআলা আপনাকে ও আমাদের সবাইকে এ ইস্তিকামাত লাভের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন সুম্মা আমীন।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রটি পেয়ে আমি কয়েকবার মনোনিবশ সহকারে পড়েছি এবং পড়ে প্রত্যেকবার আপনার জন্য দোয়া করেছি। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশ্বমানবকে অবাক করা তাঁর প্রতিপালন ক্ষমতায় আপনাকে দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি থেকে নিস্কৃতি দান করুন এবং তাঁর বিশেষ কৃপায় দুনিয়ায় ও দীনে সফল করুন। আমীন।

আফসোস, আমি আপনার দুঃখ-বেদনা সবিস্তারে জানতে পারলাম না এবং রোগের তীব্রতা সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত নই। যদি সমীচীন মনে করেন তাহলে অধমকে আপনার দৃঃখ-কষ্ট জানিয়ে নিজ বিশ্বস্ত গোপন বন্ধু করে নিন। চাকুরী গ্রহণ করায় জনাবের পদক্ষেপ খুবই সমীচীন হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এতে বরকত দিন।

ইলহাম ঃ আজ ফজরের সময়ে আমার প্রতি ইলহাম স্বরূপ অবতীর্ণ হয়ঃ 'আব্দুল বাসেত'* (-প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতা দানকারী আল্লাহ্‌র বান্দা –অনুবাদক)। জানা ছিল না এটা কার দিকে ইঙ্গিত। আজ আপনার চিঠিতে 'আব্দুল বাসেত'-কে দেখলাম। সম্ভবত আপনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। "ওয়াল্লাহু আ'লাম" (আল্লাহ্-ই সবচেয়ে ভাল জানেন –অনুবাদক)। আমি আন্তরিকভাবে আপনার দুঃখ-বেদনায় সংবেদনশীল এবং আপনাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসি। 'ওয়ালি কুল্লি আমরিম মুসতাকার' (-আর প্রত্যেক বিষয়ের কাল-পাত্র ভেদে এক এক অবস্থান রয়েছে –অনুবাদক)। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ ইং

---

* তাযকিরাহ, (৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ১৭

নোট : হযরত হাকীমুল উম্মত (রা.) বহুবার বলেছেন যে তাঁর ইলহামী নাম হচ্ছে 'আব্দুল বাসেত'। কিন্তু কার কাছে ইলহাম হয়েছে তা তিনি কখনও খুলে বলেন নি। এ চিঠি থেকে জানা গেল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ইলহাম যোগে তাঁর (রা.) নাম 'আব্দুল বাসেত' জানানো হয়েছিল। (ইরফানী)

পত্র নং ১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিপৎপাতের তাৎপর্য :

আপনার পত্র পেয়ে আমি তা কয়েকবার মনোনিবেশ সহকারে পড়েছি। আমি যখন আপনার এসব দুঃখ-কষ্টের দিকে লক্ষ্য করি আর অন্য দিকে আল্লাহ্ তাআলার সেই সব কৃপা ও মহানুভবতাপূর্ণ কুদরত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করি যা আমি নিজ সত্তায় পরীক্ষা করে দেখেছি, তখন আমি এতটুকুও উৎকণ্ঠিত বোধ করি না। কেননা আমি জানি যে আমাদের মহানুভব খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি বড় বড় বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করে থাকেন। আর যার মারেফাৎ (ঐশী তত্ত্বজ্ঞান) বাড়াতে চান নিশ্চয় তার ওপর বিপদাবলী অবতীর্ণ করেন, যাতে সে জেনে যায়, তিনি নৈরাশ্য থেকে আশার সঞ্চার ঘটাতে পারেন। মোটকথা, তিনি প্রকৃত পক্ষেই কাদের, করীম ও রহীম (মহাশক্তিশালী, মহানুভব ও বার বার কৃপাকারী) খোদা। তবে যার ক্ষেত্রেই তিনি চান, তাঁর অসীম কুদরত ও রহমত প্রদর্শন করেন। তবে প্রত্যেক বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মস্তিষ্কগত উপসর্গে এ অধম যে মাত্রায় আক্রান্ত সে রকম উপসর্গ আপনারও কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমি যখন নতুন বিয়ে করেছিলাম তখন দীর্ঘকাল অবধি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি পৌরুষত্বহীন। অবশেষে আমি ধৈর্য ধরি এবং দোয়া করতে থাকি। তখন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সে দোয়া কবুল করলেন। আর হৃদপিন্ডের দুর্বলতা তো এত বেশি যে তা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম।

খোদা তাআলার চেয়ে উত্তম ও সর্বময় চিকিৎসক আর কেউই নয়। আমাদের সৌভাগ্য এর মাঝেই নিহিত যে আমরা যেন নিজেদেরকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও অযোগ্য বলেই জ্ঞান করি এবং সবদিক থেকে আশা ছিন্ন করে একমাত্র ঐশী আস্তানায় বিনত হয়ে অপেক্ষমান থাকি। কাজেই আপনি যদি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দেন তাহলে আমি সেই সর্বময় নিরাময়কারী আল্লাহ্‌র সমীপে আপনার নিরাময়ের জন্য নিবেদন করতে থাকবো। শর্ত এটাই যে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না, অধৈর্য হবেন না। 'তলবগার বায়েদ সাবূর ও হামুল' (–কল্যাণ প্রত্যাশীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে হয় –অনুবাদক)।

প্রকৃত আনন্দের কারণ ঃ এখন কোন বাহ্যিক তদ্বিরের ওপর আস্থা ও নির্ভরশীলতা নেই। আমি জানি, নির্ভুল তদ্বিরও কেবল তখনই মাথায় আসে যখন স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আনুমানিকতার গন্ডি থেকে রেহাই দিতে চান। কিন্তু কেউ যেমন অতি আনন্দদায়ক নেশায় বিভোর থাকে, ঠিক তেমনি আমি এজন্য অত্যন্ত খুশি যে আমরা নিজেদের এমন একজন সর্বশক্তিমান মহানুভব প্রভুর অধিকারী, যাঁর কুদরতও রয়েছে এবং করুণাও রয়েছে। আজ আমি চারটি পুস্তক রেজিস্ট্রী করে শিয়ালকোটে পাঠিয়েছি। আপনার অবগতির জন্য লিখা হলো। ওয়াস্‌সালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ইং

* আল-হাকাম, ১৭ আগস্ট ১৯০৩ইং পৃ.৩

পত্র নং ১৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কয়েকদিন যাবত তীব্র মাথাব্যাথা হচ্ছিল। আজ কিছুটা উপশম হয়েছে। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশি বিধায় উত্তর লিখতে অপারগ ছিলাম।

মানবীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার রহস্য ঃ প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার প্রভূত অনুগ্রহ ও কৃপা রয়েছে। গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করার পর আপনি এর (যথাযথ) শোকর আদায় করতে পারবেন না। খন্ড-খন্ডভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলোতেও বড় ধরণের কোন তাৎপর্য নিহিত থাকে। এর প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্বমূলে পৌঁছতে মানুষ অপারগ। এসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর এগুলো দূরও হয়ে যাবে। "আ লাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"* (-তুমি কি জান না আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বসক্ষম?–অনুবাদক)। এ তুচ্ছ ও নগণ্য বান্দার দোয়াও ইনশাআল্লাহ্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। "ওয়া লাম আকু বিদুয়ায়ী হি শাকীয়া" (আল-বাকারাহ্: ১০৭) (–'আর তাঁর কাছে দোয়ায় আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি'–অনুবাদক)।

ধর্মীয় অনুশাসনাদি পালনে কখনও যদিও 'কব্য' (সংকোচবোধ) দেখা যায় অথবা সৎকার্যাবলীর প্রতি অনাগ্রহ থাকে তবুও অবস্থার এই অবনতি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য যে অন্তরজ্বালা ও তীব্র মনঃকষ্ট হয় তাও শোকর করার দাবি রাখে। কেননা নেকী অর্জনের জন্য হৃদয় ব্যথিত থাকা, প্রকৃতপক্ষে এ-ও এক প্রকার নেকী। আমরা সার্বিকভাবে (আল্লাহ্ প্রদত্ত) নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। সকল কারণের আদি কারণ আল্লাহ্ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বময় নিয়ন্তা হিসেবে যিনি আমাদের মাথার ওপরে রয়েছেন, তিনি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োজন ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যেভাবে চান আমাদের সাথে আচরণ করেন। ধরুন, তিনি যদি আমাদেরকে দোযখে ফেলেন তাহলে সে দোযখ আমাদের পক্ষে বেহেশতের চেয়ে উত্তম। আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, তবু তাঁরই বান্দা।

* আল বাকারা ১০৭ আয়াত

گر نہ باشد بدوست راہ بُردن شرط عشق است در طلب مردن

'গার না বাশাদ বেদুস্ত রাহ্ বুরদান।
শারত এশক্ব আস্ত দার তালবে মুরদান

(ভাষান্তর : *পথ অন্বেষণের ঝোঁকই যদি তোমার না থাকে (হে পথিক)*
তবে স্মরণ রেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চাই গভীর প্রেমাসক্তি।)

ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২, মার্চ ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও সুখ-দুঃখের মূলনীতিঃ

দুনিয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, দুঃখ-বেদনা ও বিপদাবলীর জায়গা- তা কি কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য? না বরং সবার জন্যই। যার প্রারম্ভে ভুল-ত্রুটি ও অসহায়ত্ব এবং শেষে বার্ধক্য (যদি স্বাভাবিক আয়ুষ্কালে পৌঁছায়)। আর সবশেষে মৃত্যু। 'বাংগ্ বর আয়েদ ফুলাঁ নুমান্দ' (ঘোষকের শব্দ ভেসে আসে, অমুক ব্যক্তি আর নেই–অনুবাদক)। অতএব, এখানে পুরোপুরি সুখ ও আনন্দ চাওয়া ভুল। রাবেয়া বসরী রাযিয়াল্লাহু আনহার উক্তি আছেঃ 'আমি নিজের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেছি যে দুনিয়াতে আমার জন্য আসল হচ্ছে দুঃখ-বেদনা ও মুসিবত। যদি বা কখনও আনন্দ আসে, তাহলে এটি একটি বাড়তি বিষয়, যাকে আমি আমার

প্রাপ্য অধিকার বলে মনে করি না।' অতএব মু'মিনের উচিত, সে যেন ময়দানে অবতীর্ণ বীর পুরুষ হয়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে সব ধরণের তিক্ততা স্বীকার করে। আমাদের সত্তা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও ইমামগণের তুলনায় উন্নততর কিছু নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে, আত্মতুষ্টি, উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রীতি ও আনন্দ আল্লাহ্-অন্বেষায় তখনই আপনা-আপনি অনুভব হয় যখন হযরত আইয়ূবের (আঃ) ন্যায় ধৈর্যশীল হয়ে একথা বলা হয়, 'আমি উলঙ্গাবস্থায় এসেছিলাম, উলঙ্গাবস্থায়ই যাব।'

مفلس شدیم و دست از ہر مایہ فشاندیم دُزدِ خبیث شیطاں از مفلساں چہ خواہد

'মুফলিস শুদিম ওয়া দাস্ত আয্ হার মায়েহ ফেশানাদিম।
দুযদে খাবীস শায়তাঁ আয মুফলেসাঁ চেহ্ খাহাদ॥'

(ভাষান্তর : *জগত-বিমূখ হয়ে আজ আমি সর্বক্ষেত্রে নিতান্তই রিক্তহস্ত দুশ্চরিত্র দুষ্ট চোরের সম্বলহীনের কাছে কিইবা কাজ?)*

'ফা-ফিররু ইলাল্লাহি ওয়া কুনূলাহু মান কানা লিল্লাহি কানাল্লাহু লাহু ওয়াসসালামু আলা মানিত্তবায়ালহুদা' (–অতএব আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং তাঁরাই হয়ে যাও। যে আল্লাহ্র হয়ে যায়, আল্লাহ্ও তার হয়ে যান এবং যে হেদায়াতের অনুসারী হয় তার প্রতি শান্তি অবধারিত–অনুবাদক)*

বিনীত
গোলাম আহমদ

নোট: *এ চিঠিটিতে কোন তারিখ লেখা নেই। আমি এটিকে ১৮৮৭ সালেরই মনে করি। (ইরফানী)*

* আল-হাকাম, ১০ জুন ১৯০৩ ইং পৃ.৩

পত্র নং ১৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার লেখা পোস্টকার্ড পেয়েছি। খোদা তাআলা আপনাকে আশু আরোগ্য দান করুন। বার বার আপনার অসুস্থতার সংবাদে আমি মর্মাহত হই। মানবীয় কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকি। খোদা তাআলা সেই দিন খুব শীঘ্র আনয়ন করুন যেদিন আমি আপনার পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের সুসংবাদ শুনতে পাব।

চিকিৎসাগত পরামর্শ :

এখন বসন্তকাল। নিশ্চয় আপনি সময়োপযোগীভাবে কিছুটা দৈহিক অবসাদ দূরীকরণে দৃষ্টি দিয়ে থাকবেন। যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে দৈহিক কোন উপসর্গ প্রতিবন্ধকস্বরূপ না থাকলে এদিকে সমীচীনভাবে দৃষ্টি দিন। প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নিবৃত্ত হবেন না। কিছুটা 'শীরে খিশ্ত' (ভেষজ ওষুধ) ইত্যাদি দিয়ে অবসাদ নিরাময় সম্ভবত সমীচীন হবে। কখনও কখনও দেখা গেছে, মাথাধরা জাতীয় উপসর্গে 'ইয়ারিজ ফয়াক্রা' (ভেষজ ওষুধের নাম–অনুবাদক) খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। এ অধম প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মেয়াদিভাবে চলমান মাথাব্যথার জন্য ব্যবহার করে উপকার পেয়েছে।

প্রাকৃতিক নিয়তিতে সন্তুষ্টি, উপায়-উপকরণ সযত্নে অবলম্বন :

একটা বিব্রতকর খবর শোনা গেল যে আপনার এগার শ' টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। সুতরাং একটি পত্রে এ বৃত্তান্ত লেখা আছে। এটি আপনার খেদমতে পাঠানো হলো। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।' বিপদ যা ঘটার তা অবশ্য ঘটেই যায়। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে অসাবধানতার পথ থেকে দুরে থাকা আবশ্যক। 'লা ইউল্দাগুল মু'মিনু মিন জুহরিন ওয়াহিদিন' (বুখারী, কিতাবুল আদব) (মু'মিন কখনও একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না –অনুবাদক)। পরশু আমার পক্ষ থেকে আপনার নামে ঘোড়ার সুপারিশ সম্বলিত একটি চিঠি

দেয়া হয়েছিল। সে চিঠি আমার নিকটাত্মীয়দের একজন, আমার চাচাত ভাই মির্যা ইমামুদ্দিন অতি মিনতির সাথে আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিল। যদিও আমি জানতাম, সেটা লেখা অসমীচীন ও অসঙ্গত। কিন্তু যেহেতু মির্যা ইমামুদ্দিন আমার নিকটাত্মীয়দের একজন, আর আমি চাই, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর ঈমানী অবস্থা সুধরিয়ে দেন এবং মন্দ ধ্যান-ধারণা ছাড়িয়ে দেন। সেহেতু তার মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। লুধিয়ানার ব্যাপারটি এখন সম্পূর্ণ পাকাপাকি। আপনার সংকল্পের জন্য প্রতীক্ষা মাত্র। জনাবের কুশল সংবাদ প্রদানে খুশী করবেন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ৫ মার্চ ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার পত্রখানাও স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দোয়া করছি, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও আশিসের দুয়ার খুলে দিন। এটা পরম সত্য যে আপনার জন্য আমার দোয়া সীমিত নয় এবং জোশ ও আবেগ বিহীনও নয়। কিন্তু তা প্রতিফলিত হওয়া সময় সাপেক্ষ। বিয়ের কাজ সমাধার উদ্দেশ্যে সুন্নত মোতাবেক ইস্তেখারায় ব্রতী হোন। তারপর যদি হৃদয়ের স্বচ্ছতায় শীঘ্র সম্পন্ন করতে আগ্রহ বোধ করেন তাহলে যথাশীঘ্রই এ পুণ্যকাজটি সেরে ফেলুন। নতুবা পুনচ (কাশ্মীর) সফর শেষে তা সম্পন্ন করুন। ৫ কপি 'শোহ্না হক্' (পুস্তক) এবং এক খন্ড 'ঋগ বেদ' রেজিস্ট্রি ডাক যোগে আপনার জন্য মৌলবী আব্দুল করীম

সাহেব শিয়ালকোটির প্রযত্নে পাঠানো হলো। দু'এক মাসের মধ্যে এথেকে প্রয়োজন মোতাবেক উদ্দেশ্য উদ্ধারের পর রেজিস্ট্রি ডাক যোগে ফেরৎ পাঠাবেন। কেননা কখনও কখনও আমার এর প্রয়োজন দেখা দেয়। ওয়াস্সালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৪ এপ্রিল ১৮৮৭ইং

---

* আল-হাকাম, ৩১ মে ১৯০৩ ইং পৃ.৪

পত্র নং ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে কৃতার্থ হলাম। জনাবের প্রতিটি পত্র পেয়ে আমি আনন্দ বোধ করি। কেননা আমি জানি, খাঁটি বন্ধুদের অস্তিত্ব দুর্লভ কষ্টিপাথরের চেয়েও অধিক আদরনীয়। ধর্মের জন্য আপনার অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসীম সাহসিকতা বস্তুত এক ঐশী অনুগ্রহ বিশেষ। একে আমি অতি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ 'ফযল' মনে করি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে আপনার মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের খিদমত গ্রহণ করুন। হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবও অতি উত্তম মানুষ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আপনি 'সালাম মসনুন' পৌঁছাবেন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৫ এপ্রিল ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়েছি। এতে লিখা সব বিষয় অবহিত হলাম। প্রেস এবং অন্যান্য খরচাদির ব্যাপারে আমি চিন্তিত ছিলাম। আপনার এই সুসংবাদবহ পত্রটির দরুন সব দুশ্চিন্তা দূর হলো। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা ওয়া আহসানা ইলাইকুম ফিদদুনিয়া ওয়ালউকবা ওয়া আযহাবা আনাকুমুল হুযনা ওয়া রাযেয়া আনকুম ওয়া রাযা, আমীন' (অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং ইহকালে ও পরকালে আপনার প্রতি কল্যাণ বর্ষিত করুন এবং আপনার সব দুঃখ-বেদনা দূর করুন এবং আপনার প্রতি সর্বতঃ সন্তুষ্ট হোন'–অনুবাদক)।

১৮৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে দেখা স্বপ্ন :

কয়েকদিন হলো আমি প্রয়োজনীয় সে ঋণের চিন্তা ভাবনার অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি নীচু গর্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং উপরে উঠে আসতে চাই, কিন্তু হাত (সেখান পর্যন্ত) লাগাল পায় না। এমতাবস্থায় একজন খোদার বান্দা এলেন। তিনি উপর থেকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর আমি তার হাত ধরে উপরে উঠে আসলাম এবং উঠে আসা মাত্র বললাম, 'খোদা তোমাকে এই সেবার প্রতিদান প্রদান করুন।'

আজ আপনার চিঠি পড়া মাত্র আমার হৃদয়পটে পাকাপোক্তভাবে এ বিষয়টি প্রোথিত হয়েছে যার হাত ধরায় দুর্ভাবনা নিরসন হলো সে ব্যক্তি আপনিই। কেননা আমি যেমন স্বপ্নে হাত ধারণকারী ব্যক্তির জন্য দোয়া করি, তেমনি বিগলিত চিত্তে পত্রপাঠে মুখ দিয়ে আপনার জন্য হৃদয় নিংড়ানো দোয়া নিঃসৃত হলো:

'ফামুস্তাজাবুন ইনশাআল্লাহু তাআলা"(–অতএব আল্লাহ্ চাইলে এ দোয়া কবুল হয়েছে–অনুবাদক)।

আমার চিঠি পৌঁছার পর আপনি যদি মাসে মাসে তিনশ' টাকার মত পাঠাতে পারেন যাতে করে অবশেষে চৌদ্দশ' টাকা পুরা হয়ে যায় তাহলে এটা অতি উত্তম

কথা, কিন্তু প্রথম বারে পাঁচশ' টাকা পাঠানো জরুরী। যাতে (ছাপাখানা স্থাপনের) আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা যায়। আমার ইচ্ছা এ কাজটি যেন রমযান মাসে চালু হয়ে যায়। মুন্শী রুস্তম আলী নামের একজন ব্যক্তি তিনশ' টাকা দেড় বছরের মেয়াদে ঋণ দিতে চেয়েছেন এবং বাবু ইলাহী বখ্শ সাহেবও কিছু দিতে চান। অতএব যেই পরিমাণ টাকা অন্যান্যদের পক্ষ থেকে ঋণস্বরূপ আসবে সেই পরিমাণ টাকা আপনাকে কম দিতে হবে। কিন্তু এ ঋণের প্রকৃত নির্ভরতা আপনার নামেই থাকলো। আমি আপনার চিঠি বাবু ইলাহী বখ্শ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি কেননা আমি চাই, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, উচ্চ সাহসিকতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে আমার অন্যান্য বন্ধুরা যেন অবগত হন।

সুপারিশ: গতকাল বাবু ইলাহী বখ্শ সাহেবের একটি পত্র এক ব্যক্তির সুপারিশ সম্পর্কে এসেছে। অতএব সে পত্রটি আপনার খিদমতে পাঠানো হল। আপনি সুযোগ-সুবিধা মতো যেভাবে সমীচীন হয় নিজ সহানুভূতিকে কাজে লাগাবেন। আপনার ইঙ্গিতে যদি কোন মুসলমানের উপকার ও অবস্থান্নোয়ন বিবেচিত হয় এবং স্বয়ং সে ইঙ্গিত (সুপারিশ) নিছক কল্যাণজনক ও ফেৎনামুক্ত হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কারণ। কেননা "খাইরুন্নাসে মান ইয়ান্ফাউন নাসা" (-মানুষের মাঝে সে ব্যক্তিই সবচে' উত্তম, যে মানুষের উপকার করে- অনুবাদক)। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২মে ১৮৮৭ইং

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ :

পুনশ্চ: আমার মেয়ে (শিশুকন্যা) দু'মাস যাবৎ জ্বর, দাস্ত, স্ফীতি প্রদাহ ও তীব্র পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গে ভুগছে। প্রায় তিনশ' বার দাস্ত হয়েছে। তিন বার জোলাপ (বিরেচক ওষুধ) খাওয়ানো হয়েছে এবং জোঁকও ধরানো হয়েছে। যেহেতু তীব্র জ্বর ছিল, জিহ্বা কালো হয়ে গিয়েছিল সেজন্য ছয় সাত বার লেবুর শরবত ও ক্ষিরার শিরার সাথে কর্পুরও দেয়া হয় এবং বনস্পতি ও পদ্মফুলের শরবত ও অন্যান্য শীতল পদার্থ অনেক দেয়া হয়। এখন জ্বরের তীব্রতা তো নেই

এবং প্রদাহও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তবু অল্প অল্প জ্বর ও পিপাসা রয়ে গেছে। শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শরবতে দিনারের সাথে ইসবগুলের ভুষির শরবত দেব। কিন্তু এখানে উত্তম মানের ইসবগুলের ভুষি পাওয়া যায় না। খাঁটি রেওন্দের (চারা বিশেষ) চিনিও পাওয়া যায় না। মেয়েটির বয়স এক বছর দু' মাস। এ বয়সে এত মারাত্মক জ্বর হয়েছে যে তাকে দশ বোতল বেদমুশ্ক (এক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষের ফুলের রস)-এর শরবত, প্রায় এক বোতল লেবুর রস, ইসবগুলের শরবত, ক্ষিরার শিরা এবং ছয় সাত বার কর্পুর দেয়া হয়েছে। দু'বোতল বনস্পতি ও পদ্ম ফুলের শরবতও পান করানো হয়েছে। এখন প্রদাহের উপশম হয়েছে। মনে হয়, এটা সাময়িক ছিল। কিন্তু জ্বরের লক্ষণাবলী এখনও প্রবল। তাজা ইসবগুল এক তোলা এবং রেওন্দের চিনি পাওয়া গেলে অবশ্যই পাঠাবেন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২মে ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অপেক্ষায় থাকার মুহূর্তেই আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল রাখুন। আমি প্রভু প্রতিপালক জাল্লাশানুহুর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না, যিনি এমন আন্তরিক নিষ্ঠাবান ও পুরো মাত্রায় ভালবাসার অধিকারী বন্ধুদের আমাকে বেছে বেছে দিয়েছেন। 'ফাল্হামদু লিল্লাহি আলা ইহ্সানিহি' ('অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলারই তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য'-অনুবাদক)। পাঁচ কপি 'শোহ্না হক্ব' পুস্তক আপনার খিদমতে পাঠানো হয়েছে। কত বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই ইচ্ছা, যাতে নিজেদের প্রেস স্থাপন করে 'সিরাজে মুনীর' ইত্যাদি পুস্তক এতে মুদ্রণ করাই। অতএব খোদা তাআলা এ কাজের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দিলে শীঘ্রই প্রেস ইত্যাদির

আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করে বই-পুস্তক ছাপানো শুরু করা যাবে। এ দিকে এখন তীব্র গরম পড়েছে। আশা করি, কাশ্মীরে মনোরম বসন্তকাল শোভা পাচ্ছে। কাশ্মীরের তোহ্ফা (উপহার) হলো কাশ্মীরের কোন কোন ফল যেমন মানুষ আপেলের অনেক প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু সে সব ফল তাজা রেখে মজুদ করা যায় না। আশা করি, শীঘ্র শীঘ্র কুশলাদি সম্বন্ধে অবহিত করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে খুশি ও সুখে-শান্তিতে রাখুন এবং খুশি ও সুখে শান্তিতে আনয়ন করুন এবং আপনার সাথে থাকুন, আমীন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

কাদিয়ান, ১১ মে, ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মিয়াঁ করীম বখ্শ সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানা পেলাম। কত আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে আপনি যে চিঠি লিখেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অতি কৃপাকারী (করীম) খোদা আপনাকে এর প্রতিদান প্রদান করুন।

হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের চারিত্রিক সদগুণাবলীর উল্লেখঃ

নিঃসন্দেহে প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব অতি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর প্রতিটি পত্র দেখে আমি জানতে পারি তিনি আল্লাহ্ তাআলার ফযলে সেসব দুর্লভ ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা জগতে অতি বিরল। দৃঢ় মনোবল, উচ্চ সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, অকপটতা, সরলতা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যপ্রিয়তার উঁচুমানের গুণাবলীর পাশাপাশি তাঁর মাঝে এমন নম্রতা, উদারতা, বিনয় ও অমায়িকতা পরিলক্ষিত হয় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মু'মিনের ঈর্ষা করা উচিত। ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ "যালিকা ফায্লুল্লাহি ইউতিহী মাইঁইয়াশাউ" (আল-হাদীদ : ২২) [এটা আল্লাহ্র সেই ফযল (বিশেষ অনুগ্রহ), যা তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন–অনুবাদক]।

গুঢ়তত্ত্ব: আমি ভালোভাবে জানি এবং এ বিষয়ে আমার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কোন ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতায় আল্লাহ্ তাআলাকে অতিক্রম করতে পারে না আর তিনি তাঁর সৎ পুণ্যবান বান্দাদের প্রতিদান কখনও বিনষ্ট করেন না। তবে এটা সত্য অন্তর্বর্তীকালে পরীক্ষা হিসাবে কল্যাণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু অবশেষে ঐশী কৃপা তাদের সহায়ক হয় এবং অশ্রুসজল চোখে মু'মিনদের এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ঐশীকৃপা ও হিত সাধন, ঐশী সদাচরণ ও বদান্যতা তাদের পুণ্যের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ও উচ্চতর বটে।

হযরত মৌলবী সাহেবের সপক্ষে সুসংবাদ :

কাজেই আমি সন্তুষ্টচিত্তে ও নিশ্চয়তার সাথে মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবকে সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি যেন (তাঁর জীবনের) সব বিষয়েই ঐশী কৃপা লাভের দৃঢ় আশা রাখেন। খোদা তাআলা তাকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। সেই খোদা যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত কুদরত, যিনি অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী, তাঁর বিশ্বস্ত বান্দারা অবশেষে তাঁর কাছ থেকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়াবলী লাভ করে থাকেন। আদিকাল থেকে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই যে মধ্যবর্তীকালে কিছু কিছু কষ্ট, ভয় ও মর্মবেদনা স্বীকার করে নিয়ে অবশেষে তাঁরা সফলকাম হয়ে থাকেন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৪মে ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য :

এ পত্রটি হচ্ছে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর নামে। সেই সময়ে তিনি করীম বখ্শ নামেই পরিচিত ছিলেন। কেননা হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের নাম তাঁর পিতামাতা করীম বখ্শই রেখেছিলেন। আমি তাঁর সম্মানিত পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ সুলতান সাহেবকে দেখেছি, তিনি সবসময় করীম বখ্শই বলতেন। হযরত খলীফা তুল সমীহ্ আউয়ালের নামে পত্রাবলীর প্রসঙ্গে এ পত্রটিকে আমি এ কারণেই লিপিবদ্ধ করেছি যে এটি তাঁরই সম্পর্কে লিখা হয়েছে। পত্রটি থেকে জানা যায় , হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে হযরত মৌলবী অব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর যোগাযোগ ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ধারাটিও হযরত আকদাস (আ.)-এর দাবী ও

বয়আতের পূর্বেকার এবং প্রকৃতপক্ষে বারাহীনে আহমদীয়া সম্পর্কিত ঘোষণা ও এর প্রকাশনার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর এ পত্রটি থেকে এ-ও বুঝা যায় যে ঐ সময়ে হযরত হাকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-এর ওপর কোন পরীক্ষা ও সংকটজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত হাকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-এর যেমন কিনা সাধারণভাবে স্বভাব ছিল, তিনি নিজে হযরত আকদাস (আ.)-কে এ সম্পর্কে কিছুই লিখেন নি, বরং হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব নিজে হযরত হাকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভালোবাসার কারণে সরাসরি হযরত আকদাস (আ.)-কে (ঘটনা) অবহিত করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আকদাস (আ.) এই সান্ত্বনা ও স্বস্তিদায়ক চিঠি মাওলানা আব্দুল করীম সাহেবকে লিখেন এবং তিনি তা হযরত হাকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-কে দেখান। সে চিঠি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল নূরুদ্দীন (রা.) নিজের চিঠি-পত্রের (রেকর্ডের) অন্তর্ভুক্ত করে নেন। (ইরফানী)

পত্র নং ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রখানা পেয়ে আনন্দিত ও কৃতার্থ হলাম। পাদ্রী সাহেবের কুট সমালোচনার জবাবে আপনি যা কিছু লিখেছেন তা খুবই উত্তম এবং যথার্থ। "জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, জাযাকুমুল্লাহু খাইরা" (আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন–অনুবাদক)। ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্ম, যা হিকমত ও প্রজ্ঞার নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্মে এ কথা নেই যে সর্বদা একগালে চপেটাঘাত খেয়ে অপরটিও পেতে দিবে বরং যা সময়োপযোগী তা করার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ "জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান" [(সূরা আন্-নাহল : ১২৬) সর্বোত্তম পন্থায় অর্থাৎ হিকমতের সাথে তুমি তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর'–অনুবাদক]। "জাদিলহুম বিল হিল্ মি" (অর্থাৎ কেবল সহিষ্ণুতার সাথে বিতর্ক কর) এ কথা বলেন নি। ইনশাআল্লাহুল আযিয' ঠাকুরদাসের জন্য সে পরিমাণই দোয়া করবো। ছাপাখানার মূল্য ও খরচাদির

জন্য আরও কয়েকজন বন্ধুকে লিখেছি। তাদের উত্তর আসলে (আপনাকে) অবহিত করবো। ওয়াস্‌সালাম*

বিনীত

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

মন্তব্য: *এ পত্রটিতেও তারিখ নেই। কিন্তু এতে ১লা জুন তারিখের ডাক বিভাগের সীল-মোহর রয়েছে এবং কাদিয়ানের সিল-মোহরটি ৩১ মে ১৮৮৭ তারিখের। এটি একটি পোস্টকার্ড। (ইরফানী)*

---

* আল-হাকাম, ৩১ মে ১৯০৩ইং পৃ.৪

পত্র নং ২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।' মৌলবী করীম বখ্‌শ সাহেবের চিঠির খামে তাঁর দ্বিতীয়বার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে এ অধম পুস্তকগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলো রেজিষ্ট্রী করা হয় নি। যদি এখনও পৌঁছে না থাকে তাহলে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। ছাপাখানা স্থাপন বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কয়েকজন বন্ধুর নিকট থেকে ঋণস্বরূপ কিছু টাকা নেয়া সমীচীন বলে স্থির করেছি। সে টাকার কিছু অংশ প্রেস এবং (এতদসংক্রান্ত) পাথরের দাম বাবদ ব্যয় হবে এবং কিছু পরিমাণ (টাকায়) কাগজ কেনা হবে। এতোদ্দেশ্যে এরূপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে গিয়ে যখন খরিদ্দারদের তালিকায় দৃষ্টি দেয়া হলো তখন সহস্র লোকের মাঝে কেবল ছয়জন ব্যক্তির ওপর নজর পড়লো, যাদের কয়েকজন দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী আর কয়েকজনের প্রকৃত অবস্থা যথাযথ জানা নেই। অগত্যা দরদে দিলের সাথে (সকরুণ হৃদয়ে) এ দোয়া করতে হলো ঃ

ধর্মের সাহায্যকারী চেয়ে বিশেষ দোয়াঃ "রাব্বি আ'তিনি মিল্লাদুনকা আনসারান ফি দীনিকা ওয়া আযহিব আন্নি হুযনি ওয়া আসলিহ্ লি শা'নি কুল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা" ('হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তোমার নিকট থেকে আমাকে তোমার ধর্মের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী দান কর এবং আমার দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমার অবস্থা সম্পূর্ণ সুধরিয়ে দাও, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই' –অনুবাদক)

আশা করি দোয়া কবুল হয়েছে। এখন আমি আপনার খিদমতে সবিস্তারে প্রকাশ করছি, চৌদ্দজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে তাদের থেকে একশ' করে টাকা ঋণস্বরূপ নেয়া হবে যা 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক প্রকাশের পর এক বছর মেয়াদে পরিশোধের ওয়াদা থাকবে অর্থাৎ পুস্তক ছেপে যাওয়ার পর মেয়াদের তারিখ শুরু হবে। যদিও 'সিরাজে মুনীর' ছাপার জন্য আনুমানিক চৌদ্দশ' টাকা ধরা হয়েছে এবং উল্লেখিত এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কোনো সঙ্গতিসম্পন্ন বন্ধুর জন্যই বোঝাস্বরূপ হবে না। কিন্তু আফসোস, খরিদ্দারদের তালিকায় দৃষ্টি দেয়া হলে সেখানে কেবল ছয়জন ব্যক্তিকে এমন মনে হয়েছে যারা এ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগী হতে পারেন। আমার ইচ্ছা এ কাজ অবশ্যই রমযান মাসে শুরু হয়ে যাক। আর আমি উক্ত অঙ্কের টাকা কেবল ঋণস্বরূপ গ্রহণ করতে চাই যাতে বন্ধুদের ওপর অল্প অল্প বোঝা হয় যা একশ' টাকার বেশি না হয়।

অতএব আপনার দৃষ্টিতে যদি এমন কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি থেকে থাকেন যারা উল্লেখিত এ ঋণদানের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে ব্যাপারটি বেশ সহজ হতো। অন্যথায়, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের মালিক (আল্লাহ্)ই যথেষ্ট। উত্তর শীঘ্র জানাবেন, কেননা আমি ওয়াদাবদ্ধ আছি যে 'কুরআনী শক্তির জ্যোতির্বিকাশ' পুস্তকটি জুন মাসে প্রকাশিত হবে। কাজেই আমি চাই, নিজেদেরই ছাপাখানায় এ পুস্তকটি ছাপার কাজ শুরু হয়ে যাক। এই ঋণের বিষয়ে আমার কোন অস্থিরতা নেই। আমি আমার অন্তঃকরণে অতি আনন্দ, স্বস্তি ও সুখ অনুভব করি এবং জানি, আমার দোয়াসমূহ তা করার পূর্বেই কবুল হয়ে আছে।

এ অধম সেই হিন্দু ছেলেটির জন্য 'ইনশাআল্লাহুলকুদীর' দোয়া করবে।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর

সংকলকের মন্তব্য: *এ চিঠির ওপরও কোন তারিখের উল্লেখ নেই। কিন্তু চিঠিগুলোর ধারাবাহিকতা দৃষ্টে জানা যায়, এটিও ১৮৮৭ সালের চিঠি। যেমন ২রা মে ১৮৮৭ ইং তারিখের পত্রটিও একই ধারাবাহিকতায় রয়েছে। (ইরফানী)*

পত্র নং ২৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ পাঁচশ' টাকা নোটের ১ম কিস্তি পৌঁছে গেছে। যেহেতু বর্ষাকাল চলছে, অনুগ্রহ করে যদি (টাকার) অপর কিস্তি রেজিস্ট্রীকৃত চিঠির মাধ্যমে পাঠান তাহলে ইনশাআল্লাহ্ কিছুটা সাবধানে পৌঁছে যাবে। ১৮ শাওয়াল আজকের তারিখে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। গতকাল এমন অবস্থা ছিল যে তীব্র গরম এবং বর্ষার একাংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দরুন মানুষ যেন নিরাশই হয়ে পড়েছিল।

গুঢ়তত্ত্ব : 'সুবহানাল্লাহ্' সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কী 'শান' যে নিরাশার পর আশার সৃষ্টি করে দেন। এ কারণেই যাঁরা 'আরিফ' (অর্থাৎ ঐশী তত্ত্বদর্শী) তাঁরা যদি কঠিন বিপদ ও সংকটাবলীর আঘাতের পর আঘাতে উত্ত্যক্ত ও বিধ্বস্তও হয়ে পড়েন তবুও তাদের ওপর নৈরাশ্যের হৃদয়বিদারক অবস্থা আপতিত হয় না। কেননা তাঁরা পাকাপোক্ত দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন যে সেই 'মৌলা করীম' (দয়াময় প্রভু আল্লাহ্) অনেক বেশি দোয়া শ্রবণকারী ও সর্বশক্তিমান। আর তখনই প্রকৃতপক্ষে মানুষের আস্বস্ত হবার সৌভাগ্য লাভ হয় যখন সে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, তিনি 'রহমান' (অযাচিত দানকারী, অসীমদাতা) এবং সর্বসক্ষম।* আর সে নিশ্চিত জানে যে তার খোদা 'করীম' ও 'রহীম' (মহানুভব ও বার বার কৃপাকারী)। হে মহান মহামহীম খোদা তুমি আমাদের সবাইকে শক্তিশালী ইয়াকীন (দৃঢ়বিশ্বাস) দান কর, যার দরুন আমরা সর্বক্ষণই প্রশান্তি ও সুখানুভূতিতে অবস্থান করি। 'আমীন সুম্মা আমীন'।

* এখানে বাক্যের কিছু লাইন মুছে গেছে। আমি অনুমান করে কিছু শব্দ দেখে লিখেছি (ইরফানী)।

গুজরাত থেকে আরও দশ টাকা পৌঁছেছে। এখন জানা গেছে প্রেরণকারী মহোদয়ের নাম আতা মুহাম্মদ। তিনি গুজরাত জেলায় মুক্তারী করেন। এখন ইনশাআল্লাহ্ ষাট টাকার রশিদ তাঁর খিদমতেও পাঠানো হবে। এখানে আর সব রকম মঙ্গল রয়েছে। ওয়স্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১১ জুলাই ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ পাঁচশ' টাকার নোট রেজিস্ট্রি যোগে পৌঁছেছে। এ যাবৎ আ'লী জনাবের পক্ষ থেকে পাঁচশ' ষাট টাকা পৌঁছুল। এই প্রয়োজনের সময়ে যে পরিমাণ আপনার পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এতে আমি যে আরাম ও স্বস্তি বোধ করেছি তা আমার কল্পনাতীত। আল্লাহ্ তাআলা ইহকাল ও পরকালে আপনাকে নিত্যনতুন সুখ ও আনন্দ দান করুন এবং আপনার ওপর বিশেষ রহমতের বারিবর্ষণ করুন।

'তাকযীবে বারাহীন' পুস্তক খন্ডনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ : আমি আপনাকে একটি জরুরী বিষয় সম্বন্ধে অবগত করছি, সম্প্রতি লেখরাম নামে এক ব্যক্তি আমার প্রণীত গ্রন্থ 'বারাহীন (আহমদীয়া)'-এর খন্ডনকল্পে অনেক কিছু আবোল-তাবোল বকেছে। আর তার এ পুস্তকের নাম 'তাকযীব বারাহীন আহমদীয়া' রেখেছে। এ ব্যক্তি আসলেই নির্বোধ ও নিরেট অজ্ঞ এবং অশ্রাব্য ভাষা ছাড়া তার কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু জানা গেছে, এ পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক তাকে সাহায্য করেছে। এ পুস্তকে বাক্যগুলো দু'রকম দেখতে পাওয়া যায়। যে সব গালি গালাজ, বিদ্রুপ ও উপহাসে ভরা, শব্দে শব্দে (অন্যের) অপমান এবং ভাঙ্গাচুরা বাক্য ও কুরুচিপূর্ণ

ভাষ্য রয়েছে সে সব ছত্র হচ্ছে লেখরামের। আর যে সব ছত্র কিছুটা শালিনতা ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে এবং জ্ঞানগত বিষয় সম্পর্কিত, সেগুলো অন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তির। মোট কথা এই ব্যক্তি (লেখরাম) শিক্ষিত হিন্দুদের মিনতি করে এবং বহু পুস্তকের সততা বিবর্জিত পন্থায় প্রসূত উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখিত পুস্তকটি রচনা করেছে। এ পুস্তক রচনায় হিন্দুদের মাঝে অনেক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিশ্চয় কাশ্মীরেও এ পুস্তক পৌঁছে থাকবে। কেননা আমি শুনেছি, কাশ্মীর রাজ্যের কর্মচারী লালা লক্ষণ দাস সাহেব এ পুস্তক ছাপার জন্য তিনশ' টাকা দিয়েছেন। সম্ভবত এ কথা সত্য, কিংবা মিথ্যা কিন্তু মিথ্যার আকর এ পুস্তকটির বিহিত অতি দ্রুত হওয়া অত্যাবশ্যক। 'সিরাজে-মুনীর' পুস্তক প্রণয়নের জরুরী কাজটি এখনও এ অধমের হাতে রয়েছে-এর দরুন অধমের একেবারে কোন অবকাশ নেই।

আর আমি অতিশয়োক্তি স্বরূপ বলছি না এবং আপনার প্রশংসাচ্ছলেও বলছি না, বরং শক্তিশালী দৃঢ়বিশ্বাসের ধারায় খোদা তাআলা আমার হৃদয়ে একথা প্রোথিত করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্ তাআলা নিজ ধর্মের সাহায্যের জন্য আপনার হৃদয়ে যে পরিমাণ জোশ দিয়েছেন এবং আমার সহানুভূতিতে আপনাকে অনুপ্রাণিত ও প্রস্তুত করেছেন –এসব গুণাবলীতে গুণান্বিত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না তাই আমি আপনাকে এ কষ্টও দিতে চাই আপনি বইটি আদ্যপান্ত দেখুন এবং এ ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যতগুলো আপত্তি উত্থাপন করেছে সে সবগুলো বইটির পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে নিন। এরপর সেগুলোর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে সব যুক্তিযুক্ত উত্তর আপনার হৃদয়ে উদ্রেক করেন সে সবগুলো আলাদা আলাদা লিখে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আর যা বিশেষ কিছু আমার দায়িত্বে হবে, সে মতে আমি ফুরসত পেয়ে এ বইয়ের উত্তর লিখবো। মোটকথা এ কাজটি অত্যন্ত জরুরী এবং আমি অত্যন্ত তাগিদের সাথে আপনার খিদমতে নিবেদন করছি, আপনি পুরোপুরি সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাণপনে এদিকে মনোযোগী হোন। আর যেভাবে আর্থিক কাজে আপনি পুরোপুরি সাহায্য করেছেন, সেভাবেই খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ীও এ কাজে সাহায্য করুন। কেননা একাজটি প্রথমোক্ত কাজের চেয়ে কম (গুরুত্ববহ) নয়।

আজ আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের মোকাবেলায় একজোট হয়ে ইসলামের ওপর আঘাত হানতে প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছে। আমার মতে আজ যে ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং ইসলামের কলেমাকে গৌরবান্বিত করার লক্ষ্যে সচেতন ও সচেষ্ট হয় সে ব্যক্তি (প্রকৃতপক্ষে) পয়গম্বরদের কাজ করে থাকে। খুব

শীঘ্র আমাকে অবগত করুন। খোদা তাআলা আপনার সাথী ও সহায়ক হোন। আপনি যদি আমাকে লেখেন, উল্লেখিত পুস্তকের এক কপি কিনে আমি আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দেব। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৬ জুলাই ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সালামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে সকল সৎ লক্ষ্যে ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলীতে কৃতকার্য করুন; আমীন সুম্মা আমীন। লেখরাম পেশোয়ারীর পুস্তক আপনার খিদমতে পাঠানো হয়েছে। আশা করি, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এর রফা-দফা ও খন্ডনের কাজ সমাধা করবেন। যাতে অসচ্চেতা বিরুদ্ধবাদীর দ্রুত লাঞ্ছনা প্রকাশিত হয়। এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয় না এমন দিন খুব কমই যায়। চতুর্দিকে সমুদ্রের ন্যায় পানি দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে এখনও কাগজ আনানো হয় নি। দশ-পনের দিন পর যখন এই ব্যাপক বৃষ্টিপাতের দিন পেরিয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহুল ক্বাদির কাগজ আনিয়ে (ছাপার) কাজ শুরু করা হবে।

বিয়ের এক প্রস্তাব সম্পর্কে জনাব আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। এমন ব্যক্তির মেয়ের সাথে আপনার বিয়েতে আমার মন কখনও সায় দেয় না। যদিও এ বিষয়ে দোয়া করেছি কিন্তু আমার মন এ থেকে দূরে থাকারই ফতওয়া দিয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সকল বিষয়ে সর্বসক্ষম। যেমন তিনি বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"মা নান্সাখ্ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বি-খাইরিম মিনহা আও মিসলিহা, আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" (আল-বাকারাহ : ১০৭) (আমরা কোন আয়াত (নিদর্শন) রহিত বা বিস্মৃত করলে অবশ্যই এর চেয়ে উত্তম অথবা সে রকমই আরেকটি উপস্থিত করি।" (অনুবাদক)

আপনার কয়েকটি চিঠিতে যে ব্রাহ্মণপুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, আমি তার জন্যও ইনশাআল্লাহ্ দোয়া করবো। তার ভিতর যদি সৌভাগ্যের কিছু অংশ (উপাদান) থাকে তাহলে সে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করবে। আর সে যদি এ শ্রেণীভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে কোন উপায়ান্তর নেই।

আশা করি লেখরামের বিষয়ে জনাব খুব শীঘ্র পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন। প্রথমত তার উত্থাপিত সকল আপত্তি বেছে নিয়ে আলাদা একটি কাগজে লিখে নিন। তারপর সেগুলোর সংক্ষিপ্ত, যুক্তিযুক্ত ও দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়া হোক। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর সর্বদা নিজ কৃপা ও রহমত ও সাহায্য দিয়ে ছায়াপাত করুন এবং আপনার সবিশেষ সহায়ক ও সমর্থক হোন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ৫ আগষ্ট ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য: *হযরতের (আ.) চিঠিগুলোতে যে হিন্দু ছেলেটির উল্লেখ এসেছে তিনি হলেন শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, এডভোকেট, আলীগড়। (ছোট থাকতে) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে থাকতেন কাশ্মীর রাজ্যের বড় বড় হিন্দু কর্মকর্তা এর বিরোধী ছিলেন, তারা সে ছেলেটিকে হযরত মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে বের করার জন্য চেষ্টা-তদ্বীর করতে থাকেন কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেন নি। একবার সে ছেলেটি মুসলমান হবার পর মুরতাদ হবারও উপক্রম হয়, কিন্তু খোদা তাআলা তাকে রক্ষা করেন। আর এখন সে আলীগড়ের একজন সফল উকিল এবং আলীগড় আন্দোলনের একজন উদ্যমশীল সমর্থক এবং এর কর্মীবৃন্দের অন্যতম। বিশেষত নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অতি প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। (ইরফানী)*

পত্র নং ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বহু দিন হয়ে গেল, আপনার কুশলাদি সম্পর্কে অনবহিত রয়েছি। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখুন। এদিকে এত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে যে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন, এমন ভারি বর্ষণ তারা তাদের জীবনকালে কখনও দেখেন নি। এ কারণেই বই-পুস্তক ছাপার কাজ এখনও শুরু করা যায় নি। কেননা একে তো কাগজ আনাবার ক্ষেত্রে বড়ই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রতিদিনকার বৃষ্টিপাতে উত্তম ছাপার কাজে অনেক ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। অতএব সুনিশ্চিতভাবে বিশ-বাইশ দিন পর বৃষ্টিপাত কিছু থামলে দিল্লি থেকে কাগজ আনানো হবে। তখনই আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পুস্তক ছাপার কাজ শুরু হবে। এখন আমি একটি কাজের জন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। তা এই, একজন অতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যার হৃদয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় ভরপুর, তার নাম ফতেহ্ খান। সে এমন সব অনিবার্য বিপদাবলীর কারণে, যা সচরাচর মানুষের জন্যেই অবস্থানুযায়ী নিয়তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে, অনেক ঋণভারে দায়বদ্ধ হয়ে আছে। আর এ সত্ত্বেও তার অন্তঃকরণ কিছুটা এমনই ছাঁচে গঠিত যে জাগতিক দুঃখ-বেদনার চেয়ে ধর্মীয় দুঃখ-বেদনা তার ওপর অনেক বেশি ছেয়ে আছে। কিন্তু আমি যেহেতু তার অভ্যন্তরীণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত, সেজন্য তার এ অবস্থায় আমার খুব দয়া হয়। আর আব্দুল্লাহ্ খাঁ নামে তার ছোট ভাই আছে। সে নেক স্বভাবের যুবক। বিশ-বাইশ বছর বয়সের একজন উপযুক্ত মানুষ। ফতেহ্ খাঁর ওপরে যেহেতু ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখবোধ এত বেশি ছেয়ে পড়েছে যে সে কঠোর পরিশ্রম সহকারে জাগতিক আয়-উপার্জনে তৎপর হওয়ার উপযোগী নয়। কিন্তু তার ভাই এর উপযোগী। অতএব আমি চাই, জনাবের চেষ্টা-প্রয়াস ও সুপারিশে জম্মুতে কোন জায়গায় দশ-বারো টাকার চাকুরী আব্দুল্লাহ্ খাঁ যেন পেয়ে যায়। সহানুভূতির সাথে এ ব্যক্তির প্রতি আমার সজাগদৃষ্টি রয়েছে। অতএব, আপনি নিছক আল্লাহ্‌র খাতিরে দু'এক জায়গায় সুপারিশ করুন। আব্দুল্লাহ্ খাঁ একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ মানুষ। কোন ধনী ব্যক্তির প্রহরী দলে কাজে লাগতে পারে এবং পুলিশে উত্তমভাবে

কর্তব্য পালনের উপযোগী। সে কিছু ফার্সি ভাষাও শিক্ষা লাভ করেছে। আশা করি, জনাব যথাসাধ্য অনুসন্ধানে যত্নবান হয়ে উত্তরদানে কৃতার্থ করবেন। আর নিজ কুশালাদি সম্বন্ধে যথাশীঘ্র অবগত করুন। এখানে আল্লাহ্ তাআলার ফযলে সর্বত মঙ্গল রয়েছে।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৭ আগষ্ট ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য : *ফতেহ্ খাঁ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে খাদেম (সেবক) হিসাবে ছিলেন। প্রায় চার-পাঁচ বছর কাল যাবৎ এখানে থাকেন। তিনি 'টান্ডা' সংলগ্ন রিসালপুরের অধিবাসী। জাতে আফগান (পাঠান)। হযরত আকদাস (আ.)-এর খিদমতে কেবল আন্তরিক নিষ্ঠায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে থাকতেন। তার ভাই আব্দুল্লাহ্ খাঁও এখানে দেড় বছরকাল ছিলেন। তার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উল্লেখিত সুপারিশ করেছেন। যদিও তারা কেবল নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সূত্রে থাকতেন। তাদের জন্য কোন বেতন নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু মির্যা মোহাম্মদ ইসমাঈলকে হযরত আকদাস আদেশ দিতেন, 'তাদের কাপড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দাও।' নগদ টাকাকড়িও বিভিন্ন সময় দান করতেন। যেহেতু নগদ টাকা-পয়সা এবং হিসাবাদি মির্যা ইসমাঈল সাহেবের দায়িত্বে ছিল সেজন্য তাঁকেই নির্দেশ দিতেন। এথেকে জানা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর খাদেমদের প্রয়োজনাদির ব্যাপারে খুবই সচেতন ও সংবেদনশীল ছিলেন। এ পত্রটি এ বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করে, তিনি (আ.) কত আন্তরিকভাবে হযরত হাকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.)-এর কাছে তার জন্য সুপারিশ করেছেন। (ইরফানী)*

পত্র নং ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আমার ধারণা ছিল, জনাব যতক্ষণ পর্যন্ত জম্মু পৌঁছে না যান এবং সেখান থেকে পত্র এসে না যায় ততক্ষণ কোন পাকাপোক্ত (নিশ্চিত) ঠিকানা নেই, যেখানে চিঠি পৌঁছুতে পারে। কেবল এ ধারণা থেকে এই অধম জনাবের খিদমতে নিজ বিনীত পত্র পাঠাতে পারে নি বলে অত্যন্ত লজ্জিত। আমার সে ধরণা যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আশা করি ক্ষমা করবেন। পাঁচশ' টাকার অবশিষ্ট অর্ধ কিস্তিও পৌঁছে গিয়েছিল। এখন জনাবের পক্ষ থেকে মোট আটশ' টাকা ঋণ আমার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, সাহাবা কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের আদর্শের ধারায় জনাব খাঁটি হৃদয়ে এবং পূর্ণ জোশ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলামের সাহায্যের ক্ষেত্রে এমন মশগুল যে পত্র প্রেরণে আমার উদাসীনতা সত্ত্বেও তা অব্যাহত রেখেছেন। আমি আপনার আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালবাসা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করবো তা কী করে সম্ভব! বাস্তব সত্য হলো, আমি এ যুগে এহেন আন্তরিকতা ও ভালবাসা এবং ধর্মের পথে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠাপরায়ণতা অন্য কারও মাঝে দেখতে পাই না। খোদাওয়ান্দে করীম জাল্লাশানুহুর সামনে লজ্জাবনত। খোদা তাআলা অতি বিশাল নিজ রহমতের বারিবর্ষণে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার শুভ পরিণামের বৃক্ষকে অতি ফলবান করুন। একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত আপনার খিদমত ও কর্মকান্ডে মনে-প্রাণে আমি কত যে কৃতজ্ঞ তা বর্ণনা করার মত আমার সাধ্য কোথায়! আশা ছিল, কাশ্মীর সফর থেকে ফেরৎ আসার পর আপনার সাক্ষাত লাভের সুযোগ ঘটবে। জানি না, কেন আমার আশার বিপরীত ঘটলো। আমি অগাধ আকাঙ্খা রাখি, সময় বের করা সম্ভব হলে অবশ্যই সাক্ষাৎ দানে আনন্দিত করবেন। ছাপাখানা (স্থাপন) সংক্রান্ত বিষয়াদির কারণে এ জায়গা থেকে সরতে পারছি না। এ থেকে সম্ভবত ছয় মাস নাগাদ অব্যহতি হবে। নচেৎ আমার আকঙ্খা ছিল, এবার নিজে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করবো। আপনার যদি অনতি বিলম্বে অবসর না হয় এবং কয়েক দিনের জন্য আমার কখনো সুযোগ মিলে তাহলে

আশ্চর্য হবার কিছু নয়, এখনও আমি তেমনটি করতে পারি। আপনাকে আমি একান্ত অনুপম বন্ধু বলে মনে করি এবং আপনার জন্য আমার অন্তর থেকে দোয়া নিঃসৃত হয়।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ৩১ অক্টোবর ১৮৮৭ইং

পত্র নং ৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পাঠানো পাঁচশ' টাকা নোটের অর্ধেক কিস্তি আজ পৌঁছে গেছে। আশা করি, বাকি কিস্তিগুলোও রেজিস্ট্রি যোগে পাঠাবেন। জনাবের (পক্ষ থেকে) 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বশীর আহমদকে (নিজ শিশু পুত্র–অনুবাদক) পৌঁছে দিয়েছি। প্রথমে তো আমার ধারণা হচ্ছিল كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا 'কাইফা নুকাল্লিমু মান কানা ফিল মাহদি সাবিয়া' (সূরা মরিয়াম:৩০) (দোলনার শিশুটি কী করে কথা বলবে? –অনুবাদক)। কিন্তু জনাবের নির্দেশ পালন করা হল। তখন তার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল। বার বার মৃদু হাসছিল। অতএব আস্‌সালামু আলাইকুম-এর পরও এমনটিই ঘটল, সে দু'তিন বার মৃদু হাসি হাসলো এবং শাহাদাতের আঙ্গুল মুখের ওপর রেখে দিল। যদি কাশ্মীর অর্থাৎ শ্রীনগরে আপনি এ চিঠি পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই একটি আংটি খোদাই করিয়ে নিয়ে আসবেন–চাঁদির একটি সরু আংটি যাতে এ নাম লেখা থাকবে–"বশীর"।

আশা করি এখন আপনার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সাক্ষাতের এক সপ্তাহ আগে আমাকে অবহিত করবেন। কেননা বাবু মোহাম্মদ সাহেবের পক্ষ থেকে খুবই তাগিদ আছে, আপনি আসলে তাঁকে যেন সংবাদ দেয়া হয়। আশা করি, লেখরামের পুস্তকের দিকে জনাব মনোনিবেশ করে থাকবেন। এর মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক। তবে সাধারণ ধ্যান-ধারণার মানুষ যাতে এতে

উপকৃত হতে পারে এবং অতি দ্রুত ও সহজে বুঝা যায়, এমন সব সুস্পষ্ট কথায় বর্ণিত হয় সে দিকে যথা সাধ্য দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি পূর্বেও এ চিঠিতে অবহিত করেছিলাম, ফতেহ্ খাঁ নামে এক ভদ্রলোক আমার কাছে থাকেন এবং আমার সেবায় কর্মচারীর ন্যায় আত্মনিয়োজিত আছেন। তিনি সচ্চেতা, নিষ্ঠাবান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ্ খাঁ নামে তাঁর ছোট ভাই বেকার আছে। ঋণের দায়বদ্ধতা অনেক। সেও বাইশ বছর বয়সের বলিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও কর্মঠ ব্যক্তি। সিপাহী হিসেবে কাজের খুবই উপযোগী। ফতেহ্ খাঁর অবস্থা দেখে আমার খুব দয়া হয়। আমি চাই, তার এ ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্ যেন সাত আট টাকার কোন চাকুরিতে লেগে যায়। এতে ঋণের বিপদ থেকে তাদের কিছুটা রেহাই হবে। জনাব যদি চেষ্টা করেন তাহলে আশা আছে, কোন উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তির প্রহরীদের মাঝে অথবা এ ধরনের অন্য কোথায়ও তার চাকুরী হতে পারে। কিন্তু বেতন যেন সাত আট টাকার চেয়ে কম না হয়। ফার্সীও তার শিখা আছে। শারীরিকভাবে সে একজন বলিষ্ঠ সুঠাম ব্যক্তি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

২০ ডিসেম্বর ১৮৮৭ইং

পুণশ্চ: আমার স্মরণ হয়েছে, এ দু'শ' চল্লিশ টাকা এক হিসেবে পুরো তিনশ' হয়ে গেছে। কেননা পূর্বে পাঁচশ' টাকা ছাড়াও আপনার পক্ষ থেকে ষাট টাকা বেশি এসে গেছে। কাজেই ষাট টাকা যোগ দিলে পুরো তিনশ' হয়ে গেল। এবং সর্বমোট যা আজ পর্যন্ত আপনার পক্ষ থেকে এসেছে তা হলো আটশ' টাকা।

কাশ্মীরের উপহার উত্তম মানের জিরা এবং দু'ভরি জাফরান পাওয়া গেলে জনাব অবশ্যই নিয়ে আসবেন। এখানে জিরার খুবই প্রয়োজন থাকে। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

পত্র নং ৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

দু'দিন থেকে সে ব্যক্তির জন্য মনোনিবেশ (দোয়া) করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুঃখিত যে ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী আকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন অর্থাৎ তাঁর তীব্র জ্বর হয়। এ কারণে আমাকে তাঁর দিকে মনোযোগ দিতে হলো। আগামী কাল তাঁকে জোলাপ দেয়ার ইচ্ছা আছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে পুনরায় মনোনিবেশে (দোয়ায়) আত্মনিয়োগ করবো। এখন শুধু আপনার খাতিরে এ দিকে আমার তীব্র অনুভূতি রয়েছে। যদিও আমি পুরোপুরি সুস্থ নই, তবুও উপশমে ফতেহ্ মুহাম্মদের মাধ্যমে আপনার পাঠানো ওষুধ আমি খেতে থাকি। মনে হয়–'ওয়াল্লাহু আ'লাম', (–আর আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন), এ ওষুধে কিছুটা উপকার হয়েছে। পীরাঁদাত্তার* মাধ্যমে কোন ওষুধ পৌঁছেনি। পীরাঁদাত্তা বলছে, 'আমার কাছে মৌলবী সাহেব কোন ওষুধ দেন নি।' অর্থাৎ আপনি যে লিখেছিলেন এ অধমের জন্যে পীরাঁদাত্তার হাতে ওষুধ পাঠিয়েছেন তা সম্ভবত ভুল বশত লিখা হয়েছে। মীর আব্বাস আলী শাহ্ সাহেব আপনার ওষুধের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। অনুগ্রহপূর্বক মনে করে ওষুধ পাঠিয়ে দিন। আপনাকে এ অধম দোয়ায় স্মরণ রাখে। এবং এর সুফলের নিশ্চিত আশা রাখে, যদিও কিছুটা বিলম্বেই হোক তবুও।

মানব হৃদয়ে কয়েক প্রকার অবস্থার অবতারণা :

মানুষের হৃদয়ের ওপর নানা রকম অবস্থার অবতারণা হতে থাকে। অবশেষে খোদা তাআলা সাদাশয় ব্যক্তির দুর্বলতা দূর করেন এবং পবিত্রতা ও পুণ্যের শক্তি অনুদান ও পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। তখন তার দৃষ্টিতে সেসব বিষয় অপ্রিয় হয়ে যায় যা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। আর তখন তার দৃষ্টিতে সেই সব পথ প্রিয় হয়ে যায় যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে থাকে। তখন সে এমন এক শক্তি লাভ করে যে এরপর দুর্বলতা নেই এবং এমন তাকওয়া (খোদাভীরুতা) দান করা হয় যে এরপর "মা'সিয়াত"(-আল্লাহ্‌র আদেশ ভঙ্গ তথা কোন গোনাহ্–অনুবাদক) নেই এবং মহানুভব প্রভু আল্লাহ্ এমন রাজী হয়ে যান যে

* মসীহ্ মাউওদ (আ.)-এর একজন গৃহকর্মী

এরপর 'খাতা' (–উদাসীনতামূলক ভুল-ত্রুটি–অনুবাদক) নেই। কিন্তু এ নেয়ামত দেরীতে দান করা হয়। প্রথম প্রথম মানুষ তার নানা দুর্বলতার কারণে অনেক রকমের হোঁচট খায় এবং নীচের দিকে পতিত হয়। কিন্তু অবশেষে তাকে সত্যনিষ্ঠ হিসেবে দেখতে পেয়ে ঊর্ধ্বতন (ঐশী-) শক্তি আকর্ষণ করে নেয়। এ (বিষয়ের) দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন, جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"ওয়াল্লাজিনা জাহাদূ ফিনা লা-নাহ্দিয়ান্নাহুম সুবুলানা (আল-আনকবূত:৭০) ইয়ানি নুসাব্বিতুহুম আলাত্ তাকওয়া ওয়াল্ ঈমান ওয়া নাহ্দিয়ান্নাহুম্ সুবুলাল্ মাহাব্বাতি ওয়াল্ ইরফান ওয়া সানুইয়াসসিরুহুম ফি'লাল্ খাইরাতি ওয়া তারকাল্ ইস্ইয়ান।" ('যারা আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে সচেষ্ট হয় তাদেরকে অবশ্য-অবশ্যই আমাদের পথ সবই প্রদর্শন করে থাকি' অর্থাৎ তাদেরকে আমরা তাকওয়া ও ঈমানের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করি এবং মহব্বত ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের পথ সবই দেখিয়ে দেই–অনুবাদক)।

"খুতবাতে আহমদীয়া' পুস্তকটি পীরাঁদাত্তার মাধ্যমে পৌঁছে গেছে সেই সাথে কিছু সংখ্যক ওষুধ-পত্রও। কিন্তু এ অধমের জন্যে কোন ওষুধ পৌঁছে নি। অধিকতর কুশল কাম্য।* –ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর

মন্তব্য : *এ পত্রটিতেও কোন তারিখের উল্লেখ নেই। তবে নিশ্চিত আঁচ করা যায়, এটি ১৮৮৭ সালেরই চিঠি। (ইরফানী)*

---

* আল-হাকাম, ১৭ জুলাই ১৯০৩ইং পৃ.১১

পত্র নং ৩৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ঠিক প্রতীক্ষায় থাকা অবস্থায় আপনার পত্রটি পৌঁছুল। আল্লাহ্ তাআলা খুবশীঘ্র আপনাকে পরিপূর্ণ আরগ্য দান করুন। যদিও সব সময় আপনার জন্য দোয়া করা হয় কিন্তু বিশেষভাবে আপনার সুস্থতার জন্য আমি দোয়া করতে শুরু করে দিয়েছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়ালের উচ্চ মানের চারিত্রিক গুণাবলীর মূল্যায়ন ঃ আপনার উচ্চ চারিত্রিক সদগুণাবলী যা এ যুগে বিদ্যমান অবস্থার বিবেচনায় অলৌকিক পর্যায়ে রয়েছে তা আমাকে অতি আত্মতুষ্টির সাথে দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত করে যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে বিনষ্ট করবেন না। এবং নিজ বিশেষ রহমতের এক বিরাট অংশ দান করবেন। খোদাতাআলা আপনাকে "যুল আইদি ওয়াল আবসার" (পারদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার অধিকারী –অনুবাদক) হওয়ার উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এখন এর আবশ্যকীয় উপকরণগুলোও তিনিই দেবেন। আপনার সাক্ষাতের জন্য মনে চায় এবং কয়েক জন বন্ধুও আপনার সাক্ষাতের জন্য খুবই ইচ্ছুক, যেমন বাবু মুহাম্মদ সাহেব (আম্বালা সেনা নিবাসের অফিস ক্লার্ক) এবং বাবু ইলাহী বখ্‌শ সাহেব (একাউনটেন্ট)। অতএব বাবু মুহাম্মদ সাহেবের সাথে ওয়াদা হয়েছে, আপনি যখন আসবেন তার দশ-পনের দিন পূর্বে তাঁকে অবহিত করা হবে, তখনই তিনি ছুটি নিয়ে যথাযথ উপলক্ষে এসে যাবেন। আর বাবু ইলাহী বখশ সাহেবকেও জানিয়ে দেয়া হবে।

কাজেই আমি দায়বদ্ধ রয়েছি যাতে জনাব দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে তা আমাকে বিশ দিন পূর্বে অবগত করেন এবং কমপক্ষে হলেও তিন দিন কি চার দিন পর্যন্ত কাদিয়ানে অবস্থানের প্রোগ্রাম করে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ তারিখে পৌঁছতে পারেন সে সম্পর্কে অবহিত করুন, যাতে সে তারিখ অনুযায়ী সে লোকজনও উপস্থিত হন।

আমি এ কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে 'তকযিব বারাহীন'-এর খন্ডন আপনি সম্পন্ন করেছেন–'আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াল মান্নাহ্'। এ খন্ডন প্রকাশিত হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে আগ্রহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত

দেড় শ'-এর মত এমন চিঠি এসেছে। তারা এ পুস্তকটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি পুস্তক দু'টির (মুদ্রণ) কাজ এখনও শুরু করি নি। সম্ভবত বিশ-বাইশ দিন নাগাদ শুরু করা হবে।

ঐশী সন্তোষলাভের উচ্চতর মান: (উল্লেখিত 'খন্ডন' প্রকাশে) এই বিলম্বের দরুন জনসাধারণের মাঝে বিরাট ক্ষোভ ও কুধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তবে আমি আশা করি খোদা তাআলা সবকিছু দূর করে দিবেন। ব্যাপারটি আসলে এই : খোদা তাআলা যদি রাজী হন তাহলে পরিশেষে জনসাধারণ শতভাগ লজ্জিত হয়ে নিজেরাই রাজী হয়ে যায়। এ চিঠি রেজিস্ট্রি করে এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে, যাতে আপনি পুনরায় নিজ রোগমুক্তি ও কুশলাদি সম্পর্কে অতি শীঘ্র অবগত করেন, তদুপরি নিজ আগমন সম্পর্কে যখন ইচ্ছা অবহিত করেন। কিন্তু পনের কি বিশ দিন পূর্বে অবগত করতে হবে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ৪ জানুয়ারী ১৮৮ইং

পত্র নং ৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠানোর পর প্রিয় ভ্রাতা হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের চিঠি পেলাম যা এতদসঙ্গে পাঠানো হলো। এতে আপনার অসুস্থতার সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ চিঠি পড়ে অত্যন্ত অস্থির বোধ করছি। কাজেই আমি আপনাকে দেখতে আসার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে খোদা তাআলার কাছে কামনা করি। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ **'ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'** (সূরা হুদ: ৫) অর্থাৎ আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বসক্ষম। অতএব শনিবার অর্থাৎ ৭ জানুয়ারী ১৮৮৮ইং তারিখে রওনা হবার ইচ্ছা রাখি। এরপর সবই আল্লাহ্ তাআলার ইখতিয়ারে। কাজেই শনিবার রওয়ানা হলে ইনশাআল্লাহ্ রোববার কোনো সময়ে পৌঁছে যাব। অবগতির উদ্দেশ্যে লিখা হলো। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর

৫ জানুয়ারী ১৮৮৮ইং, বুধবার

পত্র নং ৩৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার দুটো পত্রই পেয়েছি। 'ক্বাদের যুলজালাল' (সর্বশক্তিমান, মহামর্যাদা ও প্রতাপশালী) খোদা আপনার সাথী হোন এবং আপনার কল্যাণজনক সকল উদ্দেশ্য সফলে আপনার সহায় হোন। এ অধম জনাবের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য প্রস্তাব করার উদ্দেশ্যে কয়েক জায়গায় পত্র পাঠিয়েছিল। একটি জায়গা থেকে যে উত্তর এসেছে তা ঈপ্সিত লক্ষ্যের অনুকূল বলে মনে হয় অর্থাৎ মীর আব্বাস আলী সাহেবের চিঠি। এটি আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। এ চিঠিতে একটি অদ্ভুত ধরনের শর্তের উল্লেখ রয়েছে ঃ "তিনি (অর্থাৎ পাত্র) যেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন,'গায়র মুকাল্লিদ' না হন।" যেহেতু মীর সাহেবও হানাফী, এবং আমার আন্তরিক বন্ধু মুন্‌শী আহমদ জান সাহেব (খোদা তাআলা তাঁকে নিজ রহমতে আচ্ছাদিত করুন) যাঁর বরকতমন্ডিত কন্যার সাথে এই প্রস্তাব চলছে, তিনি একজন পাকাপোক্ত খাঁটি হানাফী ছিলেন আর এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় বিস্তৃত তাঁর মুরিদও সবাই হানাফী। কাজেই হানাফীয়াতের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এমনিতে মুসলমান সবাই 'হানাফী মুসলিম'-এর অন্তর্ভুক্ত, তবু এ জবাব টিও যুক্তি যুক্তভাবেই দেয়া উত্তম।

হযরত মুনশী আহমদ জান মরহুম সম্পর্কে :

এবার আমি মুনশী আহমদ জান সাহেবের অল্প একটু জীবন বৃত্তান্ত শুনাচ্ছি। মরহুম মুনশী সাহেব প্রকৃতপক্ষে দিল্লির অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ১৮৫৭ইং সালের দাঙ্গার সময় লুধিয়ানা এসে বসবাসরত হয়েছেন। তাঁর সাথে আমার কয়েকবারই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। অতি বুজুর্গ, সুদর্শন, সুচরিত্রের পবিত্রচেতা, মুত্তাকী, খোদাভক্ত ও খোদা নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। আমাকে এত ভালোবাসতেন ও এত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন যে, অনেক সময় তাঁর মুরিদগণ ইঙ্গিতে এবং প্রকাশ্যেও (তাঁকে) বুঝিয়েছে যে এতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন, কোন মর্যাদার প্রতি আমার অভিলাষ নেই এবং মুরিদদের প্রতিও আমার কোন অভিলাষ নেই।' এতে তাঁর কয়েকজন হতভাগ্য অযোগ্য খলীফা তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্নও হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি যে আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসার পথে পা বাড়িয়েছিলেন ও সুসম্পর্ক গড়েছিলেন

এতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও একই উপদেশ দান করেন। আমরণ খিদমত করতে থাকেন এবং দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাসে আল্লাহ্‌র দেয়া নিজ জীবিকা থেকে কিছু পরিমাণ টাকা পাঠাতে থাকেন। আর আমার নামের (তথা আদর্শের) প্রচারে প্রাণপণ সচেষ্ট থাকেন। এরপর হজ্বে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আর যেভাবে তিনি নিজের ওপর দায়িত্ব অবধারিত করে রেখেছিলেন, যাবার বেলায়ও পঁচিশ টাকা পাঠালেন এবং এক দীর্ঘ ও বেদনাত্মক চিঠি লিখলেন, যা পাঠ করলে কান্না আসতো। আর হজ্ব থেকে ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বাড়ী পৌঁছা মাত্রই মারা গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিঃসন্দেহে মুন্‌শী সাহেব খোদা প্রদত্ত নিজ বাহ্যিক জ্ঞানগরিমা, সুবক্তব্য, বাগ্মিতা, সৌন্দর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়াও খাঁটি ও সত্যবাদী মু'মিন এবং সৎ-সালেহ্ ব্যক্তি ছিলেন। এ শ্রেণীর মানুষ দুনিয়াতে সংখ্যায় খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। তিনি উঁচুমানের ভাব-ধারণার অধিকারী এবং প্রকৃত সূফী ছিলেন বিধায় তাঁর মাঝে পক্ষপাতিত্বমূলক গোঁড়ামী ছিল না। আমার সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে জানতেন যে আমি হানাফী তকলীদ তথা গতানুগতিকতায় প্রতিষ্ঠিত নই এবং একে পছন্দও করি না। কিন্তু তবুও এ খেয়াল তাঁকে (আমার প্রতি) ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পথে বাধা দিতো না। মোট কথা, এই হচ্ছে মরহুম মুন্‌শী আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বৃত্তান্ত। আর কন্যার ভাই সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ সাহেবও একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং তিনি তাঁর মরহুম পিতার সাথে হজ্জও করে এসেছেন। এখন দু'টি বিষয় তদ্বীর সাপেক্ষ ঃ প্রথমত, তাঁদের হানাফিয়াত সংক্রান্ত প্রশ্নের কী উত্তর দেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই মিল ও সমন্বয় সূত্রের ভিত্তিতেই যদি উভয় পক্ষের সম্মতি সাব্যস্ত হয় তাহলে কন্যার বাহ্যিক অবয়ব সম্পর্কেও কোন না কোন ভাবে অবগত হয়ে যাওয়া উচিত।

সবচেয়ে উত্তম তো হচ্ছে (মেয়েকে) স্বচক্ষে দেখে নেওয়া কিন্তু আজকাল প্রচলিত পর্দা প্রথা পালনে বড় ধরণের এ দোষ রয়েছে যে তারা (সরাসরি কন্যাকে দেখার) বিষয়টিতে সম্মত হবেন না। আমার কাছে মীর আব্বাস আলী সাহেব নিজ প্রশ্নাবলী সম্বলিত চিঠির যথাশীঘ্র উত্তর চেয়েছেন। তাই আপনার পক্ষ থেকে যেন যথা সম্ভব শীঘ্র উত্তর পাঠানো হয়, সে দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। এখনও আমি খোলাসা করে আপনার নাম তাদের কাছে প্রকাশ করি নি। (আপনার পক্ষ থেকে) উত্তর আসার পর প্রকাশ করবো।

হিন্দু ছেলেটির বিষয়ে আমার খেয়াল আছে। তবে এখনও দোয়ায় মনোনিবেশ করি নি। কেননা (আপনাকে দেখে) ফিরে আসার দিনটি থেকে শারীরিক অবস্থা

ভাল নয়। অসুস্থতা কিছু না কিছু লেগেই আছে। আর তা ছাড়া অতি কর্মব্যস্ততা রয়েছে। কিন্তু কোন সময় আমি যদি দোয়ায় মনোনিবেশ করি আর এতে আপনার মতের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কিছু প্রকাশিত হয় –যে সম্পর্কে আমি এখনও কিছুই জানি না, তাহলে অবশ্যই আপনার পক্ষে তদনুযায়ী পালন করা আবশ্যকীয় হবে।

মির্যা মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ মরহুমঃ

পাটিয়ালা স্টেটের সামানা নিবাসী আমার এক বন্ধু মির্যা মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ একটি 'মাজুন' (হেকিমি অবলেহ ঔষধ বিশেষ) কয়েকবার তৈরী করে আমাকে পাঠিয়েছেন। এতে রয়েছে প্রক্রিয়াজাত কুচিলা (ভেষজ বিষাক্ত বৃক্ষ বা এর ফল অথবা বীজ) আমার অভিজ্ঞতায় এ ওষুধটিকে শিরাতন্ত্রী, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর শক্তি বৃদ্ধিতে অতি উপকারী হিসেবে পেয়েছি। এটি কাঁপুনী ও পক্ষাঘাত জাতীয় রোগেও অত্যন্ত উপকার করে থাকে। দীর্ঘকাল থেকে এটি আমার ব্যবহারে রয়েছে। আপনি যদি এটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন তাহলে এর কিছু পরিমাণ যা আমার কাছে আছে, পাঠাতে পারি।

ছয় শ' টাকার বিষয়ে যে জনাব লিখেছেন এর প্রয়োজন তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আপাতত আপনার কাছেই এ টাকা আমানত স্বরূপ রাখুন। আপনার খরচের আওতা থেকে পৃথক করে রাখাই সমীচীন হবে, যাতে আমার প্রয়োজনে অনতিবিলম্বে তা আপনি পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখনই পাঠাবেন না। চাহিদার ক্ষেত্রে আমার চিঠি পৌঁছুলে পাঠাবেন।

লেখরামের পুস্তকের খন্ডনে পান্ডুলিপি যদি শীঘ্র তৈয়ার হয়ে যায় তাহলে খুবই ভাল হয়। মানুষ এর জন্য অত্যন্ত অপেক্ষমান রয়েছে। দিল্লিতে মুদ্রণস্থ আপনার পুস্তকটি যদি সম্পূর্ণ ছেপে গিয়ে থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এরও এক কপি পাঠাবেন।

'মনশুরে মুহাম্মদী' পত্রিকায় জনাবের যে প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন এর সব সংখ্যাই পৌঁছে গেছে। এটি এক অতি উত্তম প্রবন্ধ। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা'।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান ২৩ জানুয়ারি ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। এটি হুবহু মীর সাহেবের সমীপে পাঠানো হয়েছে।

বিয়ে-শাদিতে কী ধরণের সাবধানতা আবশ্যকঃ

প্রথম থেকে আমিও তেমনটিই লিখেছিলাম যেমনটি (এখন) আপনি লিখেছেন। কিন্তু আমি পুনরায় লিখা সমীচীন মনে করি, আপনি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মহিলা পাঠিয়ে সম্পূর্ণ অবস্থা সরাসরি জেনে নিন। কেননা এটা সারা জীবনের ব্যাপার। এতে যদি পরবর্তীতে অন্তরালে থাকা কোন খারাপি বেরিয়ে আসে তাহলে সেটি তখন অপ্রতিকার যোগ্য হয়ে থাকে। মীর আব্বাস আলী শাহ্ সাহেব যদিও অতি নিষ্ঠাবান ও সত্যপরায়ণ লোক, কিন্তু মীর সাহেবের স্বভাবে অত্যন্ত সরলতা রয়েছে। আমার মতে চেহারা ও বাহ্যিক অবয়ব ইত্যাদি বিষয়ে আপনার পক্ষে সন্তোষজনকভাবে অবগত হওয়া খুবই সমীচীন এবং জরুরী। এক্ষেত্রে শৈথিল্য করবেন না। কেননা বিষয়টি নাজুক। স্ত্রী যদি মনমত পছন্দনীয় হয়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে ইহকালেই এক বেহেশ্ত তুল্য এবং তাকওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক। খোদা করুন, যদি বাহ্যিক চেহারায় ও অবয়বে বিশ্রী ও অরুচিকর দাঁড়ায় তাহলে সে এ দুনিয়াতেই এক দোযখস্বরূপ। কাজেই (পাত্রীকে দেখার উদ্দেশ্যে) কোন একজন বুদ্ধিমতী, নির্ভরযোগ্যা বিশ্বস্ত মহিলাকে আপনার পক্ষ থেকে পাঠানো সমীচীন হবে। এতে সব অবস্থা তথ্য ও গুণাগুণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। এক্ষেত্রে কখনই আলস্য বা অবহেলা করবেন না। বিয়ে করার ক্ষেত্রে (এর প্রক্রিয়ায়) যে ভুল-ত্রুটি ঘটে যায় এর মত মর্মান্তিক ভুল আর অন্যটি নেই। এর পর আপনিই ভাল বুঝেন। আর হিন্দু ছেলেটির জন্য ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ের নিষ্পত্তির পর (দোয়ায়) মনোনিবেশ করবো।

বিনীত

গোলাম আহমদ, (কাদিয়ান)

নোট: এ পত্রটিতে কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয়, এ পত্রটি হয়তো ১৮৮৮ইং সালের জানুয়ারির শেষ দিকের, অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকের। কেননা এ পত্রটি ১৩ জানুয়ারি ১৮৮৮ইং তারিখের চিঠির উত্তরে লিখা চিঠির পরবর্তী সময়ে বলে প্রতীয়মান হয়। (ইরফানী)

পত্র নং ৩৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা 'মাজ্যূবুল্ হক্ব ও মাওরাদে ইহ্সানাতে ইলাহীয়া' (হক্ব তাআলায় আত্মবিভোর ও ঐশী অনুগ্রহরাজির আধার মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব–অনুবাদক) সাল্লামাহু তাআলা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য উৎসাহ দান ও সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

যখন থেকে এ অধম আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছে, তখন থেকে আমি আপনার দুঃখ-বেদনা ও বিষন্নতা সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়ে আছি। আর আমার অন্তর বড়ই আত্মবিশ্বাসের সাথে এ রায় দেয় যে যথাসম্ভব দ্বিতীয় বিয়ের হৃদয়গ্রাহী-যুৎসই ব্যবস্থা হয়ে গেলে তা প্রভূত কল্যাণ ও আশিসের কারণ হবে। আমি আশা করি, এতে অবসাদ ও বিষন্নতাও দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে আশিসমন্ডিত দীর্ঘজীবী সুসসন্তানও দান করবেন। কিন্তু স্ত্রী এমন হওয়া চাই যার সাথে পারস্পরিক মিল-মিশ ও আনুকুল্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত হওয়া যায়।

সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান কে :

অতি সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান সেই ব্যক্তি, যে পুণ্যবতী ও প্রীতিভাজন স্ত্রী পেয়ে যায়। কেননা এতে করে তাকওয়া-তাহারত (খোদাভীরুতা ও পবিত্রতা) সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্ম ও ধর্মপরায়ণতার এক বৃহদাংশ অনায়াসে লাভ হয়। এ কারণেই সতী-সাধ্বী ও সুশ্রী-সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্তির দিকে প্রায় সকল নবী ও রসূলের দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ থাকে–এমন স্ত্রী যাদের সাথে তাদের যেন এক ধরণের প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হযরত

আয়েশা (রা.)-এর সাথে ভালোবাসার এক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে এবং লেখা আছে ইসলামে সর্ব প্রথম সে ভালোবাসাই অনুষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমি আপনার জন্যে দোয়া করি, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে এ নেয়ামত দান করুন। আমার মতে প্রত্যেক নেয়ামতই বেশির ভাগ নেয়ামতের উৎসমূল হয়ে থাকে। আর মু'মিন যেহেতু অতি উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়ার প্রত্যাশী ও অভিলাষী বরং এর প্রেমিক ও উদগ্রীব হয়ে থাকে, কাজেই আমার মতে মু'মিনের জন্য এ বিষয়ের অন্বেষণ বাধ্যকর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আমার দৃষ্টিতে সেই গৃহ বেহেশ্তের ন্যায় পবিত্র এবং বরকত ও আশিসে ভরপুর, যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং পারস্পরিক আনুকুল্য ও মিল মিশ থাকে। এবার মোদ্দা কথা এই যে, এ নেয়ামতের জন্যে অতিসত্তর চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-প্রয়াস আবশ্যক আর আপনি যে মৌখিকভাবে বলেছিলেন, আপনার পরিবার-পরিজনের মাঝে এক জায়গা বিবেচনাধীন রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি ভালোভাবে অনুসন্ধান করুন। সেখানটি যদি পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তবুও অবশ্যই অবগত করবেন, যাতে বিভিন্ন স্থানে নিজ বন্ধুদের দিয়ে (পাত্রী) তালাশ করা যায়। দ্বিতীয়ত এক গোছানোর যোগ্য এ বিষয়টিও রয়েছে যে আপনার খরচাদি এমন সীমা ছাড়িয়ে যে এর দরুন সব সময় আপনাকে রিক্ত হস্তে থাকতে হয়। এমন কি আমি মৌলবী করীম বখ্শ সাহেবের মুখে শুনেছি, যে আটশ' টাকা আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাও ধার করে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে **লা তাব্সুতহা কুল্লাল বাস্ত** অর্থাৎ 'তোমার 'খরচের হাতকে একবারে প্রসারিতও করে ফেলো না'–(সূরা বনি ইসরাঈল : ৩০–অনুবাদক)-এর দিকেও লক্ষ্য থাকা চাই। আর আপনি নিজ অন্তরে এক দৃঢ় অঙ্গীকার করে ফেলুন যে বেতনের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ ব্যয় করবেন, আর অবশিষ্ট কোন দোকান ইত্যাদিতে জমা করিয়ে দিবেন। আশা করি, এসব বিষয় সম্বন্ধে আপনি আমাকে অবগত করবেন। এখানে সার্বিকভাবে কুশলে আছি।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৩৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত, প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অপেক্ষায় থাকার মুহূর্তেই আপনার পত্রখানা পৌঁছুল। পত্রটি খুলেছিলাম মাত্র, তখন একই ডাকে আগত বাবু ইলাহী বখ্শ সাহেবের পত্র পড়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলাম, কেননা এতে লিখা ছিল যে আপনি চিকিৎসা করাতে লাহোর গিয়েছিলেন এবং ডাক্তারগণ বলেছেন, কমপক্ষে পনের দিন পর্যন্ত তাঁরা সবাই মিলিতভাবে রোগ নির্ণয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন তবে গিয়ে রোগের প্রকৃত স্বরূপ জানা যাবে। কিন্তু আপনার পত্র খোলায় কিছুটা উদ্বেগ নিরসন হলো। তবুও দুশ্চিন্তা থেকেই গেল। কেননা (এ চিঠি অনুযায়ী) রোগ তো সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গিয়েছিল; কেবল দুর্বলতা অবশিষ্ট ছিল। তবে আবার ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হবার কারণ কী? হয়তো কোন দুর্বলতা ইত্যাদির দিক দিয়ে দূরদর্শিতা স্বরূপ তা সমীচীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে। আমার মতে আপনি যথাসম্ভব বেশি দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধকে পরিহার করুন। কেননা এতে দর্বলতা বদ্ধি পায়। আর অত্যন্ত প্রশান্তি দায়ক হচ্ছে এ আয়াতে করীমাঃ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর" (আল- বাকারাহ : ১০৭) ('তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বক্ষম?'–অনুবাদক)।

দ্বিতীয় বিয়ের জন্য তাগাদা :

আপনি যেন দ্বিতীয় বিয়েকে আর হাল্কা দৃষ্টিতে না দেখেন এ বিষয়টি আমার মতে অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। বরং একে অবসাদ ও দুঃখ-বেদনাবোধ দূর করার উদ্দেশ্যে জরুরী বলে জ্ঞান করুন। আর আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহক্রমে এ আশাও রয়েছে যে তিনি আপনাকে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

শিক্ষিতা স্ত্রী না কি বুদ্ধিমতি :

স্ত্রী শিক্ষিতা হতে হবে, এদিকে আমার বেশি খেয়াল নেই। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, সে যদি স্বচ্ছ ও পবিত্র মন-মানসিকতা এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে উত্তম যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী হয়

তাহলে 'উম্মীয়াত'(নিরক্ষরতা) তার জন্যে কোন বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা নয়। সে শীঘ্রই সাহচর্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাগতিক আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। জরুরী বিষয় হচ্ছে, স্ত্রী যেন বুদ্ধিমতি হয় এবং তার বাহ্যিক সৌন্দর্যও থাকে, যাতে তার সাথে মিল-মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনি এ বিবেচনাধীন জায়গাটিতে উক্ত শর্তটির ব্যাপারে ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিন। যদি মনঃপূত সাব্যস্ত হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্। নচেৎ অন্যান্য জায়গায় পুরোপুরি প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাত্রী সন্ধানের কাজ শুরু করা যাবে। বান্দার কাজ কেবল চেষ্টা করা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় সহজলভ্য করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাজ। তবে অবশ্যই এই উপায়-উপকরণের জগতে চেষ্টা-প্রয়াসে সুফল লাভ হয়ে থাকে। আমি এখনও কোন বন্ধুর কাছে এ খোঁজ-খবর নেয়ার বিষয় লিখি নাই। কেননা এখনও আপনার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট মতামত আমি পাই নি। তাই আমার ওপর দায়িত্ব বর্তায়, মধ্যবর্তী ধ্যান-ধারণাগুলোর শীঘ্র নিষ্পত্তি করার পর যদি নতুন জায়গায় (পাত্রী) তালাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে আমাকে তা অবহিত করুন। আর পূর্বেও যেমন আমি লিখেছিলাম, আপনি আপনার খরচাদির ব্যাপারে সতর্ক হোন। কেননা এসব অর্থই জীবিকা নির্বাহের মৌল উপায়-উপাদান বিশেষ এবং নিজ প্রয়োজনের সময়ও মহা পূণ্য অর্জনের কারণ হয়ে যায়। এবং আপনি যেমন ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন (সে অনুযায়ী) কোন অবস্থায়ও (উপার্জিত অর্থের) এক তৃতীয়াংশের বেশি খরচ করবেন না।

নবীগণের দুটি অস্ত্র :

ইংরেজি শিক্ষিতদের সম্পর্কে যা আপনি লিখেছেন, এটা এক অতি উত্তম পরামর্শ। আল্লাহ্ তাআলা আপনার এই উঁচু ও উন্নত মানের নিয়ত তথা ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে কল্যাণমন্ডিত করুন। নবীদের কাছে দু'টি অস্ত্র ছিল, যা দিয়ে তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন। এক, দৃশ্যত সচেতন বক্তব্য, যা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে অভিযুক্ত ও নিরুত্তর করে দিত। দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক (বাতেনী) মনোনিবেশ, যা মানব-হৃদয়ে জ্যোতির্ময় (নূরানী) প্রভাব ফেলে। শুরুতে নবীদের উপদেশ-বাণীর যে স্বল্পমাত্রায় প্রতিফলন ঘটেছে, বরং নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট তাঁদের পোহাতে হয়েছে এবং নানা ধরণের হীন অপবাদ তাঁদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, এর কারণ হলো, তাঁদের উদ্যম ও সংকল্প সচেতন বাণীর প্রচার ও বিস্তারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিরুত্তর কারণে নিয়োজিত থাকে আর এতে যখন কোন যথাযথ ফায়দা প্রতিফলিত হয় নি এবং মনোভঙ্গের কারণ হয়, তখন (কবি) হযরতে মাহ্‌দীর উক্তি –"বা হিম্মত নুমায়েন্দ্ মার্দি রিজাল"–অনুসারে আধ্যাত্মিক দৃঢ় সংকল্প ও মনঃসংযোগকে কাজে লাগানো হয়।

আধ্যাত্মিক উদ্যোগের কৃতিত্ব :

এই আধ্যাত্মিক উদ্যম ও মনঃসংযোগ সুতীক্ষ্ণ তরবারীর চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। আমার দৃষ্টিতে নবীদের সফলতার মোক্ষম কারণ ছিল এই আধ্যাত্মিক উদ্যম ও মনঃসংযোগ। আর এও স্মর্তব্য যে ফলাফলের সিদ্ধান্ত শেষ পরিণামের ওপর নির্ণিত হয়ে থাকে। খোদা তাআলা এ কথাই বলেছেন ঃ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ "আল-আকিবাতু লিলমুত্তাকীন" (আল-আ'রাফ: ১২৯) (–পরিণামে সফলতা মুত্তাকীদের জন্য অবধারিত–অনুবাদক)

আল্লাহ্ তাআলার সুন্নত (চিরায়ত নিয়ম) এভাবেই জারি হয়েছে যে সত্যবাদী ব্যক্তিরা তাঁদের পরিণাম দিয়ে পরিচিত হয়ে থাকেন। এ অধম ভালভাবে জানে, আমি যে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, তা মানুষের কাছে এখনও অতি সন্দেহজনক। এবং একথা বলায় অত্যুক্তি হবে না, এখনও লাভের পরিবর্তে ক্ষতির অবস্থাই পরিলক্ষিত অর্থাৎ হেদায়াতের পরিবর্তে বিপথগামিতা ও কুধারণা পোষণ তাদের কাছে সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু আমি যখন একদিকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করি কেননা শুরুতে নবীদের ওপর এমন সব কঠিন ভূমিকম্পসম বিপদাবলী আসে যে দীর্ঘকাল যাবৎ সফলতার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু পরিশেষে ঐশী সাহায্য-সহায়তার সমীরণ বইতে শুরু করে। আর অন্যদিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পরম সত্য প্রতিশ্রুতি সমূহের মাধ্যমে অজস্র সুসংবাদ পাই। এতে আমার দুঃখ-বেদনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সজীব ও তরতাজা ঈমান উদ্দীপ্ত হয় ঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ "কাতাবাল্লাহু লা-আগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুসুলী" (আল-মুজাদিলাহ্:২২) (–আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন, 'আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব'–অনুবাদক)

বর্তমান যুগের অস্ত্র (প্রতিষেধক ও প্রতিকার ব্যবস্থা) কী?

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্তমান যুগের পচা-গলা হাড়গোড় ও দূষিত পদার্থের মূলোচ্ছেদ কেবল নিরস ও বাহ্যিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আঁধার সর্বদা নূরের মাধ্যমে দূর হয়েছে। এবং এখনও ঈমানী জ্যোতি এই অন্ধকারকে দূর করবে। এরূপ সংগ্রামক্ষেত্রে সে সব লোক কাজ করতে পারে না যারা বক্তৃতা বা ভাষণ দিতে অত্যন্ত তুখোড় কিন্তু ঈমানী বিশ্বস্ততা ও সত্যতার (ঐশী) আলোড়ন-উদ্দীপনে উজ্জীবিত হয় নি।

ইংরেজী শিক্ষিত কিরূপ ব্যক্তিরা কাজে আসতে পারেন?

তবে 'ফযল ও ইহ্সান-ইলাহী'তে তথা ঐশী কৃপায় ও অনুগ্রহে যদি কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির মাঝে উক্ত বিষয় দু'টো সন্নিবেশিত হয় তাহলে অবশ্য 'নূরুন আলা নূর' তথা সোনায় সোহাগা হবে। আর এরকম ইংরেজী শিক্ষিত লোক যদি আমাদের সহজলভ্য নাও হয়, তবু আমরা কখনই নিরাশ নই। আর কেনই বা নিরাশ হবো? আমাদের কাছে 'আস্দাকুস্ সাদেকীন' তথা সবচেয়ে সত্যবাদী আল্লাহ্ তাআলার পরম সত্য প্রতিশ্রুতিসমূহের এক ভান্ডার রয়েছে এবং আমাদের স্বস্তি ও আত্মসন্তুষ্টির জন্য কুরআন করীমের এ সব আয়াত যথেষ্ট, যা আমরা পড়ে থাকি ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ
الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"আম্ হাসিব্তুম আন তাদ্খুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়া'তিকুম মাসালুল্লাযিনা খালাও মিন কাবলিকুম মাস্সাত্হুমুল বা'সাউ ওয়ায্ যার্রাউ ওয়া যুল্ যিলূ হাত্তা ইয়াকূলার রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আমানু মায়াহু মাতা নাস্-রুল্লাহি আলা ইন্না নাস্ রাল্লাহি ক্বারীব" (আল-বাকারাহ : ২১৫) (তোমাদের কি ধারণা, তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ন্যায় অবস্থা তোমাদের ওপর আসার আগেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে জর্জরিত করেছিল এবং তাদেরকে এত ভীত ও কম্পিত করা হয়েছিল যে পরিশেষে রসূল ও তার সাথে মু'মিনরা বলে উঠেছিল, 'কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে?' স্মরণ রেখো আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।'–অনুবাদক)। এখন আমাদের ইনসাফ করা উচিত, এ যাবৎ আমরা কী-বা দুঃখ-কষ্ট সয়েছি? এবং কী কী প্রকম্পিত করা বিপদ আমাদের ওপর এসেছে? কতটুকু ধৈর্য ধরে সময় অতিবাহিত হয়েছে? এটা তো চরম বেয়াদবি, আমরা যদি প্রথম দিন তথা সূচনা থেকেই আমাদের মহামহীম কৃপালু খোদা তাআলার সম্বন্ধে আক্ষেপ করি যে, তিনি আমাদের পরিশ্রমের কোনো সুফল দেন নি। আমাদের উচিত অটল-অবিচল থাকা। নিঃসন্দেহে কল্যাণজনক সুফল প্রকাশিত হবে। لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ

"লা তাব্ দীলা লি-কালিমাতিল্লাহ্" (ইউনুস : ৬৫) (-আল্লাহ্র কথায় কখনই কোন ব্যত্যয় ঘটবে না–অনুবাদক)।

সেই ছেলেটির অবস্থা আপনি খুব ভালই স্মরণ করিয়েছেন। আমি তো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। স্মরণ-শক্তির ত্রুটি এবং সবদিকে কাজের ভীড়। ইনশাআল্লাহ্ এখন এ ধ্যানে লাগবো। আর এর জন্য যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে (দোয়ায়) মনোনিবেশ করবো, শীঘ্র হোক, কিম্বা বিলম্বে। কেননা 'ইখ্তিয়ারী' (আয়ত্বাধীন) বিষয় নয়। "ওয়ামা নাতানাযযালু ইল্লা বি-আমরি রাব্বিকা" [('ফিরিশ্তারা বলবে,) আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না' -সূরা মারইয়াম ঃ ৬৫ –অনুবাদক]।* ওয়াসসালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান
২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮ইং

* আল-হাকাম, ১৭ মার্চ ১৮৯৯ইং পৃ.৩

পত্র নং ৩৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য আপনাকে একটা কষ্ট দেয়া। আর তা হলো, আমার চাচাতো ভাই মির্যা ইমামুদ্দীন সাহেবের কাছে একটি অতি দামী ঘোড়া রয়েছে, যা বেশ দ্রুতগামী এবং রাজা ও রঈসদের আরোহণযোগ্য। এখন তিনি এটা বিক্রি করতে চান। যেহেতু এতো উচ্চ মূল্যের ঘোড়া সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং রঈসগণ এধরণের জিনিসের সন্ধানে থাকেন। কাজেই আপনাকে এ কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, অনুগ্রহপূর্বক আপনি জম্মুর রঈস অথবা তাঁর কোন ভাইয়ের কাছে (এ ব্যাপারে) আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করুন, যাতে তিনি ঘোড়াটি সমুচিত দামে কিনেন এবং তার পক্ষে কেনার ইচ্ছা পাকাপোক্ত হলে

ঘোড়াটি আপনার খিদমতে পাঠানো যায়। আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণের পর এ বিষয়ে অবগত করে কৃতার্থ করুন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ৩ মার্চ১৮৮৮ইং

মন্তব্য : *মির্যা ইমামুদ্দীন ছিলেন ঘোর শত্রু ও বিরুদ্ধবাদী। তা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার জন্যে সুপারিশ করতে দ্বিধা করেন নি। এটা 'মাওয়াদ্দাতান ফিল কুরবা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে ভালোবাসাপূর্ণ সদাচরণের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এবং শত্রুর প্রতি দয়া-মায়া ও মহানুভবতা প্রদর্শনের একটি প্রকাশ্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত। (ইরফানী)*

পত্র নং ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। এর সাথে আবশ্যকীয় কিছু কথা লিখে এটি হুবহু পীর সাহেবের খিদমতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ সাহেব– যাঁর ভাগ্নির সাথে বিয়ের এই প্রস্তাব, তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও হৃদয়বান ব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে তাঁর কোন মনোমালিন্য নেই। কেবল আজকালের হাঙ্গামা ও শোরগোলের প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন। আশা করি, হাকীম ফযল দ্বীনের পৌঁছার পর নির্দ্বিধায় কথা পাকা-পাকি হয়ে যাবে। এখানে সার্বিকভাবে মঙ্গল রয়েছে। 'সিরাজ মুনীর' ও 'আশি'য়াতুল কুরআন' পুস্তক দু'টির পরিসমাপ্তির পথে কিছু বাধা-বিপত্তি ছিল। এখন আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে সেগুলো সবই সমাধান হয়ে গেছে এবং আশা করা যায়, মুবারক মাহে রমযানে এ কাজ শুরু হয়ে যাবে। বই দু'টোর বাহ্যিক বিন্যাসের কাজ কিছুটা বাকী আছে। এ কেবল দশ-পনের দিনের কাজ। স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সময় নির্বিঘ্ন থাকলে ১লা

রমযান তারিখে ছাপার কাজ আল্লাহ্‌র ফযলে শুরু হয়ে যাবে। আর বাকী সব দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মঙ্গল রয়েছে। বশীর আহমদ (শিশু-পুত্র) ভাল আছে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৬ এপ্রিল, ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন হযরত মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বাটালায় জনাবের পত্রটি পেয়েছি। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে সালামত (নিরাপদ) রাখুন এবং সুস্থ ও মঙ্গলমত ফিরিয়ে আনুন। আপনার দিকে আমার খেয়াল বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। মিঞা মোহাম্মদ উমরের ব্যাপারে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছি। খোদা তাআলা সর্বোত্তম উপায়ে এই অপ্রীতিকর বিষয়টি দফা-রফা করুন। বশীর আহমদ এখন কিছুটা আরোগ্যের দিকে। কিন্তু রমযানের শেষ অবধি বাটালাতেই অবস্থান করার ইচ্ছা রাখি। কেননা ওষুধ ইত্যাদি এখানেই সহজলভ্য এবং কিছুটা ডাক্তারের চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। হাকীম ফযল দীন সাহেব লুধিয়ানা উপলক্ষে কবে যাবেন তা জানা নেই। কাজেই আপনার এখন রমযানের পর আসাটাই সমীচীন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক নিজ অবস্থা ও কুশলাদি সম্পর্কে শীঘ্র শীঘ্র অবগত করতে থাকবেন। এ অধম বাটালায় নবী বখ্‌শ যয়লদারের বাড়ীতে অবস্থানরত আছে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
বাটালা, ২৮মে, ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের স্বভাবে যদিও বিনয় ও শিষ্টতা পরিপূর্ণভাবে রয়েছে, আর এটাই 'উবুদিয়তের (তথা ঐশী দাসত্বের) প্রধান শর্ত। কিন্তু وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফা-হাদ্দিস্" (আয্ যুহা: ১২) [এবং তোমার প্রভু প্রতিপালকের যে কল্যাণ ও অনুগ্রহ (তোমার প্রতি) রয়েছে তা (অন্যদের কাছে) বর্ণনা কর'–অনুবাদক] এ আয়াতের আদেশ অনুযায়ী ঐশী অনুগ্রহরাজীকে প্রকাশিত করাও একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে 'এলমে দীন' (ধর্ম-জ্ঞান), আক্লে সালীম' (সরল-সঠিক বিবেক-বুদ্ধি) দান করেছেন এবং একটি বিশেষ নেয়ামত 'ইনশিরাহে সদর' (হৃদয়ের প্রশস্ততা)-ও দান করেছেন। আরও দান করেছেন নিজের দিকে মনোনিবেশ। এ সমুদয় নেয়ামত শোকর ও সমাদর করার যোগ্য। আপনার পত্র পেয়েছি। জানি না, কবে নাগাদ আপনি জম্মু ফিরে আসবেন। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে মঙ্গলমত ও সুস্থতার সাথে নিজ রহমতের ছায়ায় আশ্রিত রাখুন এবং সফর ও আবাসে সব অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ আপনার সহজাত ও সহায়ক হোক। এখানে সর্বতোভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াসসালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২২জুন, ১৮৮৮ইং

নোট : *৪২ থেকে ৪৬ নং পত্র পাঁচটি ৮৮ নং পত্রের পর সন্নিবেশিত হবে। (ইরফানী)*

* আল-হাকাম ১৭ জুন ১৯০৩ পৃ. ১৬

পত্র নং ৪৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র ও তাঁরই অনুগ্রহ যে, গতকাল আপনার পত্র মারফত মঙ্গলমত ও নিরাপদে আপনার ফিরে আসার সুসংবাদ জানতে পারলাম। বশীর আহমদ (শিশু পুত্র) ক্রমাগত তিন মাস অসুস্থ থাকে। তিন-চার বার তার অবস্থা এত নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, মাত্র কয়েকটি নিঃশ্বাস বাকী আছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কী বিস্ময়কর কুদরত যে, অতি আশঙ্কাজনক সে সব অবস্থায় উপনীত করার পর আবার এথেকে অব্যাহতিও দিয়েছেন। এখনও কিছুটা অসুস্থতা বাকী আছে। কিন্তু লক্ষণাবলী ভয়াবহ নয়। নিঃসন্দেহে এরকম (নাজুক) অবস্থায় ভীষণ পরীক্ষার মুহূর্ত হয়ে থাকে এবং এ প্রকার মুহূর্তগুলোতে দোয়াও আশ্চর্য রকম দোয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সব প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই, অনুরূপ সময়ে আপনার কথা স্মরণ হয়। ওয়াসসালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২ জুলাই ১৮৮৮ইং

* আল হাকাম ১৭ আগস্ট ১৯০৩ পৃ. ৩

পত্র নং ৪৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আগে একটি চিঠি আপনার খেদমতে পাঠিয়েছি। আবার এখন কষ্ট দেয়ার কারণ হলো, আমার ছেলে বশির আহমদ, যার বয়স প্রায় এক বছর, দৈহিকভাবে শুকিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে টাইফয়েড ধরনের জ্বরে সে ভুগেছিল। এ থেকে খোদা তাআলা আরোগ্য দান করেছেন। এরপর জ্বর কিছুটা উপশম হলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। শারীরিক শক্তির এতো অবনতি ঘটেছে যে, হাত-পা অকেজো ও নিষ্ক্রিয়বৎ মনে হয়। অথচ তাকে দেখতে বেশ মোটাসোটা ও স্বাস্থ্যবান বলে মনে হতো। এতে প্রতীয়মান হয়, জ্বরের রেশ ভেতরে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এখন অনুগ্রহপূর্বক সবদিক চিন্তা করে এমন কোন ব্যবস্থা-পত্র লিখে পাঠান, যাতে খোদা তাআলা যদি চান, তার গায়ে যেন শক্তি হয় এবং দেহ সজীব (হৃষ্টপুষ্ট) হয়। এত দুর্বলতা ও দৈহিক শক্তির অবনতি ঘটে গেছে যে শরীর অন্তঃসারশূন্য ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। এ-ও প্রকাশ করা সমীচীন বলে মনে করি, তার দাঁত বেরুচ্ছিল। চারটি দাঁত বের হবার পর সে মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়, এখন চরম দুর্বলতা ও শীর্ণতার দরুন দাঁত বেরুনো বন্ধ হয়ে গেছে। এই তার অবস্থা, যা আমি তুলে ধরেছি। অনুগ্রহপূর্বক খুব শীঘ্র উত্তরদানে সুখী করবেন। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১২ জুলাই ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। বশির আহমদ এখন আল্লাহ্ তাআলার ফযলে সম্পূর্ণ সুস্থ। কেবল তার গুরুতর অসুস্থ থাকা অবস্থায় আমি আপনাকে আসার কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন খোদা তাআলা নিজ ফযল ও করমে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আর কষ্ট করবেন না। ইনশাআল্লাহ তাআলা অন্য কোন সময় সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। আর হাকীম ফযল দীন সাহেবকে তাগিদের সাথে লিখুন, এখন তিনি যেন অনতিবিলম্বে লুধিয়ানা চলে যান। কেননা এখন আর বেশি দেরী করা ভাল নয়। ফযল আহমদ তার আত্মীয়দেরকে পৌঁছাবার জন্যে যে টাকা জনাবকে দিয়েছিল, এখন যেহেতু সেখানে তার আত্মীয়দের এমন অবস্থা (দাঁড়িয়েছে) যা বলে প্রকাশ করা যাবে না। এ লোকদের বিস্তারিত অবস্থা ইনশাআল্লাহ্ অন্য কোন সুযোগে আপনার খিদমতে লিখে জানাব। তারা কেবল আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করে না, বরং তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের বিদ্রোহী। কাজেই টাকা পৌঁছানোর জন্য আপনার বা আমার মধ্যস্থতাকারী হওয়া কখনও সমীচীন নয়। বরং কোন সময় ফযল আহমদ দেখা করলে তার টাকা তার কাছে সোপর্দ করুন, যেন সে তার ইচ্ছামত নিজস্বভাবে পৌঁছায়। মোট কথা, আপনি এ টাকা নিজ মারফতে কখনও পৌঁছাবেন না। কোন সময় তার সাথে দেখা হলে সে টাকা তাকে দিয়ে দিন এবং ওজর (অপারগতা) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন। অধিকতর কুশল কামনায়।

ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জিলা গুরুদাসপুর

১৮ আগষ্ট, ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বাবু মুহাম্মদ বখশের নামে লেখা জনাবের একখানা চিঠি হুবহু তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কাজেই আপনার খিদমতে প্রকাশ করতে চাই, এ অধমের সাহায্যের জন্য খোদা তাআলা আপনাকে ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের যে উদ্দীপনা দান করেছেন তা এমন এক বিষয় যে, এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। "আলহামদু লিল্লাহি-ল্লাযী আ'তানি মুখলেসান কামিস্লিকুম মুহিব্বান কামিস্লিকুম নাসেরান ফি সাবীলিল্লাহি কামিসলিকুম ওয়া হাযিহী কুল্লুহু ফয্লুল্লাহি" [–সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাকে আপনার মত একজন নিষ্ঠাপরায়ণ, আপনার মত একজন প্রেমিক এবং আল্লাহ্র পথে আপনার ন্যায় একজন সাহায্যকারী দান করেছেন। আর এসব কিছুই আল্লাহ্র ফযল (অনুগ্রহ) বটে–অনুবাদক]।

বাবু মুহাম্মদ বখ্শ সম্পর্কে আপনি যা কিছু শুনেছেন, তা কিন্তু ভুল সংবাদ (যা) কেউ আপনাকে দিয়েছে। বাবু মুহাম্মদ বখ্শও একজন নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি এ অধমের সাথে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। এবং তিনি একজন অতি ভাল মানুষ। তাঁর পক্ষ থেকে আমি সর্বদা আর্থিক সাহায্য পেয়েছি। আপনি আমাকে এ সম্পর্কেও লিখবেন, লুধিয়ানার ব্যাপারটিতে কোন্ দুরদর্শিতামূলক কারণে (বা কী পরিপ্রেক্ষিতে) বিলম্ব করা হয়েছে। আমার মতে এ ব্যাপারটি শীঘ্র পাকাপোক্ত করা হলে বেশি ভাল হতো। অধিকতর কল্যাণ কামনায়। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা).

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার শিশুপুত্র বশির আহমদ তেইশ দিন অসুস্থ থাকার পর আজ মহামহিমান্বিত প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার 'কাযা ও কদর' (নিয়তি) অনুযায়ী ইন্তেকাল করেছে। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এই ঘটনায় বিরুদ্ধবাদীরা যে কত সমালোচনা-মুখর হবে এবং সমর্থক ও মান্যকারীদের মনেও সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হবে তা কল্পনাতীত। "ওয়া ইন্না রাযূনা বিরিযায়িহী ওয়া সাবিরূনা আলা ইবলাইহি ইয়ারযা আন্না হুয়া মাওলানা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল্ আখিরাহ্ ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন" (–আমরা তাঁর সন্তোষে সন্তুষ্ট এবং তাঁর দেয়া পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে আছি ও থাকবো। ইহকাল ও পরকালে যিনি আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক। তিনি আমাদের প্রতি রাজী হোন'–অনুবাদক)

বিনীত

গোলাম আহমদ

৪ নভেম্বর ১৮৮৮ইং

নোট : *এ পত্রটি ঐশী নিয়তির প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্তুষ্ট থাকার পরম অভিব্যক্তি। এ কঠিন পরীক্ষায় তাঁর দুশ্চিন্তা কেবল এটাই যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বিরোধিতায় খোদা তাআলার থেকে দূরে ছিটকে পড়বে এবং কিছু মান্যকারীর মনে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধবে। কিন্তু তিনি (নিজে) সর্বাবস্থায় খোদা তাআলার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং খোদা তাআলার এ কাজটিকেও পরম দয়ারই ফলশ্রুতি বলে মনে করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বশিরের মৃত্যু সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত চিঠি লিখেছিলেন। সেটির বিষয়বস্তু সেই একই বিষয়বস্তু ছিল যা 'হাক্কানী তাকরীর' ইস্তেহারে প্রকাশিত হয়েছে বিধায় সে চিঠি আর উপস্থাপন করা হলো না। (ইরফানী)*

একটি ভ্রাম্যমান চিঠি

এই সেই চিঠি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ডা;ে হযরত হাকীম মৌলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নামে প্রথম বশীর সম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু এ চিঠির কতগুলো অনুলিপি মিয়া শামসুদ্দীন তৈরী করেছিলেন। (তিনি ছিলেন কাদিয়ানের বাসিন্দা এবং হযরত আকদাসের প্রথম শিক্ষক মিয়া ফযল ইলাহীর পুত্র। প্রারম্ভিককালে তিনিই সাধারণত হযরত আকদাসের পাণ্ডুলিপি স্বহস্তলিখনে পরিষ্কারভাবে লিখতেন)। হযরত আকদাস চিঠির কয়েকটি অনুলিপি লুধিয়ানা ও কপুরথলার জামাত এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রটিতে হযরত নিম্নরূপ ভাষায় কোন কোন বন্ধুর নিষ্ঠাপূর্ণ আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন ঃ

"এই বশীর প্রকৃতপক্ষে একজন শিফায়াতকারী হিসেবে জন্ম লাভ করে। তার মৃত্যু সেই সব সত্যিকার খাঁটি মু'মিনের কাফ্ফারা তথা প্রায়শ্চিত্তের কারণ, যাঁরা তার মৃত্যুতে লিল্লাহীভাবে শোকাহত হন, এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেন, 'আমাদের সমস্ত সন্তান যদি মারা যেত এবং বশীর জীবিত থাকতো, তাহলে আমাদের মোটেও দুঃখ হতো না।"

এই বুযুর্গ যিনি এ আন্তরিকতা ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত মুন্শী মুহাম্মদ খান সাহেব, কপূরথলার রাজার অশ্বালয়ের ইনচার্জ। 'নওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু' (–আল্লাহ্ তার সমাধিকে আলোকিত করুন–অনুবাদক)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সর্বদা হযরত মুন্শী মুহাম্মদ খান সাহেবের এই আন্তরিকতার জন্য সগর্ব ঈর্ষা ব্যক্ত করেছেন। কতবার বলেছেন: প্রথম বশীরের মৃত্যুতে যে বক্তি আমাদের সবার চেয়ে সহমর্মিতা প্রকাশে এগিয়ে ছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ খান (রা.)।' বস্তুতপক্ষে এ ছিল তাঁর প্রতি 'রব্বে করীম' (মহা দয়ালু প্রভু) আল্লাহ্ তাআলার মহা অনুগ্রহ। সেই আন্তরিকতা ও ভক্তির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়া সালামকে সুসংবাদ দান করেন ঃ '(তার) সন্তানদের সাথে সুব্যবহার করা হবে'। সুতরাং তারা সবাই সম্মানজনক ও সচ্ছল জীবন লাভ করেন এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রঙে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উত্তম প্রতীক হন। এখন আমি সেই চিঠি লিপিবদ্ধ করছি। আপনারা গভীর মনোনিবেশে পাঠ করুন এবং 'মুসলেহ্ মাওউদ' (যাকে খোদা তাআলা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন) তাঁর মাকাম, শান ও মর্যাদাকেও উপলব্ধি করুন। (ইরফানী)

পত্র নং ৪৮

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সর্ব আশ্রয়স্থল আল্লাহ্‌তে আশ্রিত অধম গোলাম আহমদের পক্ষ থেকে ব-খিদমত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব সাল্লামাহু তাআলা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানা পেলাম। আপনার প্রতিটি শব্দ ঈমানী শক্তির জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। আল্লাহ্ তাআলার এ নিয়ম আদিকাল থেকে জারী রয়েছে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছাড়েন না এবং এমন (অপরিপক্ক) ঈমানকে কবুল করেন না যা তাঁর পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ছিল। বশীর আহমদের মৃত্যুতে যদি এক মহা হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত না হতো তাহলে বশীর পচা হাড়গোড়ে পরিণত হলেও আল্লাহ্ তাকে জীবিত করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এটাই চেয়েছেন যাতে তাঁর সেই সব কাজ পূরণ হয় যা তিনি ইচ্ছা করেছেন। বশীর আহমদের মৃত্যুর ঘটনা এমন কোন বিষয় নয় যা স্বচ্ছ হৃদয় ও বিজ্ঞ লোকের হোচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। যখন বশীরের জন্ম হলো তখন তার জন্মের পর এ মর্মে শত শত চিঠি পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল ঃ 'এ পুত্র কি সেই সন্তান যার মাধ্যমে মানুষ হেদায়াত পাবে?' তখন সবাইকে এ উত্তরই দেয়া হয়েছিল যে, এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে (সংবাদ দেয় এমন) ইলহাম (ঐশীবাণী) এখনও অবতীর্ণ হয় নি তবে বেশীর ভাগ ধারণা, (সম্ভবত) সে-ই হতে পারে। কেননা তার ব্যক্তিগত বুযুর্গী (মাহাত্ম্য) ইলহাম সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।' এরকম উত্তরের কারণ এটাই ছিল যে খোদা তাআলা এ পরলোকগত পুত্রের প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কীয় উৎকর্ষ এ অধমের কাছে উন্মোচন করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই আনুমানিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে যথাসম্ভব এ পুত্রই মুসলেহ্ মাওউদ হবে। কেননা তার ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও উচ্চস্তরের ক্ষমতা এবং তার পূত-পবিত্র চিত্ত হওয়ার অবস্থা যা তার জন্মের পর ইলহামসমূহে বর্ণিত হয় তা মুসলেহ্ মাওউদের সমান বরং তার চেয়ে ঢের বেশী বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু জন্মের পর এ মর্মে কোন ইলহাম অবতীর্ণ হয় নি যে সে-ই মুসলেহ্ মাওউদ এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভকারী। উল্লেখিত অনুসন্ধিৎষা ও সুস্পষ্টভাবে অবগতির উদ্দেশ্যেই 'সিরাজে মুনির' গ্রন্থের প্রকাশনায় বিলম্বের পর বিলম্ব ঘটতে থাকে।

যেসব ইলহাম এ পরলোকগত পুত্র সম্পর্কে তার জন্মের পর অবতীর্ণ হয় সেগুলো থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল যে সে আল্লাহর আপামর সৃষ্টি তথা সাধারণভাবে সবার জন্য এক মহা পরীক্ষার কারণ হবে। যেমন এ ইলহামটি রয়েছে : "ইন্না- আরসালনা-হু শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্বিরাওঁ ওয়া নাযীরা কাসাইয়েবিম মিনাস্‌সামা-য়ে ফিহে যুলুমা-তুওঁ ওয়া রা'দুওঁ ওয়া বারক"* ।

এ ইলহামটিতে আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে সে রহমতের ঘনঘটা স্বরূপ বটে। কিন্তু এতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার। এ অন্ধকার শব্দে সেই পরীক্ষার অন্ধকারকেই বুঝায় যা তার মৃত্যুতে মানুষের জন্য ঘটে গেলো। তারা এমন কঠিন পরীক্ষায় পড়ে গেল যা অন্ধকাররাশীর ন্যায় ছিল। এটা সত্য এবং একেবারে সত্য যে এ অধম 'ইজতেহাদী ভ্রমে'র দরুন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল যে যথাসম্ভব এ পুত্রই মুসলেহ্ মাওউদ হবে যার অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা এবং তার প্রাকৃতিক যোগ্যতার জ্যোতির এত প্রশংসা করা হয়। কিন্তু "ইজতিহাদী" (নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রসূত) ভুল এমন কোন বিষয় নয় যা মূল ইলহামের ওপর কোন কালিমার দাগ বসাতে পারে। এ রকম ভুল-ভ্রান্তি নিজেদের কাশ্‌ফ ও ইলহামসমূহ বুঝতে নবীদের জীবনেও ঘটে এসেছে। তা সত্ত্বেও মানুষ যখন জিজ্ঞেস করতে থাকে 'এ পুত্রই কি মুসলেহ্ মাওউদ?' তখন এ উত্তরই দেয়া হয়, 'এ বিষয়টি এখনও আনুমানিক।' খোদা তাআলা যেহেতু ইচ্ছা করেছিলেন, মানুষকে মহা পরীক্ষায় ফেলার মাধ্যমে খাঁটি ও অপরিপক্কদের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাতে, তাই এ অধম, যে একজন দুর্বল 'বশর' তথা রক্ত-মাংসের মানুষ, (ঐশী পরীক্ষাগ্রহণমূলক) খোদার সেই ইচ্ছার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ফলে এমনটি হলো যে এ পুত্রের জন্মের পরে পরেই তার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতার স্বচ্ছতার প্রশংসা ইলহামগুলোতে করা হলো এবং তাকে পাক-পবিত্র, আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতি, 'ইয়াদুল্লাহ্' তথা আল্লাহর হাত, 'মুকাদ্দস' (পবিত্র) ও 'বশীর' তথা সুসংবাদদাতা এবং তার নাম 'খোদা বা মাস্‌ত' (-'তার সাথে খোদা আছেন') রাখা হলো। কাজেই এ ইলহামসমূহ এ ধারণার উদ্রেক করলো যে সম্ভবত এ পুত্রই মুসলেহ্ মাওউদ হবে। কিন্তু পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে মুসলেহ্ মাওউদ ছিল না। কিন্তু সে মুসলেহ্ মাওউদের 'বশীর' তথা সুসংবাদদানকারী ছিল এবং স্বভাবত উজ্জ্বল ও প্রাকৃতিক উচ্চ ক্ষমতায় অগ্রগামী ছিল। আর (তাই) সেই হাজার হাজার মু'মিন, যারা তার মৃত্যু শোকে শরীক হয়েছেন তাদের জন্য সে 'ফারাত' (তথা আরাম সাধনে

* তাযাকিরাহ্, চতুর্থ সংস্করণ পৃ: ১১৯

অগ্রদূত) স্বরূপ হবে। অতএব এমনটি নয় যে সে বে-ফায়দা ও অহেতুক এসেছে বরং খোদা তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে তার মৃত্যু যা মহাপরীক্ষার এক বিরাট ধরনের হামলা বিশেষ ছিল তার সে মৃত্যুর পরীক্ষাবৎ হামলাকে যারা সয়ে নেবে তাদেরকে অচিরে এক তাজা ও সজীব জীবন দান করা হবে। তারা নিজেদের অবস্থায় উন্নতি লাভ করে যাবে। এ বশীর প্রকৃতপক্ষে এক শিফআ'তকারী হিসেবে জন্ম লাভ করেছে এবং তার মৃত্যু সেই সব খাঁটি মু'মিনের গুনাহ্ (বা ত্রুটি-বিচ্যুতি)-এর জন্য কাফ্ফারা তথা প্রায়শ্চিত্তের কারণ বিশেষ বটে, যারা তার মারা যাওয়ায় শুধু লিল্লাহীভাবে শোকাহত হয়েছিলেন, এমন কি তাদের কেউ কেউ বলেন, 'আমাদের সমস্ত সন্তান যদি মারা যেতো এবং বশীর জীবিত থাকতো তাহলে আমাদের মোটেও দুঃখ হতো না।' কাজেই তার মৃত্যু কি তাদের গুনাহ্র কাফ্ফারা হবে না? সে কি এরূপ মু'মিনদের জন্য শিফায়াতকারী সাব্যস্ত হবে না? নিশ্চয় হবে। বস্তুত তার মৃত্যুর ঘটনা এরকম মুমিনদের জীবন দান করেছে। মোট কথা, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার মৃত্যুজনিত দুঃখ-বেদনায় শরীক হন সেই সব মু'মিন ও দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের জন্য সে এক 'রব্বানী মুবাশ্বির' তথা ঐশী সুসংবাদদাতা স্বরূপ ছিল।

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর রহমত ও করুণা অবতরণ ও আধ্যাত্মিক বরকত ও আশিস দানের কতগুলো পন্থা রয়েছে। সুতরাং বশীরের মৃত্যু মু'মিনদের বরকত দেয়ার জন্য সে-সব পন্থার মাঝে একটি উত্তম পন্থা। যদিও কেউ এ অধমের প্রতি বিশ্বাস রাখুক বা না করুক তবু বশীরের মৃত্যুতে সে যদি শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য শোকাহত হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে বশীর তার জন্য 'ফারাত' এবং 'শাফা'আতাকারী' হবে।

এটিও অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ইং তারিখের ইশতেহারে যে বাহ্যত একজন পুত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করা হয়েছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে দুজন পুত্র সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম কয়েকটি বাক্য ঃ "সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি (স্বরূপ) আসছে। তার নাম 'উন্মায়েল' এবং 'বশীর'ও বটে। তাকে পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছে। সে পঙ্কিলতা (অর্থাৎ গুনাহ্) থেকে পবিত্র। সে আল্লাহ্র জ্যোতি বিশেষ। মুবারক (আশিসময়) সে, যে আকাশ থেকে আসে"–এ পর্যন্ত বাক্যগুলো এ পরলোকগত পুত্র সম্পর্কেই রয়েছে। বস্তুত 'মেহমান' (অতিথি) শব্দটি যা তার সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তার কয়েক দিনের স্বল্প পরিসর আয়ুর দিকেই ইঙ্গিত। কেননা মেহমান সে-ই হয়ে থাকে, যে কয়েক দিন থাকার পর চলে যায়। দেখতে দেখতেই বিদায় হয়ে

যায়। উল্লেখিত বাক্যগুলোর পরবর্তী সবগুলো বাক্য হলো মুসলেহ্ মাওউদের দিকে ইঙ্গিত এবং তার সম্পর্কেই শেষ অবধি প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ। সুতরাং আপনার এবং মোটামুটিভাবে সবার জানা আছে যে বশীরের মারা যাওয়ার আগে ১০ জুলাই ১৮৮৮ ইং তারিখের ইশ্‌তেহারে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশিত হয় ঃ "আরেক জন পুত্র জন্মলাভ করবে। সে দৃঢ়সংকল্পশালী হবে" এবং ৮ এপ্রিল ১৮৮৮ইং তারিখের ইশতেহারে প্রচারিত এ ইলহামী বাক্যটি ঃ "তারা বললো, আগমনকারী কি এ-ই, নাকি আমরা অন্যের পথ পানে তাকাবো"–এটিও এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে। বশীরের মৃত্যুর পূর্বে আপনি যখন কাদিয়ানে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তখন মৌখিকভাবেও আগমনকারী পুত্র সম্পর্কিত ইলহামটি আপনাকে [অর্থাৎ হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে] শুনানো হয়েছিল অর্থাৎ এ ইলহামটি ঃ "একজন দৃঢ়সংকল্পশালী পুত্র জন্মলাভ করবে, ইয়াখ্‌লুকু মাইঁইয়াশাউ। (-যাকে চান তাকে তিনি সৃষ্টি করেন–অনুবাদক)। সে রূপে ও গুণে তোমার অনুরূপ (সদৃশ) হবে।" অতএব এ ঐশী বাণীটি আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে পুত্র একজন নয়, বরং দু'জন। তবে বেশ কিছু কাল যাবৎ এ ইজতিহাদী ভুলটিই চলতে থাকে, অর্থাৎ পুত্র কেবল একজন বলেই মনে করা হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ইং তারিখের পুত্র সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকৃতপক্ষে দু'টি পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ছিল, যা ভুলবশতঃ একটি বলে মনে করা হয়। এরপর আবার বশীরের মৃত্যুর পূর্বে স্বয়ং ইলহামই সে ভুলটি দূর করে দেয়। যদি ইলহাম সে ভুলটি বশীরের মৃত্যুর আগেই দূর করে না দিতো, তাহলে একজন মোটা বুদ্ধির লোকের ক্ষেত্রে সন্দেহ উদ্রেকের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হযরত মসীহ্ (আ.) ইজতিহাদীভাবে তাঁর কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এমন অর্থে ধরে নিয়েছিলেন যে অর্থে সেগুলো সংঘটিত হয়নি। তাঁর হাওয়ারী তথা শিষ্য মহোদয়গণও–খ্রিষ্টানরা যাদেরকে নবী বলে থাকেন তারাও বহুবার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের অর্থ বুঝতে ভুল করে থাকতেন। অথচ এ সব ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাদের মর্যাদায় কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ইজতিহাদী ভুল যেমন বাহ্যিক উলামার ঘটে থাকে তেমনি আধ্যাত্মিক উলামাও এর সম্মুখীন হন। পবিত্রচেতা ব্যক্তিরা এসব বিষয়ের কারণে বিগড়ে যান না। এমন অবস্থায় খোদা তাআলাই বা তাঁর মনোনীত বান্দাদের কী করে ছেড়ে দেন? তাঁর জ্যোতির্বিকাশকে কেবল সে সীমা পর্যন্তই বা কী করে শেষ করে দিতে পারেন? বরং কোন কোন সময় এ রকম ইজতিহাদী ভুল আল্লাহ্‌র সাধারণ বান্দাদের জন্য মহা উপকারের কারণ হয়।

অতএব ঐশী প্রেরিত বান্দার সত্যতার কিরণসমূহ যখন চারদিক ছড়াতে শুরু করে তখন 'সালেক' তথা আল্লাহ্‌র পথের পথিক ব্যক্তির জন্য এই ইজতিহাদী ভুল এক সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্ব হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যে-ব্যক্তির আল্লাহ্ তাআলাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নেই, মা'রেফাতে- ইলাহী তথা সূক্ষ্ম-তত্ত্বজ্ঞানের সাথে যার কোন সংস্পর্শ নেই, যার দ্বীন কেবল হাসি-বিদ্রূপ, যার জ্ঞানের বহর কেবল মোটা মোটা কথা এবং ভাসা ভাসা ধারণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এরকম ব্যক্তির ছিদ্রান্বেষণে ও সমালোচনায় এবং আপত্তি ও অভিযোগে কী বা সত্য ও সারবস্তু থাকবে? সেগুলো বুদবুদের ন্যায় শীঘ্র বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃত সত্যের জ্যোতি ও প্রমাণাদির যখন পুরোপুরি স্ফূরণ দেখানো হয় তখন এ ধরণের আপত্তি-অভিযোগ যা এক মোটা বুদ্ধি ও মৃতে পরিণত হৃদয় সম্পন্ন লোকের মুখ দিয়ে বের হয় সেগুলো সাথে সাথে এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় যেন কখনও বেরই হয় নি। অন্ধাকারাচ্ছন্ন লোকেরা যেমন খোদা তাআলাকে সনাক্ত করতে পারে না, তেমনি তাঁর খাঁটি বান্দাদেরকেও সনাক্ত করতে অক্ষম। এ ধরণের লোকেরা নিজেদের ঈমান ও জ্ঞানতত্ত্বকে পুরো মাত্রায় উন্নীত করার কোন পরোয়া করে না। তারা কখনও চোখ মেলে দেখে না যে তারা দুনিয়াতে কেন এসেছে এবং এদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মান ও উৎকর্ষ কী যা হাসিল করা তাদের কর্তব্য। তারা কেবল গতানুগতিক প্রথা ও অভ্যাস হিসেবে ধর্ম মানে এবং আনুষ্ঠানিক জোশ ও উত্তেজনার মাধ্যমে জাতির রক্ষক বা ধর্মের রিফর্মার (সংস্কার সাধানকারী নেতা) বনে বসে। তারা কখনও এদিকে দৃষ্টি দেয় না যে সত্যিকার একীন ও বিশ্বাস লাভ করার জন্য কী করা উচিত। তারা কখনও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করে না যে তা সততা ও সত্যপরায়ণতার রীতি-নীতি ও মাপকাঠি থেকে কিরূপ স্খলিত। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা নিজেরা তো সত্যের জন্য উদগ্রীব ও অভিলাষী হয় না বরং তা সত্ত্বেও এই রোগ তাদের ভেতর এমন মজ্জাগত রূপ ধারণ করে ফেলে যে তারা একেই সুস্থতা বলে ভাবে এবং এর পক্ষ সমর্থনে এত জোর দেয় যে সম্ভব হলে তারা যেন আল্লাহ্‌র মনোনীতদেরকেও তাদের অবস্থার দিকে টেনে নেবে। কাজেই এ ধরণের লোকের আপত্তি ও সমালোচনার কোন মূল্য নেই। আমাদের দৃষ্টিতে তারা মুসলমান বলে কথিত বরং মৌলবী-মৌলানা ও আলেম-উলামা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকলেও তাদের ঈমান এমন এক তুচ্ছ জিনিস হয়ে থাকে যাকে প্রকৃত সত্যের অভিলাষী উচ্চসাহসী ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবত ঘৃণা করবে। আমরা এরকম লোকদের সাথে ঝগড়া-বিতন্ডায় জড়াতে চাই না। আমরা তাদের এবং আমাদের মাঝে বিবাদ মীমাংসার বিষয়টিকে ফয়সালার দিবসের ওপর ছেড়ে দেই এবং لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ লাকুম দীনুকুম

ওয়া লিয়া দীন' [(সূরা আল কাফেরূন : ৭) অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম –অনুবাদক] বলে তাদেরকে বিদায় জানাই।

এটা সত্য এবং একেবারে সত্য যে আল্লাহ্‌র দিকে সত্যিকার প্রত্যাবর্তন এবং সত্যিকার একীন ও বিশ্বাস প্রকৃত সেই সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান ছাড়া লাভ করা একেবারে অসম্ভব যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। একাজ কেবলমাত্র যুক্তির মাধ্যমে কখনও সাধিত হতে পারে না। সেই পরিপূর্ণ মা'রেফাতের উচ্চস্তর যাতে নাজাত ও পরিত্রাণ লাভ নির্ভরশীল তা কেবলমাত্র জ্ঞানগত যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কখনও সম্ভব নয় বরং কেবল যুক্তিগতভাবে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করে দেয়াও এক ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ বিজয়। আপামর জনগণের ঈমানের প্রকৃত উপকার সর্বদা সত্যিকার সিদ্ধপুরুষদের আধ্যাত্মিক বরকত ও আশিসের মাধ্যমেই হয়ে এসেছে। আর কখনও তাঁদের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে কারও হোচট খাওয়ার কারণ ঘটলে তা প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজেরই দোষ ছিল যে আল্লাহ্‌ তাআলার অমোঘ নিয়ম-নীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে হোচট খেয়েছে। সাধারণ জ্ঞানের বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, নিজেদের কাশফ ও ইলহামের অনেক ক্ষেত্রে নবীগণের দিক থেকে ইজতিহাদী ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে এবং তাদের বিশেষ অনুসারীদেরও হয়েছে। যেমন হযরত আবু বকর (রা.) سَيَغْلِبُوْنَ ۙ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ "সা-ইয়াগলিবূনা ফি বিয্‌য়ি সিনীনা" (আর রূম : ৪, ৫) আয়াতটিতে 'বিয্‌উন'(কতিপয়) শব্দটিকে তিন বছরে সীমাবদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। অথচ এটা ভুল ছিল। এ সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে সাবধান করেন। বনী ইস্রাঈলী নবীগণের ইজতিহাদী ভুল-ভ্রান্তি* খুবই স্পষ্ট, যা খ্রিষ্টানরাও অস্বীকার করতে পারে না। অতএব কেবল মাত্র কোন ইজতিহাদী ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে ওই পবিত্র নবীগণের বিশ্বস্ত ও আলোকিত বিবেকসম্পন্ন অনুসারীরা কি তাঁদেরকে এ পরামর্শ দিতে পারতেন যে তাঁরা যেন তাদের উপদেশ ও প্রচারকে কেবলমাত্র যুক্তি-প্রমাণের ধারায় সীমিত

---

*টীকা * বনী ইস্রাঈলের চার শ' নবী এক বাদশার বিজয় সম্পর্কে সংবাদ দেন, আর সেটি ভুল (তথা অসত্য) সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ বিজয়ের পরিবর্তে পরাজয় হয়। দেখুন 'রাজাবলি-১ : ২২ অধ্যায় ১৯ শ্লোক। কিন্তু এ অধমের ভবিষ্যদ্বাণীতে অবতীর্ণ ঐশীবাণী সংক্রান্ত কোন ভুল-ত্রুটি নেই। ঐশীবাণী বা ইলহাম ঘটনার পূর্বেই পুত্র জন্ম হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছে যা মানুষের সাধ্যাতীত একটি বিষয় ছিল। অতএব পুত্র জন্ম হলো। ইলহাম তথা ঐশীবাণী সে পুত্রের ব্যক্তিগত গুণ ও উৎকর্ষাবলী বর্ণনা করলো কিন্তু কোথাও একথা জানালো না, সে অবশ্য-অবশ্যই দীর্ঘায়ু লাভ করবে। বরং এ-ও জানালো যে কোন কোন পুত্রসন্তান অল্প বয়সে মারা যাবে। দেখুন ইশতিহার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং। তবে বশীরের মৃত্যুর পূর্বে ইলহাম এ-ও ব্যক্ত করলোঃ 'একজন দ্বিতীয় বশীর দান করা হবে। তার নাম মাহমুদ।' দেখুন ইশতিহার ১০ই জুলাই ১৮৮৬ইং। কাজেই শুরুতে দু'জন পুত্রকে যদি একজন বলে মনে করা হয়ে থাকে তাহলে বস্তুতপক্ষে এটা কোন ভুল নয়। কেননা এ ভুলটির সংশোধন করে দেয়া হয়েছিল ঐশীবাণীর মাধ্যমে পরলোকগত প্রথম পুত্রের জীবদ্দশাতেই।*

রাখেন এবং নবুওয়াতের দাবী ও ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্ণনা করতে নিবৃত্ত থাকেন কেননা এটা সত্যের সন্ধানকারীদের জন্য উপকারী ও লাভজনক নয়? ওই বুজুর্গরা এমনটি কখনও করেন না। কেননা তাঁরা জানতেন, যে-সব রূহানী বরকত ও আশিস খোদা তাআলার নবীদের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় সেগুলোর মোকাবিলায় এক আধটুক ইজতিহাদী ভুল কোন জিনিসই নয়। আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি এবং সুস্পষ্ট সূক্ষ্মদর্শীতায় বলছি, শুধুমাত্র বুদ্ধি বৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের বিশাল ভান্ডার সেই সুমধুর, সুমিষ্ট ও প্রশান্তিদায়ক মা'রেফত তথা ঐশীতত্ত্বজ্ঞানের উচ্চস্তরে উপনীত করতে পারে না, যার দরুন মানুষ পুরোপুরিভাবে খোদা তাআলার দিকে আকর্ষিত হয়। বরং এ মরতবা ও মার্গ লাভ করার জন্য কেবলমাত্র ঐশীনিদর্শন, ঐশীবাণী ও ঐশী বাক্যালাপই একমাত্র মাধ্যম। এ মাধ্যমটিকে কেবল সেই রহমান খোদার প্রকৃত প্রেমিকই তালাশ করে যে তার অভ্যন্তরে সত্যিকার অন্বেষার আগুণ অনুভব করে। এবং গতানুগতিক ঈমানে সন্তুষ্ট থাকা ওই সব লোকেরই কাজ যাদের হৃদয় সংসার প্রেমে আটকে আছে। তারা কখনও দিনে বা কখনও রাতে এবং চলতে ফিরতে অথবা শুয়ে বসে নিজের ঈমানের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে পারে না যে কতটুকু-ই বা এতে জোর রয়েছে? কথার চাতুর্য এবং ন্যায় শাস্ত্রের সাহায্যে অনলবর্ষী বাকশক্তি ও বাগ্মিতা কতখানি-ই-বা তাদের হৃদয়কে আলোকিত করে সোজা পথে পরিচালিত করেছে এবং কী দৃঢ় একীন ও বিশ্বাসের অমৃত সুধা পান করিয়ে মওলা করীম আল্লাহ্‌র প্রেমে অভিসিক্ত করেছে?

সম্ভবত কিছু সংখ্যক লোক আমার উপরোল্লিখিত বক্তব্য পাঠ করে যা আমি পরলোকগত পুত্র সম্পর্কে তার প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার স্বচ্ছতা ও উন্নত প্রতিভার কথা লিখেছি। এতে আশ্চর্যবোধ করবেন, যে-শিশু শৈশবকালে মারা যায় তার আবার উন্নত প্রতিভা কী? তাই আমি তাদের আশ্বস্তি ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য বলছি, প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার উৎকর্ষ বিকাশের জন্য বেশি আয়ুপ্রাপ্তি মোটেও জরুরী নয়। এ বিষয়টি যুক্তি-সঙ্গত ভাবে সুস্পষ্ট যে শিশুদের প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও যোগ্যতায় আবশ্যকীয়ভাবে একে অন্যের সাথে পার্থক্য হয়ে থাকে, তাদের মাঝে কেউ মারা যাক বা বেঁচে থাকুক না কেন যে সব অভ্যন্তরীণ (স্বভাবজ) শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে মানুষ এ মুসাফিরখানায় আগমন করে সে সব শক্তি ও ক্ষমতা সব শিশুর মাঝে সমানভাবে থাকে না। একটি শিশু উন্মাদবৎ ও বোকা ধরণের বলে মনে হয়। তার মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়তে থাকে। আবার আরেকজনকে ধীমান দেখায়। কতিপয় শিশু যারা কিছুটা বেড়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তারা অত্যন্ত ধীমান, বুদ্ধিদীপ্ত ও সমঝদার বলে বুঝা যায়। কিন্তু আয়ু সঙ্গ দেয় না। স্বল্প বয়সে শৈশবকালেই মারা যায়। কাজেই

প্রাকৃতিকভাবে সুপ্ত প্রতিভার পার্থক্য কে-ইবা অস্বীকার করতে পারে? আর যে অবস্থায় শত শত ধীমান, বুদ্ধিদীপ্ত ও সমঝদার শিশুকে মারা যেতে দেখা যায় এতে কে-ই বা বলতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্ষমতা বিকাশের জন্য স্বাভাবিক আয়ু প্রাপ্তি কোন আবশ্যকীয় বিষয়। আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা শিশুপুত্র ইব্রাহীম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সে জীবিত থাকলে সিদ্দীক নবী হতো'– এ বর্ণনা হাদীসাবলী থেকে প্রমাণিত। অতএব অনুরূপভাবে খোদা তাআলা (আয্যা ওয়া জাল্লা) আমার নিকট উন্মোচিত করেন যে পরলোকগত (আমার পুত্র) বশীর প্রাকৃতিকভাবে সুপ্ত প্রতিভায় অতি উচ্চস্তরের ছিল। তার প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলো পরকালীন অপর জগতে বিকশিত হবে, পরিপোষণ ও প্রবৃদ্ধি লাভ করবে।

স্বল্পায়ু হওয়া তার উন্নত প্রতিভার জন্য ক্ষতিকর নয়। বরং তার পবিত্রাবস্থায় আগমন ও পবিত্রাবস্থায় বিদায় এবং গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিষ্পাপ থাকা তার সৌভাগ্য ও উন্নত মর্যাদার পক্ষে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। ঐশীবাণীতে যেমন জানানো হয়েছিল, "সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান হয়ে আগমন করবে। সে গুনাহ্ থেকে পবিত্র", তেমনি মেহমানের ন্যায় কয়েকদিন থাকার পর পবিত্র ও নিষ্পাপ অবস্থায় তাকে উঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সময় অলৌকিকভাবে তার চেহারা আলকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সে নিজের হাত দিয়ে নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে নেয়। এরপরই ঘুমিয়ে পড়ে। এটি-ই তার মৃত্যু তথা পরলোকগমন ছিল যা সাধারণ মৃত্যুগুলো থেকে সুদূর ও স্বতন্ত্র ছিল এবং অত্যন্ত পাক-পবিত্র ছিল।

এস্থলে এ-ও লিখা আবশ্যক যে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এ অধমকে সুস্পষ্ট ও পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ ছেলে তার আরব্ধ কাজ সমাধা করেছে। এখন সে মারা যাবে। এ কারণেই তার মৃত্যু এ অধমের ঈমানী শক্তিকে অনেক উন্নতি দান করেছে এবং আমাকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর করে দিয়েছে। তার মৃত্যুর ঘটনায় কিছু সংখ্যক মুসলমান সম্পর্কে এ ইলহাম তথা ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় ঃ

"আ হাসিবান্না-সু আইঁ ইউত্রাকূ আইঁ ইয়াকূলূ আমান্না ওয়াহুম লা-ইউফ্তানুন কালু তাল্লা-হে তাফ্তাউ তায্কুরা ইউসুফা হাত্তা তাকূনা হারাযান আও-তাকূনা মিনাল হা-লেকীন শা-হাতিল উজুহ্ ফাতাওয়াল্লা আনহুম হাত্তা- হীন ইন্নাস্ সা-বিরীনা ইউওয়াফ্ফা আজ্রুহু বিগাইরে হিসা-ব।"*

উক্ত আয়াত (তথা ঐশীবাণীর বাক্য) গুলোতে খোদা তাআলা পরিষ্কার ভাষায় বলে দেন যে মানুষের পরীক্ষার জন্য বশীরের আবশ্যক ছিল। যারা কাঁচা ও

* তাশাহীবুল আযহান অক্টোবর ১৯০৮ইং পৃ: ৪১১-৪৪০

অপরিপক্ক ছিল তারা মুসলেহ্ মাওউদের সাথে মিলিত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা বলেছে, 'তুমি এমনি করে ইউসুফের (তথা মুসলেহ্ মাওউদের - অনুবাদক) কথাই বলতে থাকবে? পরিশেষে হয়তো মরে যাবার উপক্রম হবে অথবা মারাই যাবে, অতএব খোদা তাআলা আমাকে বলেন, এ রকম লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও যতক্ষণে সেই (প্রতিশ্রুত) সময় এসে যায়। বস্তুত বশীরের মৃত্যুতেও যারা অটল-অবিচল রয়েছে তাদের জন্য অপরিমেয় প্রতিদানের ওয়াদা করা হচ্ছে। এসবই খোদা তাআলার কাজ। অদূরদর্শীদের দৃষ্টিতে বিস্ময়জনক।

অদূরদর্শী লোকেরা এটাও লক্ষ্য করে না, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ইং তারিখের ইশতিহারে যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হয়েছিল যে কতিপয় পুত্র সন্তান স্বল্প বয়সে মারা যাবে তখন সে ভবিষ্যদ্বাণীটি কি পূর্ণ হওয়া জরুরী ছিল না? প্রকৃতপক্ষে বশীরের স্বল্পবয়সে মৃত্যুবরণ একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করলো যা তার মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে করা হয়েছিল। কাজেই বিজ্ঞ লোকের জন্য অনেক ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপলক্ষ রয়েছে। এতে অস্বীকার করার ও আশ্চর্য হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

এখানে এ-ও স্মরণ রাখা উচিত যে খোদা তাআলা তাঁর ইলহামে পরলোকগত পুত্রের কয়েকটি নাম রেখেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি বশীর, আরেকটি উম্মানুয়েল, আরেকটি 'খোদা বা মাস্ত', আরেকটি রহমতে-হক এবং আরেকটি হলো 'ইয়াদুল্লাহে বিজালাল ওয়া জামাল'। তার প্রশংসায় এ ইলহামটিও হয়েছিল ঃ 'জা-য়াকান্ নূরু ওয়া হুয়া আফযালু মিনকা'[১] অর্থাৎ প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও আগমনকারী পুত্রের (মুসলেহ্ মাওউদ –অনুবাদক) সাথে এই পরলোকগত পুত্রের অতি ঘনিষ্ঠ ও জোরালো সম্পর্ক ছিল এবং তার (তথা আগমনকারীর) সত্তার জন্য সে পূর্বাভাস ও ইঙ্গিতবহ হিসেবে ছিল, তাই ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ইং তারিখের ইশতিহারে লিপিবদ্ধ ও ইলহামকৃত ঐশীবাণীতে দু'জন সম্পর্কিত বর্ণনাকে পরস্পর এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন কেবল একজনের কথাই বলা হচ্ছে। একটি ইলহামে (তথা ঐশীবাণীতে এই দ্বিতীয় পুত্রের নামও বশীর রাখা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, 'দ্বিতীয় বশীর তোমাকে দান করা হবে।'

এ সেই বশীর যার আরেকটি নাম হলো মাহমুদ। তার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'সে দৃঢ়সংকল্পশালী হবে। রূপে ও গুণে সে তোমার সদৃশ হবে। ইয়াখলুকু মাইয়াশা-উ' (-তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন –অনুবাদক)। এটাই প্রকৃত বাস্তব অবস্থা যা আমি আপনার উদ্দেশ্যে লিখলাম।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

'ওয়া উফা-ওয়েযু আম্‌রি ইলাল্লা-হে ইন্নাল্লা-হা বাসীরুম বিল ইবা-দ' [(আল-মু'মিন : ৪৫ অর্থাৎ, আমার বিষয়টি আমি আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করলাম। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের পুরোপুরি দেখেন–অনুবাদক)]।

বিনীত পত্র লেখক
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
৪ ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং
২৯ রবিউল আওওয়াল, ১৩০৬ হি:*

নোট : *এ চিঠির অনুলিপি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম লুধিয়ানা ও কপূরথলার জামাতে কয়েকজন বন্ধু এবং বিশিষ্ট সাহাবীকে পাঠিয়েছিলেন এবং মোহতারম ইরফানী সাহেব এ চিঠিখানা মকতুবাত আহমদীয়া ৫ম খন্ডের ৫ম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। (ইরফানী)*

১. তাযকিরাহ্ ৪র্থ সংস্করণ পৃ: ১২০
২. আল-মু'মিন : ৪৫

পত্র নং ৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত কালের ডাকে আপনার পত্র পেলাম। 'তাকমীলে তবলীগ' ইশ্‌তেহারে (বয়আত গ্রহণের) দিন-তারিখের কথা যা লেখা হয়েছে তা কেবল এক ব্যবস্থামূলক বিষয় মাত্র। যাতে এ রকম অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত কিছু সংখ্যক মু'মিন ভ্রাতা দেখা-সাক্ষাতে পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পারেন, যা আবশ্যকীয়ভাবে কোন জরুরী বিষয় নয়। আপনার যখন অবসর হয় এবং কোন

রকম প্রতিবন্ধকতা না থাকে তখন এই আনুষ্ঠানিকতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য আসার অনুমতি রয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে আপনি যখন আসবেন, সেটি বরং অতি উত্তম মওকা। আর বায়আতের শর্তাবলীতে বদ্ধপরিকর হবার বিষয়টি হলো সামর্থ্যের অনুপাতে। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস্য়াহা" [–আল্লাহ্ কারও ওপর তার সামর্থ্যের উর্ধ্বে বোঝা চাপান না (আল-বাকারাহ্ : ২৮৭)–অনুবাদক]। দ্বিতীয় পত্রটির উত্তর শীঘ্র অবহিত করুন, যাতে লুধিয়ানায় সংবাদ দেয়া যায়। বাহ্যত মনে হয়, আপনি সম্ভবত মার্চ মাসে কাশ্মীরের দিকে রওয়ানা হতে পারবেন। অতএব পরিস্থিতি যদি এটাই দাঁড়ায় তাহলে বিয়ের শুভ কাজটি ফেব্রুয়ারি মাসে সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

লাহোর থেকে মুন্সী আব্দুল হক সাহেব ও বাবু এলাহী বখ্শ সাহেব এসেছিলেন। মুনশী আব্দুল হক সাহেব এ মর্মে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, (লেখরামের পুস্তকের উত্তরে আপনার প্রণীত) 'রদ্দে তকযীব' সর্বসাধারণের কাছে পছন্দীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয়ভাবে পুস্তিকাটির ভূমিকায় যেন একথা স্পষ্ট করে লেখা হয় যে, হুবহু আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস মোতাবেক খোদা তাআলার অসীম কুদরত ও ক্ষমতার ওপর আমাদের সুদৃঢ় ও সার্বিক বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও (যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে) কোন কোন বিরল ধরনের উত্তর কেবল বিরুদ্ধবাদীদের সংকীর্ণতা ও জ্ঞানাভাবের প্রেক্ষিতে তাদের রুচি মাফিক লেখা হয়েছে, যাতে তারা জানতে পারে, কুরআন করীমের বিরুদ্ধে শাস্ত্রগত কিংবা যুক্তিগত কোন দিক দিয়েই কারও পক্ষে আপত্তি উত্থাপনের মোটেও কোন সুযোগ নেই। এ অধমের মতে (ভূমিকায়) এরূপ লেখা একান্তই জরুরী, যাতে জনসাধারণ (সম্ভাব্য) এ ফেৎনা (ও সশংয়) থেকে রক্ষা পায়। আর সবদিক দিয়ে কুশল রয়েছে। ওয়াসসালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯ইং

* আল-হাকাম, ১৭ জুলাই ১৯০৩ইং পৃ.১১

পত্র নং ৫০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালোবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীরা সচরাচর এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

স্ত্রীদের ওপর তৌহীদের অকাট্য দলিল :

'ওয়াহ্দাহু-লাশরীক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনো শরীক পছন্দ করে না। এক বুযুর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করতো। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বললো, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরীক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর দাগ কাটলো, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করলো। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এ আয়াতটি খুঁজে পেলাম ঃ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ "ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা যালিক.....।" (আন-নিসা:১১৭) [-এ (অর্থাৎ শরীক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন-অনুবাদক]।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই নাজুক। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদাভিমান যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী তার এবং অন্য কারও মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারও মাঝে বিভক্ত হোক। কিন্তু আমি খুব ভালভাবে জানি, খোদা তাআলার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গবেষণালব্ধ সত্য এটাই যে পুরুষের মর্যাদাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ মর্যাদাভিমান, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক এবং ক্ষিয়মাণ।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্ব ঃ এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা আঁহযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উম্মে সাল্‌মা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন তা এক মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে খেয়াল আছে আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, যেন খোদা তাআলা তোমার এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।' কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে মেহমানের মত। তার ক্ষেত্রে আপনার আখলাক ও সদ্ব্যবহার উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া দরকার। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কাছে চান, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা এসব কিছুই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আয়ত্তাধীন। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি, কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন এ সম্পর্কের ওপরই সব আশা-ভরসা। খোদা তাআলা আপনার জন্য একে মুবারক (আশিসমন্ডিত) করুন। আমি এ মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকেফহাল ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এ মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটা অতি অনুগ্রহ ও ইহ্‌সান যে তিনি এ জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষ কালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কি ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবু মুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এ অধম ১৫ মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু'তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই

কুশলে আছেন। গতকাল নগদ সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্যে পাঠিয়েছেন, যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াসসালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

নোট : *এ চিঠিতেও কোন তারিখ নেই। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে মার্চ ১৮৮৯-এর প্রথম সপ্তাহের বলে প্রতীয়মান হয় (ইরফানী)।*

---

* আল-হাকাম, ৩১ মে ১৯০৩ ইং পৃ.৪

পত্র নং ৫১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

'আস্‌সামাদ' (সর্বনির্ভরস্থল) আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থী গোলাম আহমদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সমীপে,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়েছি। খোদা তাআলা আপনাকে শীঘ্র আনুন এবং মঙ্গলমত ও নিরাপদে পৌঁছান। আমীন সুম্মা আমীন। আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে শত আকাঙ্ক্ষাভরে এই অনুরোধ, আপনার বেগম সাহেবা যেন লুধিয়ানা থেকে আপনার সাথে যাবার সময়ে দু'তিন দিনের জন্যে এ জায়গা কাদিয়ানে তাঁর (অর্থাৎ আমার স্ত্রীর) কাছে বেড়িয়ে যান। এ অধমের মতে এতে কোন অসুবিধা নেই, বরং এটা ইনশাআল্লাহ্‌ কল্যাণ ও অধিকতর বরকত ও আশিসের কারণ হবে। সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ সাহেব এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সংশ্লিষ্ট সবার হৃদয় জুড়ে হানাফী মাযহাবের তকলীদ (তথা প্রথাগত অনুকরণ)-এর এক ভীষণ প্রভাব ছেয়ে আছে এবং দীর্ঘ দিনের অভ্যাস যা দৃঢ়মূল

হয়ে প্রায় প্রকৃতিগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, তা খোদা তাআলা চাইলে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে দূর হতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে কোন পরিবর্তন তো আমূল কায়া পরিবর্তনের নামান্তর। (কাজেই) এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞচিত পন্থা সর্বতোভাবে ধৈর্যশীলতা, নম্রতা, মার্জনা ও ক্রমবর্ধমান প্রীতি ও ভালোবাসা এবং গায়েবানা দোয়ায় নিহিত। "ফা-কুল লাহু কাওলান লাইয়েনাল লাআ'ল্লাহু ইয়াতাযাক্কা আও ইয়াখ্শা" (অর্থাৎ কাজেই তুমি তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, এতে করে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহ্কে ভয় করবে–অনুবাদক)। আমার মতে এটা যৌক্তিক ও কল্যাণজনক মনে হয়, প্রথমে আপনি জম্মু পৌঁছার পর যেন সরাসরি লুধিয়ানা যান, তারপর আপনার বেগম সাহেবাকে সঙ্গে করে দু'তিন দিনের জন্য কাদিয়ানে থেকে যান। আমার বেগম সাহেবার ধ্যান-ধারণা মুয়াহ্হিদীন সুলভ (তথা গয়ের তকলীদি)। প্রথম দিকে তাঁর ভাব-ধারায় শুষ্ক মুয়াহ্হিদীনের ন্যায় অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু এখন আমি এই নাজায়েয (অযথা) বাড়াবাড়িকে কমিয়ে শুধ্রে দিতে চেষ্টা করছি। আমার ধারণা মতে কিছু পরিমাণ কমেও গেছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন, আপনার বেগম সাহেবা লুধিয়ানায় কোন উপলক্ষে বলেছিলেন, 'এখন পর্যন্ত তো মৌলবী সাহেবের হানাফী মাযহাবেরই তরিকা (আচারাদি) প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমার ভয় হয়, তিনি ওহাবী কি না। তবে এখন পর্যন্ত আমি ওহাবীদের কোন কিছু তাঁর মাঝে লক্ষ্য করি নি।' তিনি (অর্থাৎ আমার স্ত্রী) এর উত্তরে নিজের কোন রায় প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন নি। যেহেতু মেয়েলোকের কথা-বার্তা মেয়েলোকের ওপর অনেক প্রভাব ফেলে থাকে, কাজেই বশীরের মাতার (–অর্থাৎ আমার স্ত্রীর) সাথে আপনার বেগম সাহেবার সাক্ষাৎ সুফল লাভের কারণ হতে পারে। 'ওয়াল্লাহু আ'লাম ওয়া ইল্মুহু আহ্কাম' (–আর আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই যথার্থ ও অনড়-অটল–অনুবাদক)। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ৬জুন, ১৮৮৯ইং

পত্র নং ৫২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা), আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। কয়েকদিন থেকে জনাবের প্রতীক্ষায় ছিলাম এবং উৎকণ্ঠায় ছিলাম, কী কারণ ঘটলো। এখন জানি না, আপনার কবে ফুরসত হবে। আপনার সাক্ষাতের জন্য মন খুব চায়। খোদা তাআলা মঙ্গলমত ও নিরাপদে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

'তিনটি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার ঐতিহাসিক পটভূমি :

'আঞ্জুমান হিমায়াতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে কোন খ্রিষ্টানের তিনটি প্রশ্ন সেগুলোর উত্তর লেখার উদ্দেশ্যে এ অধমের কাছেও এসেছিল। সম্ভবত যেগুলো আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল এ তিনটি প্রশ্ন সেগুলোই, নাকি ভিন্ন? তদুপরি যদিও আমার ফুরসত ছিল না এবং শরীর ভাল ছিল না তবুও কিছুটা সময় বের করে দুটি প্রশ্নের উত্তর আমি লিখে দিয়েছিলাম। আমার মন বেশির ভাগ এজন্যও সায় দেয় না যে এই আঞ্জুমান নিজ খেয়াল-খুশী মত চলে। নিজেদের পছন্দসই হলে সে কাজ তারা করেন, নইলে করেন না। বয়আত সম্পর্কিত ইশ্‌তেহার (বিজ্ঞপ্তি) প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। তারা তা ছাপেন নি। এখন সে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে আঞ্জুমানকে পাঠাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। নিজ সময় নষ্ট করে লিখে পাঠাবার পরও লেখা ছাপা বা না ছাপা অন্যের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া–এটা সাংবাদিক বা প্রতিবেদকদের কাজ। পাঠানো লেখা রদ্দির ন্যায় ফেলে দেয়া হলে, নিজ সময়–তা এক ঘন্টাই হোক, বৃথা গেল।

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখা হয় কেবল রসূল (সা.)-এর প্রেমের কারণে:

কিন্তু আমি কেবল রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার জোশ ও উদ্দীপনা বশত দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখে দেই। তৃতীয়টির জন্য এখনও ফুরসত নেই। কিন্তু তারা ছাপবেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কেননা স্বেচ্ছাচারিতা এই আঞ্জুমানের রীতি। জানি না, আপনি সংশয় ইত্যাদি সংক্রান্ত সে একই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখেছেন, না কি সেগুলো ভিন্ন (প্রশ্ন) ছিল। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

২৯ জুন, ১৮৮৯ইং

পত্র নং ৫৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। নিঃসন্দেহে, কালামে-ইলাহী (কুরআন)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা ও রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী (হাদীস)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া এবং আল্লাহ্র সাথে খাঁটি প্রেমের সম্পর্ক অর্জন করা এ সব এমন এক উঁচু মাপের নেয়ামত, যা খোদা তাআলার বিশিষ্ট ও নিষ্ঠাবান বান্দারাই পেয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বড় বড় উন্নতির এটাই ভিত্তিস্বরূপ এবং এটাই এক বীজস্বরূপ যা থেকে একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও ঈমানী শক্তির উন্মেষ ঘটার মাধ্যমে এক মহামহীরুহে পরিণত হয় এবং এতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর সাক্ষাৎ ভালোবাসার ফল ধরে। অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার, যিনি সব কল্যাণের শিরোমণি এই নিয়ামত আপনাকে দান করেছেন। এরপর উত্তম সৎকার্যাবলী পালনে আলস্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও 'ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর' এসব মহান সদগুণের আকর্ষণে (ও বদৌলতে) দূর হয়ে যাবে। إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ "ইন্নাল হাসানাতি ইউয্হিবনাস্ সাইয়েয়াত" [(হুদ : ১১৫)–নিশ্চয় সদগুণ ও সৎকার্য কদর্যকে দূর করে দেয়' –অনুবাদক]। আপনার সাক্ষাতের জন্য আমার খুবই ইচ্ছা।

আপনার আন্তরিক নিষ্ঠা যেমন এ যুগের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অলৌকিক পর্যায়ে উন্নতি করেছে, তেমনি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনার প্রতি ও আপনার মাঝে (পারস্পরিক) প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেহেতু খোদা তাআলা চেয়েছেন, এই পর্যায়ের নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনার সাথে অন্য কেউই যেন শরীক না হতে পারেন সেহেতু (আমার সাথে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবীদার এমন অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে খোদা তাআলা সংকোচ সৃষ্টি করলেও আপনার হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেন। "হাযা ফযলুল্লাহি নি'মাতুহু ইউ'তি মাঁইইয়াশাউ, ইয়াহ্দী মাঁইইয়াশাউ ওয়া ইউযিল্লু মাঁইইয়াশা" (–এটি আল্লাহ্র বিশেষ কৃপা তথা তাঁর সেই নেয়ামত যা তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন, তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করেন এবং যাকে চান বিপথগামী হতে দেন–অনুবাদক)। হামেদ আলী গুরুতর অসুস্থ হয়েছিল। খোদা তাআলা তাকে

পুনরায় জীবন দান করেছেন। আপনার আসার সময় হাকীম ফযল দীন সাহেব ও মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবও যদি সঙ্গে চলে আসেন তবে খুবই ভাল হবে। জনাব নিজ পক্ষ থেকে এ দুজন মহোদয়কে এ বিষয়ে অবহিত করুন। কেননা মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। জীবন অনির্ভরযোগ্য। বাকি এখানে সর্বতোভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াস্সালাম।*

বিনীত
গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)
৯ জুলাই, ১৮৮৯ইং

* আল-হাকাম, ৩ মার্চ ১৮৯১ইং. পৃ. ৩

পত্র নং ৫৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়তম ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (কানাল্লাহু মা আ'কুম),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম বিলম্বে পরশু পৌঁছেছে। কোন চিঠি আসে নি। এ অধম এক দিন ভীষণ অসুখে পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কৃপায় ও অনুগ্রহে এখন আমি সুস্থ আছি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমার একশ টাকা দরকার। কোন অসুবিধা ছাড়া সহজেই সংগ্রহ হতে পারলে পাঠাবেন। মৌলবী খোদা বখ্শ সাহেবের চিঠি আসতে থাকে, তাঁকে যেন ঋণস্বরূপই কিছু টাকা দেয়া হয়। জানি না, আপনার সাথে সাক্ষাৎ কবে হবে। অধিকাংশ লোককে বিক্ষিপ্ত ও নিষ্প্রভ (অবস্থায়) দেখতে পাই। আপনিই এমন একজন যাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রেমের স্বাদ দান করেছেন। 'ফা আলহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক'(–অতএব এর জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্রই–অনুবাদক)

পূর্বে আমি আপনার কাছ থেকে নয় শ টাকা নিয়েছিলাম। এখন এর (অর্থাৎ এ এক শ টাকার) সাথে যোগ হয়ে হাজার হয়ে যাবে। চার শ টাকা আপনার থেকে আবার অন্য সময়ে ইনশাআল্লাহ্ নেব। বন্ধু ও নিষ্ঠাবানদেরকে কষ্ট দেয়া আমার কাজ নয় বিশেষত আপনার মত একনিষ্ঠ বন্ধুকে কষ্ট দেয়া আমার রীতি নয়। অতএব যেমন (প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ) সুন্নত-নবুবী দ্বারা অনুমোদিত, এ হাজার

টাকা এবং এ ছাড়া আরও নিলে তা সবই ঋণস্বরূপ হবে এবং আমার নিশ্চিত দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, এ টাকা খুবই সহজভাবে পরিশোধ হয়ে যাবে।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ 'ওয়ামা ইন্দাল্লা-হি বা-কিন" [(আন্-নাহল : ৯৭) 'আর যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'–অনুবাদক] অনুযায়ী জনাবের সওয়াব হাসিল হবে। কঠিন রোগবশত এ অধমের মস্তিষ্কের অনেক দুর্বলতা হয়ে গেছে। সম্ভবত বিশ দিনের মধ্যে শক্তি (পুনরুদ্ধার) হবে। তাই এখনও পরিশ্রম করার উপযুক্ত নয়। আর বাকি সর্বতোভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২০ নভেম্বর, ১৮৮৯ইং

পত্র নং ৫৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল আপনার পত্র পেলাম। এক শ টাকা এর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।' এ অধমের মস্তিষ্ক অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। কোন পরিশ্রমের কাজ হতে পারে না। একটি চিঠি লেখাও দুষ্কর। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু অদৃশ্য হাতে শক্তি দান করুন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) অনেক দূরে ছিট্‌কে পড়েছেন। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হয়ে যে ব্যক্তি নিজের অবস্থার ওপর নজর দেয় এবং নিজের ভুল-ত্রুটির সংশোধন ও প্রতিকার যাচনা করে, খোদা তাআলা তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করে থাকেন। নইলে সে

بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ "বাল্ রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াক্‌সিবুন" [(আল-মুতাফ্‌ফেফীন ঃ১৫)–তাদের অর্জন তাদের অন্তরে জং ফেলেছে– অনুবাদক)-এর প্রতীক হয়ে যায়। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন একা অবস্থানে ও ধারণায় দাঁড়িয়ে গেছেন আর সেটা তাঁর মনঃপূত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সত্য সত্য বলছি, এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটলে, তাঁকে বঞ্চিতদের শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। খোদা তাআলা তাঁর মাঝে সত্যনিষ্ঠা ও সত্যবাদীদের অনুসন্ধিৎসা

সৃষ্টি করুন এবং বর্তমান সঞ্চিত জং থেকে মুক্তি দিন। নচেৎ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুঁথিগত বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাপকতা অথবা ন্যায়শাস্ত্রগত কিছু যুক্তি-তর্কের যোগ্যতা (ও ক্ষমতা) বিপথগামী নাস্তিকেরও সৃষ্টি হতে পারে। এটা গর্ব করার মত কোন ব্যাপার নয়। এতে সেই 'কুদ্দুস' (পরম পবিত্র) খোদাও সন্তুষ্ট হতে পারেন না যাঁর দৃষ্টি রয়েছে মানুষের অন্তর পর্যন্ত। সততা ও সত্যপরায়ণতা এবং আল্লাহ্‌তে আত্মমগ্নতার মাঝেই মানুষের পরিত্রাণ। নচেৎ জ্ঞান-গরিমাও বৃথা। "চারপায়ে বুর্দ কিতাবে চান্‌দ" (চতুষ্পদ জন্তুও কতগুলো বই-পুস্তক বহন করে থাকে–অনুবাদক)। মুহাম্মদ হুসেনের অবস্থা বস্তুতপক্ষে অতি নাজুক, আর এ সম্বন্ধে তিনি অসচেতন। "ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবা'আল হুদা" [শান্তি বর্ষিত হয়ে থাকে তাদের ওপর, যারা হেদায়াতের (তথা সত্যপথের) অনুসারী হয়–অনুবাদক]।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ইং

---

* আল-হাকাম আগস্ট ১৯০৩ইং পৃ.৩

পত্র নং ৫৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রখানা পেয়ে কৃতার্থ হলাম। অতি আনন্দের কথা, প্রিয় ভ্রাতা মোহতরম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব পরিবার-পরিজনসহ আসবেন। আসার দু'তিন দিন আগে অবগত করলে কোন ওয়াকেফহাল ব্যক্তিকে বাটালা রেল স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। আমার পরিবার বড়ই তাগিদের সাথে আপনার খিদমতে অনুরোধ জানিয়েছেন, সুগরাকে (অর্থাৎ হযরত খলীফা আউয়ালের স্ত্রী–অনুবাদক) আপনি অবশ্যই (তাঁদের) সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। এতে করে তাঁর পক্ষে আবহাওয়ার পরিবর্তনও হবে। তিনি তাগিদের সাথে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন। এজন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। যদি সমীচীন মনে করেন, (আপনার শ্যালক) মন্‌জুর মুহাম্মদকে পাঠালে তিনিও সঙ্গে থাকবেন।

যে ওষুধ আপনি তাঁর জন্য (অর্থাৎ আমার স্ত্রীর জন্য–অনুবাদক) পাঠিয়েছেন এর সেবন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু লিখেন নি। সবিস্তারে অবগত করবেন, এ ওষুধটি 'কুশ্‌তা' জাতীয়, না অন্য কোন প্রকারের এবং এ দিনগুলোতে তিনি তা খেতে পারবেন কিনা। কোষ্ঠবদ্ধতা অতি মাত্রায় রয়েছে, তাই কোষ্ঠবদ্ধতাজনক বা উষ্ণ জাতীয় ওষুধ তাঁর জন্য উপযোগী নয়। নরম ও মধ্যম প্রকৃতির ওষুধ উপযোগী হয়ে থাকে।

প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার খুব মনে হয়। এবার আপনি তাঁর সম্পর্কে কিছুই লিখেন নি। খোদা তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করুন। তিনি যদি জম্মুতে থাকেন, তাঁকে আমার পক্ষ থেকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তাঁর জন্য দোয়া করা হয়। খোদা তাআলা কবুল করুন।

বিনীত

গোলাম আহমদ

মন্তব্য : *এ চিঠিতে তারিখ নেই। তবে মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের অসুস্থতার উল্লেখে জানা যায়, এ পত্রটিও ১৮৮৯ইং সালের। (ইরফানী)*

পত্র নং ৫৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মীর আব্বাস আলী (লুধিয়ানাবাসী–অনুবাদক) একজন অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তি। অনুগ্রহপূর্বক আপনি সদয় দৃষ্টি দিয়ে তাঁর শ্বাসকষ্ট রোগের জন্য 'কুশ্‌তা মার্জান' বা অন্য যা সমীচীন মনে করেন, অবশ্যই পাঠাবেন। আমি তাঁকে আজ (চিঠি) লিখেছি, তিনি যেন আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ৮/১০ দিনের জন্য আমার কাছে চলে আসেন। আপনি যাওয়ার পর আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। এখনও

শ্লেষ্মার খুবই জোর রয়েছে। মস্তিষ্ক (-শক্তি) অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনার বন্ধু ঠাকুর রামের জন্য আমার একদিনও (দোয়ায়) মনোযোগ দেয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আরোগ্য লাভের জন্য অপেক্ষায় আছি। তিনি যদি নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর আন্তরিকতার বরকত ও কল্যাণে দোয়ার উপযোগী উজ্জ্বল সময় ('ওয়াক্তে সাফা') পেয়ে যাব এবং আরোগ্যও হবে। আমার মস্তিষ্ক-শক্তির জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থাপত্র আপনার স্মরণ হলে আমাকে লিখে জানাবেন। সব কাজ পড়ে আছে। فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ "ফাল্লাহু খাইরুন হাফেযান ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন"* (-আর আল্লাহ্ই সর্বোত্তম রক্ষাকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু'-অনুবাদক) ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
জানুয়ারী, ১৮৯০ইং

---

* সূরা ইউসুফ : ৬৫

পত্র নং ৫৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

'আস্সামাদ'(-সর্বনির্ভরস্থল) আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থী গোলাম আহমদের পক্ষ থেকে মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা)-এর সমীপে,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ অধমের শারীরিক অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রীর শারিরীক অবস্থাও ভাল হতে আরম্ভ করেছে। মাহমুদের (অর্থাৎ পুত্র) জ্বর হচ্ছে। এ অবস্থার ভেতরেই আপনার বন্ধুর জন্য যথোচিত প্রচেষ্টায় দোয়ায় আত্মনিয়োগের ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু দুঃখিত, কাজী গোলাম মুর্তজা সাহেবের আগমনে বাধ্য হয়ে অপারগ হয়ে পড়ি। তিনি একাধারে দশ দিন এখানে অবস্থান করবেন। যেহেতু অনেক কষ্ট স্বীকার করে এবং দূর থেকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তিনি এসেছেন, সেহেতু তাঁর দিকে মনোযোগ না

দেয়া একেবারেই অনুচিত। তদুপরি তাঁর সাথে সৈয়্যদ আমীর আলী শাহ্ লাহোর থেকে আসছেন। তিনি বরাবর পনের দিন থাকবেন। তাঁদের যাবার পর 'ইনশাআল্লাহুলক্বদীর' পূর্ণ মনোযোগে আত্মনিয়োগ করবো।

খুনের মকদ্দমায় সাক্ষ্যদান :

কেবল একটা আশঙ্কা রয়েছে, লুধিয়ানায় এক ব্যক্তি শুধু অজ্ঞতাবশতঃ এক খুনের মকদ্দমায় আমার সাক্ষ্য লিখিয়ে দিয়েছে। এ সাক্ষ্য কমিশনের সামনে দিতে হবে। সম্ভবত দুচার দিন এ ক্ষেত্রে লেগে যাবে। আপনার বন্ধু যদি অধৈর্য না হন যেমনটি আজকাল মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ্র খাতিরে তার জন্য দোয়ায় মনোনিবেশ করবো। সমস্যা এটাই যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে অতি নাজুক মেজাজ (–অসহিষ্ণু) হয়ে পড়ে। তখন সামান্য সামান্য অপেক্ষার ক্ষেত্রে নাজুক মেজাজি দেখায় এবং খোদা তাআলার ওপর এহ্সান রাখতে আরম্ভ করে। অথচ মনে সুধারণা নিয়ে (ধৈর্যসহ) অপেক্ষাকারী ব্যক্তিরাই 'নেক' (শুভ) অবস্থায় রয়েছেন। "ওয়া ক্বালীলুম মিনহুম" (তবে তারা সংখ্যায় খুব কম–অনুবাদক)।

মীর আব্বাস আলীর অপেক্ষা :

এ পত্রটি লেখার পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্য হলো, মীর আব্বাস আলী সাহেব বিশ দিন যাবৎ জনাবের ঔষধের জন্য অপেক্ষা করছেন। গতকাল থেকে তাঁর জ্বর হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন। গতকাল আমাকে চিরকুট লিখে পাঠিয়েছেন, 'ওষূধ তো আসে না; আমাকে অনুমতি দিন আমি লুধিয়ানা চলে যাই।' কিন্তু আমি আবার তাঁকে দুচার দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক অবশ্যই এ পত্রটি পৌঁছা মাত্র শ্বাস-কষ্টের কোন উত্তম ওষুধ পাঠিয়ে দিন এবং এ ব্যক্তির ওপর আমার অজুহাতকে যৌক্তিকভাবে প্রকাশিত করে দিন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

২৫ জনুয়ারী, ১৮৯০ইং

পত্র নং ৫৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্ তাআলা আপনার স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে আরোগ্যদান করুন। অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। 'ওয়াল্লাহু আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর'[–তবে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান (আল বাকারা : ২৮৫)–অনুবাদক]। মৌলবী গোলাম আলী সাহেব সম্পর্কে মন গভীর দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। সবার জন্য দোয়া করি। আমি শুনেছি, ইংল্যান্ডে ইংরেজ ডাক্তার যক্ষ্মা রুগীদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। অভিজ্ঞতায় এ রোগের নাকি কোন কার্যকর নিরাময়-ব্যবস্থা বেরিয়ে এসেছে। জানি না, এ সংবাদ কতটুকু সত্য।

মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন (বাটালবী) বিরুদ্ধাচরণমূলক লেখায় পোক্ত সংকল্প করে ফেলেছেন এবং অধমকে 'বিপথগামী' বলে মৌখিকভাবে প্ররোচনা চালাচ্ছেন। মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সাথে আগত মির্যা খোদা বখশ সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমিও তাঁকে বিপথগামী বলতে শুনেছি।' গতকাল মির্যা খোদা বখশ ও মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের পরামর্শক্রমে তাঁর (মুহাম্মদ হুসেন) কাছে চিঠি লেখা হয়েছে, 'প্রথমে সাক্ষাৎ করে নিজের সন্দেহ-সংশয় উপস্থাপন করুন।' জানি না, তিনি কী জবাব লিখবেন। আমি এ কথাও লিখে দিয়েছি, 'আপনি যদি না আসতে পারেন তবে আমি খোদ (আপনার কাছে) যেতে পারি।' কিন্তু তাঁর এই কথায় সবাই বিস্মিত হয়েছেন ঃ আমি যুক্তিগতভাবে মসীহর আকাশ থেকে নেমে আসা প্রমাণ করে দেব।' মোট কথা, তাঁর মেজাজ আশ্চর্যজনকভাবে উত্তেজনায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন।

গজনভী ও লক্ষ্ণৌ নিবাসীরা :

গজনভী সাহেবদের জোশ ও উত্তেজনা এতো বেশি যে অপরিচিত লক্ষ্ণৌ নিবাসী মহিউদ্দিন নামের এক মহোদয় এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ইলহামগুলো লিখেছেন এবং (এগুলোর দ্বারা) إِذَا تَمَنّٰٓى أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ أُمْنِيَّتِهٖ ঃ **'ইযা তামান্না আলকাশ্ শাইতানু ফি উম্ নিয়াতিহি'** [(আল-হাজ্ব:৫৩)–যখন সে আকাঙ্ক্ষা করে শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় নিজ কথা মিশিয়ে দেয় –অনুবাদক] -

এর দৃষ্টান্ত ও নমুনা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব ইলহামের দাবীদার ব্যক্তি নিজেদের পর্দা উন্মোচন করেছেন। আর এদের অর্থাৎ মহিউদ্দিন এবং আব্দুল হকের ইলহামগুলোর সারসংক্ষেপ হলোঃ 'এ ব্যক্তি বিপথগামী ও জাহান্নামী।' আমি শুনেছি, এ লোকেরা কিছুটা চাপা গলায় 'কাফের' বলতেও শুরু করে দিয়েছে। এতে জানা গেল খোদা তাআলা বিরাট এক বিষয় প্রকাশিত করতে চান। সম্ভবত গোজরাওয়ালার অধিবাসী মুহাম্মদ আলী নামের এক ব্যক্তি মৌলভী (আলেম) তো নয় কিন্তু সুকণ্ঠধারী ওয়ায়েজ বটে, শুনেছি সে বাটালায় বড়ই গালিগালাজ শুরু করেছে। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন গালিগালাজ করেন না কিন্তু 'বিপথগামী' বলতে থাকেন। অথচ তাজ্জবের বিষয়, কতিপয় লোক 'কাফের' বলে থাকে। তারা আবার (আমার নামে) তাদের চিঠিপত্রে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'- ও লিখে থাকেন। অথচ 'কাফের'-কে এ শব্দগুলো লেখা অনুচিত। শোনা যায় মুহাম্মদ আলীর মতই আরেক ওয়ায়েজ মৌলবী মাহমুদ আলী শাহ্ সাহেবকে লুধিয়ানায় পাঁচ বছরের কারাবাস দেয়া হয়েছে। এ অধম সপ্তাহ বা দিন দশকের মধ্যে লুধিয়ানায় যাবে। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

১৮৯০, জুলাই ১৫

মন্তব্য : *এ পত্র থেকে জানা যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সূচনাকালে বিরোধিতার আগুন কিভাবে ছড়াতে শুরু করে এবং হুজ্জত পূর্ণ করার তাঁর মাঝে কত জোশ এবং খেয়াল ছিল, তিনি নিজে মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের বাসগৃহে যেতে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সন্দেহ-সংশয় নিরসন ও আপত্তি খন্ডনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গজনবীদের ও লক্ষ্ণকেওয়ালাদের বিরোধিতায় তিনি বিস্মিত হন নি।* ***বরং একে তিনি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে বড় ধরনের কোন বিষয়ের অগ্রদূত ও পূর্বাভাস স্বরূপ মনে করেন।*** *আর এতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং এরপর ঐশী নিদর্শন, আর্থিক সাহায্য ও সমর্থনের যে সব দৃশ্য দেখা যায় তা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অতি ঈমানবর্ধক এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার সপক্ষে ঐশী সাক্ষ্য বিশেষ। পক্ষান্তরে ইলহামের এসব দাবীদারকে খোদা তাআলা বিফল মনোরথ করেন এবং তাদের শয়তানী কুপ্ররোচনাকে নির্মুল ও ধুলিসাৎ করে দেন এবং* ***হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এমন এক জামাত দান করেন, যারা ইসলাম প্রচার ও হযরত***

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গের অদম্য উদ্দীপনার অধিকারী। "ওয়া যালিকা ফযলুল্লাহি ইউতিহি মাঁইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুলফায্লিল আযীম" (–আর এটি আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহ যা তিনি যাকে চান দান করেন এবং তিনি মহা অনুগ্রহের অধিকারী–অনুবাদক)। (ইরফানী)

পত্র নং ৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যে রোগিনীর জন্য জনাবকে কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম তিনি আল্লাহ্র হুকুমে ও ইচ্ছায় গতকাল ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তেকাল করেছেন। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' মীর আব্বাস আলী সাহেব একজন প্রবীন নিষ্ঠাবান বন্ধু। তিনি অতি মিনতি ও তাগিদের সাথে লিখেছেন তাঁর পুত্র মিড্ল পর্যন্ত পড়েছে। ইংরেজিতে মোটামুটি লিখতে পারে এবং অঙ্ক ইত্যাদি জানে। জম্মু স্টেট ডাক বিভাগের কর্মকর্তা মুনশি মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন সাহেব যাতে আপনার সুপারিশে তাঁর বিভাগে কোথাও তাকে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন, এতোদ্দেশ্যে আমি আপনার খিদমতে সুপারিশ করছি, আপনি বিশেষভাবে নিজ পক্ষ থেকে এবং অধমের পক্ষ থেকে সুপারিশ লিখে দিন। আর তিনি ডাকলে এ ছেলেকে পাঠানো হবে। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২৮ অক্টোবর, ১৮৯০ইং

পত্র নং ৬১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পত্রবাহক মৌলবী খোদাবখ্‌শ বয়াতসূত্রে সম্পর্কযুক্ত, অতি সৎস্বভাব ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন খাঁটি প্রেমিক। আমি তাঁর দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। তিনি সম্ভবত ত্রিশজনের চেয়েও বেশি লোকের কাছে ঋণগ্রস্ত। অতি তিক্ততা ও বিষন্নতায় তাঁকে সময় কাটাতে হচ্ছে। দেশে যাওয়া তাঁর ছুটে গেছে। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, এসব কষ্ট তিনি একমাত্র ধর্মীয় সহানুভূতির কারণেই ভোগ করছেন। এহেন সহানুভূতিতে তিনি অদ্যাবধি তৎপর রয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার খোঁজ-খবর রাখার কেউ নেই। জনাব যেহেতু জনদরদী এবং 'লিল্লাহি' (–আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত) কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখেন, সেহেতু আপনাকে আমি এ অসহায় সম্বলহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু একটা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কষ্ট দিতে চাই। যদি চাঁদার মাধ্যমে করতে হয় তাহলে আমিও এতে শামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বরং আমার মতে আপনার আহ্বান ও ব্যবস্থাপনা এবং আপনার পুরোপুরি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে চাঁদার জন্যে উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করলেই সবচে' ভাল হবে। আর এ চিঠিতেই আমি আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুদের খিদমতে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে ব্যক্ত করতে চাই, তাঁদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। সকলের পক্ষ থেকে এক এক লোকমা দিলে (অনায়াসে) একজনের আহার বেরিয়ে আসে। এবং কারও কষ্ট হবে না। আমি শুনেছি, ফ্রীম্যাসনদের দল নিজেদের সংশিষ্টদের ঋণ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সহানুভূতি প্রদান করে থাকে। অতএব মুসলমানদের এ পবিত্র দলটি কি ফ্রীম্যাসনদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নাস্তিক দলের তুলনায় সহানুভূতির ক্ষেত্রে কখনও খাটো হতে বা পিছিয়ে থাকতে পারে!

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯০ইং

মন্তব্য : *মৌলবী খোদাবখ্শ সাহেব জলন্ধরী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, এটি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাক্ষ্য। তিনি ১৮৮৯ ইং সনেই বয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং কখনও কোন (পদস্খলনমূলক) পরীক্ষা তাঁর ওপর আসে নি। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বড়ই আগ্রহ-উদ্দীপনা রাখতেন। আমাদের সম্মানিত ও নিষ্ঠাবান (নও-মুসলিম) ভ্রাতা সরদার মেহের সিং, বর্তমানে মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব, বি, এ, -এর ইসলামে প্রারম্ভিক তরবীয়ত (শিক্ষাদীক্ষা) মৌলবী খোদা বখ্শ সাহেবের মাধ্যমেই হয়েছে। তিনি সর্বদা কোন অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার সন্ধানেই থাকতেন এবং এ উদ্দেশ্যে কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার এবং অর্থ ব্যয়ে কখনোও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এ ধরণের ধর্মীয় খিদমত প্রদানের কারণেই ঋণে ভারাক্রান্ত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ চিঠিতে যে সহানুভূতির প্রকাশ ও কার্যকরী সাহায্য-সহায়তার প্রমান রেখেছেন তা সুস্পষ্ট। মৌলবী সাহেব মধ্যমকায় কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। বয়স প্রায় ষাট ছিল। (ইরফানী)*

পত্র নং ৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

'ফতেহ্ ইসলাম' প্রণয়ন ও প্রকাশনা :

দশ টাকা পৌঁছে গেছে। 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তকের কলেবর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে এবং অমৃতসর প্রেসে যেহেতু ছাপানো হচ্ছে, সেহেতু সম্পূর্ণ ছাপা না হওয়া পর্যন্ত পাঠানো যাচ্ছে না। আশা করা যায়, বিশদিন নাগাদ ছেপে এসে যাবে।

মির্যা মোহাম্মদ বেগের জন্য সুপারিশ :

দ্বিতীয়ত জরুরী ভিত্তিতে আপনাকে এ কষ্ট দিতে চাই যে, আমার নিকট-আত্মীয়দের একজন মির্যা আহমদ বেগ, যার সম্পর্কে সেই ইলহামভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীর বৃত্তান্ত আপনার জানা আছে, তাঁর ছেলে কিছু কাল যাবৎ কণ্ঠস্বর-ভঙ্গের রোগে অসুস্থ। গ্রীবাদেশে এমন কিছু পদার্থ জমেছে যার দরুন আওয়াজ পুরোপুরি বের হয় না অর্থাৎ গলা বসে গেছে। আমি বিধি মোতাবেক (তার) চিকিৎসা করেছিলাম। এখনও কোন উপকার হয়নি। আপনার ওপর তার মায়ের অগাধ আস্থা এবং আপনার আরোগ্যের হাত সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি শত মিনতি ভরে বলে পাঠিয়েছেন, মৌলবী সাহেবকে কোন উত্তম ঔষধ তৈরী করে পাঠাবার জন্য লিখুন। কিন্তু আমি আপাতত চিঠির মাধ্যমে আপনাকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন মনে করলাম। গলা দিয়ে পানি অনেক ঝরে। ভোর বেলায় শক্ত শক্ত শ্লেষা বের হয়। কাশিও আছে। মনে হয়, মাথা থেকে সর্দি নামে। আপনি অবশ্যই কোন উত্তম ব্যবস্থাপত্র লিখে পাঠাবেন। এ বেচারার ভাল হয়ে যাওয়াতে তাদেরকে আপনার অনুগ্রহের দরুন অনেক কৃতার্থ হতে হবে। পূর্ব থেকেও তারা আপনার প্রতি অনেক আস্থাবান, এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, আপনার চিকিৎসায় ছেলে ভাল হয়ে যাবে। আপনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ করুন। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২০ ডিসেম্বর ১৮৯০ইং

পত্র নং ৬৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনার পত্র পেলাম। প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শোচনীয় অসুস্থতায় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বোধ করছি। চিঠি পড়ার পর আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অনেক দোয়া করেছি। আবার রাতেও দোয়া করা হয়েছে। তাঁর স্বপক্ষে আপনিও দোয়া করুন। আর তাঁকে আশ্বস্ত করুন (সান্ত্বনা দিন), রোগ-ব্যাধি যত কঠিনই হোক না কেন, খোদা তাআলার অনুগ্রহ ও ফযলের দ্বার চির অবারিত। তাঁর কৃপা ও রহমতের জন্যে আশান্বিত থাকা উচিত। তবে এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুহূর্তে তৌবা ও ইস্তিগফারের খুবই প্রয়োজন।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্বঃ এই একটি গুঢ়তত্ত্ব স্মরণ রাখার মত, যে-ব্যক্তি কোন বিপৎপাতের সময় তার এমন কোন দোষ-ত্রুটি বা পাপ যা এমনিতে শীঘ্র পরিহার করার প্রতি তার কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছে ছিল না, তার সেই পাপ খাঁটি তৌবার মাধ্যমে বর্জন করলে, তার এই আমল তার জন্য এক মহা 'কাফ্ফারা' তথা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয়ে যায়। তার হৃদয়পট উন্মোচিত হবার সাথে সাথেই তার বিপদের আঁধার কেটে যায় এবং আশার আলো উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। অতএব মৌলবী সাহেবকে আপনি ভালভাবে বুঝিয়ে দিন, আন্তরিকভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে তিনি যেন খোদা তাআলার সাথে আরো সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন। তাঁর জন্য আমার যে কত উদ্বেগ ও মনঃকষ্ট তা খোদা তাআলা ভাল জানেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ দোয়া করে যাব। খোদা তাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত করুন এবং যথাশীঘ্র পূর্ণ আরোগ্যদানের সুসংবাদ এ অধমকে পৌঁছে দিন।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর (আল-মুলুক: ২)।"

এ অধম রোগের পুনরাবৃত্তি ও অসুস্থতার দরুন গতকাল লাহোর যেতে পারে নি। আপাতত (মির্যা) সুলতান আহমদকে (জ্যেষ্ঠপুত্র–অনুবাদক) এখানেই নিয়ে আসার জন্য মিঞা জান মুহাম্মদকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এ অধমের মৃত্যু লক্ষ্যবস্তু বলে মনে হয়। তবে এখন তো এটাকে হাতে ধরে টেনে নিচ্ছে বলে বোধ হয়।

'মসীলে মসীহ হওয়ার দাবী এবং হযরতের মাকাম ও অবস্থান :

জনাবে আলী যে লিখেছেন, 'দামেস্কে মসীহ্র অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসের

'মেসদাক' তথা প্রতীক হওয়ার বিষয়টিকে আলাদা রেখে স্বতন্ত্রভাবে 'মসীলে মসীহ্' (মসীহ সদৃশ) হওয়ার দাবী পেশ করায় কী বা আপত্তি থাকতে পারে?' প্রকৃতপক্ষে এ অধমের 'মসীলে মসীহ্' বনার মোটেও কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ অধম কেবল এটাই চায়, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর বিনীত ও অনুগত বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেন। কিন্তু আমরা পরীক্ষাকে কোনভাবেই এড়াতে পারি না। খোদা তাআলা (আমাদের জন্য) উন্নতি লাভের মাধ্যম কেবল পরীক্ষাকেই নির্ধারণ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ "আ হাসিবান্নাসু আইঁ ইউতরাকু আইঁ ইয়াকূলু আমান্না ওয়া হুম লা ইউফতানূন।" [–মানুষ কি মনে করে তাদেরকে কেবল এ কথা বলার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে যে তারা ঈমান এনেছে অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (আল-আনকবূত : ৩)–অনুবাদক]

যে সব চিঠি সম্বন্ধে জনাব ওয়াদা করেছিলেন তা এখনও পাঠিয়েছেন কিনা জানি না। 'ইযালা আওহাম' পুস্তকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা এতো বিস্তারিতভাবে রয়েছে যে সম্ভবত অন্য কোন পুস্তকে নাও থাকতে পারে। আপনার পক্ষ থেকে আপনার কোন বিশেষ লেখা এখন পৌঁছুলে তা 'ইযালা আওহাম' পুস্তকে ছেপে দেওয়া আমি সমীচীন বলে মনে করি। লেখাটি উর্দু ভাষায় হলেই উত্তম, যাতে সাধারণ মানুষ তা পড়তে পারেন। তবু আপনি যেমনটি সমীচীন মনে করেন তাই উত্তম। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২৪ জানুয়ারি ১৯০১ইং

মন্তব্য : *এ পত্রটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কিত এক বিস্ময়কর বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল তাঁকে (আ.) দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসকে আলাদা রেখে 'মসীলে মসীহ্' হওয়ার দাবীর সম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে তিনি স্বভাবত জনগণের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জনে বীতশ্রদ্ধ, তিনি কেবল খোদা তাআলার প্রেমে বিভোর তাঁর এক অনুগত বান্দা। কিন্তু খোদা তাআলা তাঁকে নিভৃত অবস্থা থেকে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন এবং প্রত্যাদিষ্ট করে জনমানবের মাঝে দাওয়াত ও আহ্বান করতে বাধ্য করেন। হযরত (আ.)-কে এর জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। হযরত মৌলবী সাহেব (রা.) প্রকারান্তরে পরীক্ষার বিষয়ে আশঙ্কা করেন যদিও স্পষ্ট ভাষায় এ অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেন না। (ইরফানী)*

পত্র নং ৬৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুফ্তি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের মারফতে আপনার পত্রখানা পেলাম। কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত আ'লী জনাবের আন্তরিক নিষ্ঠা দেখে দোয়া করি খোদা তাআলা যেন আমাকেও এসব সৎকাজ করার তৌফীক দান করেন। নিঃসন্দেহে আপনার উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প এবং আপনার আত্মত্যাগ ও পরোপকারে অবিচল অঙ্গীকার পালন এক ঈর্ষা উদ্দীপক মহৎগুণ। খোদা তাআলা আপনাকে চির আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ এবং সুখ দান করুন। আর বহু জনকে আপনার আদর্শে ও নমুনায় উজ্জীবিত করুন।

মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কিন্তু অবলীলায় অন্তর তাঁর অসুস্থতার কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। খোদা তাআলা তার এই কঠিন রোগের অবসান ঘটিয়ে তাকে আরোগ্য দান করুন। 'ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' মুহাম্মদ বেগের স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্ভবত যথারীতি আগের মতই রয়েছে। সে লিখেছে, 'মৌলবী সাহেব তো আমার প্রতি যত্ন নিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না, কিন্তু লঙ্গরখানায় কোন কোন সময় আমি খাবার পাই না।' সম্ভবত অতিথি সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন সে দেরীতে খাবার পায়। যেহেতু ছেলে মানুষ, এমন বয়সে বেশির ভাগ মানুষের খানা পিনার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। কাজেই আপনাকে তার (সেখানে) কয়েক দিনের অবস্থানকালে বিশেষভাবে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি। আর যদি জম্মুতে তার অবস্থান করা মোটেও জরুরী না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সান্ত্বনাদান ও আদর-আপ্যায়নের সাথে ওষুধ-পত্র দিয়ে এদিকে পাঠিয়ে দিন। তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা সে কাজের উপযোগী হলে তো তার চাকুরী হতে পারে। এরপর আপনি যেভাবে সমীচীন মনে করেন সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি শুনেছি, আমার প্রণীত পুস্তক পড়ে মৌলবী আব্দুল জব্বার (গযনভী) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। খোদা তাআলা তাকে প্রকৃত সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করুন। আপনার সার্বিক কুশল কামনা করি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু), ৩১ জানুয়ারি ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল আপনার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। খোদা তাআলা আপনাকে খুশী রাখুন এবং নিজ ধর্মের বাহিনীর অগ্রনায়ক করুন।

এ অধমের স্বাস্থ্যগত অবস্থা যথারীতি তেমনই আছে। কখনও মাথা-ঘোরা এত বেড়ে যায় যে, এ রোগ জনিত তীব্র কাঁপুনির আশঙ্কা দেখা দেয়। আবার কখনও এই মাথা-ঘোরা কমে যায়। কিন্তু মাথা-ঘোরামুক্ত কোন মুহূর্তই যায় না। এক দীর্ঘকাল থেকে নামায কষ্টের সাথে বসে পড়তে হচ্ছে। কোন সময় আবার তা কমে যায়। প্রায়শ বসে বসে কাঁপুনী হয়ে যায়। আর (হাটতে গিয়ে) পা মাটিতে ভালভাবে জমে না। প্রায় ছয়/সাত মাস, কি এর চেয়েও বেশি কাল গত হলো, নামায দাঁড়িয়ে পড়া হয় না। আবার বসেও প্রচলিত সুন্নতানুগ পদ্ধতিতে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং 'কারআতে'র (কুরআন তেলাওয়াত) ক্ষেত্রে 'কুল হুয়াল্লাহ্' (সূরাটি) অতি কষ্টে পড়তে হয়। কেননা এর সঙ্গে সঙ্গেই মনোযোগ নিবদ্ধ করলে (ঊর্ধ্বমুখী) বাষ্পোদ্রেক হয়। বন্ধুদের 'গায়েবানা' দোয়া কবুলিয়ত যোগ্য হয়ে থাকে। আ'লী জনাব এ অধমের স্বপক্ষে দোয়া করবেন। শেখ সাহাবুদ্দিন অতি দরিদ্র মানুষ। তার চাকুরী সম্বন্ধে অবশ্যই একটা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবেন। পিতা বৃদ্ধ। সে নিজে দুর্বল। ঘরে খাবার নেই। আপনি ইঙ্গিত দিলে তাকে আমি আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দিতে পারি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল হক গযনবীর উত্তর :

মৌলবী আব্দুল জব্বারের জামাতভুক্ত মিয়াঁ আব্দুল হক গযনবী সাহেবের পক্ষ থেকে আজ একটি ইস্তেহার (প্রচারপত্র) পেলাম। এতে তিনি তার এসব ইল্হাম প্রকাশ করেছেনঃ "এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এ অধম) জাহান্নামী', **'সাইয়াস্লা নারান যাতা লাহাবিন।'** 'মাসীলে-মসীহ্' (মসীহ্ সদৃশ) হওয়ার দাবী সে কেন করলো? এ গোনাহ্র দরুন তাকে দোযখে ছুঁড়ে দেয়া হবে।" এ প্রচার-পত্রটি (তারা) বহুল সংখ্যায় অমৃতসরে বিতরণ করেছে। আশা করি, এর কোন কপি আপনার খিদমতে পৌঁছে থাকবে। এ প্রচারপত্রটি প্রকৃতপক্ষে মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেবের পক্ষ থেকেই লিখিত বলে প্রতীয়মান হয় যা শিষ্যের নামে বের করা হয়েছে। এতে তিনি মুবাহালার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন। এটিতে যদিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও বিদ্রুপাত্মক অনেক শব্দ ভরে দেয়া হয়েছে, তবে আমি সেগুলোকে উপেক্ষা করে আসল প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়েছি।

মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর বিরোধিতা জ্ঞাপক ইচ্ছা প্রকাশ :

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনেরও চিঠি (এ ভাষায়) এসেছিল ঃ "আমি কিছু লিখতে চাই। আমাকে লিখুন আপনি মসীহ্ মাওউদ বলে দাবী করেছেন, কিনা।" প্রকৃতপক্ষে এটাই আমার দাবী। সেজন্য হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিয়েছি। আমি আপনার প্রবন্ধের অপেক্ষায় রয়েছি। এবং 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের সমাপ্তির জন্যেও প্রতীক্ষায় আছি। আপনি এ যাবতীয় দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর লিখুন। আমি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি। প্রায়ই মাথা-ঘোরা (রোগটি) থাকে। কখনো কখনো মাথাধরার পালা এসে যায়। সেজন্য যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভব নয়। খোদা তাআলাই ভাল জানেন, এ পুস্তকগুলোর প্রণয়নের কাজ কী করে হয়ে গেল! নচেৎ আমার শরীরিক অবস্থা এর উপযোগী নয়। শাহাবুদ্দিন প্রতীক্ষায় বসে আছে। আপনার ইঙ্গিত হলে তাকে পাঠিয়ে দেই। আপনার পুরো অনুগ্রহ-প্রার্থী ফতেহ্ মুহাম্মদ দীর্ঘ সময় থেকে আশায় প্রতীক্ষারত আছে। তার দিকে নজর

দিন। মুহাম্মদ বেগের রোগের অবস্থা কেমন? মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শারীরিক অবস্থা কিরূপ? একদিন কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোক এ কথা বলে আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করে দিয়েছিল যে, মৌলবী গোলাম আলী সাহেব নাকি মারা গেছেন। তারপর ফতেহ্ মুহাম্মদের চিঠি আসলে আশ্বস্ত হয়েছি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ (আফা আনহু)
৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের দু'পাতা লেখার প্রতীক্ষা রয়েছে যাতে 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের পরিশিষ্টে ছেপে প্রকাশিত হয়। শোনা যাচ্ছে, অমৃতসরের গযনবী মৌলবী সাহেবরা অনেক শোরগোল করেছে। এ খবরও শুনেছি, প্রিয় ভ্রাতা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের চিঠির উত্তরে মৌলবী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র লক্ষ্ণুকে নিবাসী মৌলবী আবদুর রহমান নিজের কিছু ইলহাম লিখে পাঠিয়েছেন। হামেদ আলী সে সব ইলহাম শুনে এসেছে। তবে সেগুলো তার স্মরণ নেই। সেগুলোতে এ রকম শব্দাবলী রয়েছে ঃ 'যাল্লু ওয়া আযাল্লু'। আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব যদি জনাবকে সেগুলো জানিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে তা অবহিত করুন।

নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের আগমন :

কয়েক দিন হলো কোটলার রঈস নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব কাদিয়ান এসেছেন। তিনি একজন সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন সচ্চেতা যুবক। দৃঢ় ও স্থির চিত্ত ব্যক্তি। প্রবেশিকা (বর্তমান এস, এস, সি–অনুবাদক) পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষিতও বটে। আমার পুস্তকাবলী পড়ে একটুও সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেন নি। বরং ঈমানের শক্তিতে উন্নতি লাভ করেছেন। অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে শিয়া মাযহাবের

অনুসারী, কিন্তু শিয়াদের আজে বাজে ও অসঙ্গত বক্তব্য ও বিশ্বাস সবই পরিত্যাগ করেছেন। সাহাবার সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সুধারণা পোষণ করেন। সম্ভবত আরও দুই দিন এখানে অবস্থান করবেন। মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব তাঁর সঙ্গেই আছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এ ব্যক্তিকে অতি স্থিরচিত্ত বলে দেখতে পেয়েছি। স্বভাবত একজন সাহসী ব্যক্তি তিনি।

সাহাবুদ্দীনের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত? এ অধম দশ দিন নাগাদ লুধিয়ানা যাবে। আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আমার (প্রণীত) পুস্তকগুলো পাঠ করে বড়ই ইস্তেকামত ও দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছেন। এখন এঁরা সবাই আমাকে শত শত বার (আমার প্রতি) অবতীর্ণ এ ইলহামটির প্রতীক সাব্যস্ত করছেন ঃ "ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া জায়িলুল্লাযী নাত্তাবাউকা ফওকাল্লাযীনা কাফারূ ইলা ইওমিল কিয়ামাহ্" (–"হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেব ও আমার দিকে তোমাকে সম্মান ও মর্যাদায় উন্নীত করবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত দিবস অবধি প্রাধান্য দান করবো'–অনুবাদক)। এখন থেকেই যুক্তিগত দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ এভাবে সুস্পষ্ট যে তারা যখন বিরুদ্ধবাদীদের সামনা-সামনি হয়ে বক্তৃতা করেন তখন তাদেরকে (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদেরকে) নিরুত্তর হতে হয়। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গেলাম আহমদ (আফা আনহু)
১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ অধম লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষায় ছিল। গতকাল মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের চিঠি এসেছে। এতে আপনার সম্পর্কে লেখা ছিল, আপনি এ অধমের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আজ আমি তাঁকে লিখেছি, 'আপনি প্রথমে সাক্ষাৎ করুন এবং আমার রচিত পুস্তক পড়ুন।' আমি দু'টো পুস্তকই আমার পক্ষ থেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সম্ভবত তিনি সাক্ষাৎ করবেন। নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব এ যাবৎ কাদিয়ানে রয়েছেন। তিনি আপনার কথা প্রশংসার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'মৌলবী সাহেব প্রণীত 'তাসদীকে বারাহীন' পড়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। কতগুলো জটিল বিষয় এতে সমাধান হয়ে গেছে, যেগুলোতে আমার সব সময় খটকা থাকতো।' আপনার সাক্ষাতের জন্য তিনি একান্ত অভিলাষী। আমি তাকে বলেছি, 'এখন তো সময় সংকীর্ণ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, লুধিয়ানায় এর সুযোগ অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।' ইনি একজন সৎ-সাধু নিষ্ঠাবান যুবক। সার্বিকভাবে অবস্থা অতি উত্তম বলে মনে হয়। নামাযে প্রতিষ্ঠিত এবং শিষ্টাচারপরায়ণ, তদুপরি যুক্তিবাদী। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৬৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল আপনার খিদমতে মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেব এবং মিয়া আব্দুল হক সাহেবের লিখা পত্র (ডাকযোগে) পাঠিয়েছি। আমি নিজে এ ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। এর জন্য আমার পক্ষে তাঁর শোকর আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়, মৌলা করীম আমার মনিব ও মোহ্সেন আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু ও আয্যা ইস্মুহু' আমাকে বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার সুসংবাদ দান করেন এবং সেই সব লোকের বিষয়ে ফয়সালার উদ্দেশ্যে পথপ্রদর্শন করেন যারা ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির দাবীদার হয়ে এ অধমকে পথভ্রষ্ট, মলহীদ (ধর্মদ্রোহী) ও জাহান্নামী আখ্যা দিয়েছেন। তারা আবার এ বিষয়ের প্রচারপত্রও প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছেন। আর এসব করে তারা আপন মুসলমান ভাইকে মনঃকষ্ট দেন। এতে যে তার অবমাননা ও অপমান হয় এর জন্য তাদের কোন পরোয়া নেই। তাক্ওয়ার পন্থা বজায় রাখতে তারা অবজ্ঞা করেছেন। কাজেই তাদের এ বিষয়টা খোদা তাআলার দরবারে ও তাঁর দৃষ্টিতে একেবারে সহজ এবং উপেক্ষাযোগ্য কোন ব্যাপার নয়। বরং এটা এমনই, যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হয়েছিল। (আমি) তাই খোদা তাআলার সাহায্য-সহায়তার সুগন্ধ পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি, তিনি আমাকে এক পথ প্রদর্শন করবেন যাতে মিথ্যাবাদীদের সব মিথ্যা উন্মোচিত হবে। এই অভিযোগ ও অপবাদের প্রভাব যদি আমার সত্তায় সীমাবদ্ধ হতো তাহলে তা এক ভিন্ন ব্যাপার হতো। কিন্তু তাদের এই কার্যকলাপের কুপ্রভাব হাজার হাজার মানুষের ওপর পড়েছে। 'জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট' শব্দে তো সব রকমের দোষ ভরে রয়েছে। কাজেই আমি 'ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর' যেসব বিষয়ের সুসংবাদ আমাকে দান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হওয়ার পর এবং তা আবার প্রচারপত্রে প্রকাশ করার পর উল্লেখিত এ লোকদেরকে রেজিস্ট্রিকৃত চিঠির মাধ্যমেও আহ্বান করবো। আর তা এমন একটি বিষয় হবে যা মিথ্যাবাদীর গোমর ফাঁস করে দেবে। 'ওয়াল্লাহু আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বদীর।"[১] ওয়াস্সালাম।*

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ

তাং ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ইং

১. আলে ইমরান : ৩০

* এ পত্রটি মকতুবাত ৬ষ্ঠ খন্ড থেকে নিয়ে যোগ করা হয়েছে।

পত্র নং ৭০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন আমার প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌঃ মুহাম্মদ হুসেনের বিরুদ্ধাচরণের ঘোষণা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ সত্যতার সম্পর্কে গভীর ঈমান :

আজ মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) সহেব সুস্পষ্টাক্ষরে (তার) বিরোধিতাপূর্ণ চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটি আপনার খিদমতে পাঠালাম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াল মান্নাহ্ (–সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্ তাআলার) তিনি যে সব ধরনের উলামা, ধনবান ও বুদ্ধিমানদের মাঝ থেকে আপনাকে বেছে নিয়েছেন। 'ওয়া যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতীহি মাইয়াশাউ' (আর এটি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ যা তিনি যাকে চান কেবল তাকে দান করে থাকেন–অনুবাদক)। এ অধম আপনার প্রবন্ধটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। অতি উত্তম প্রবন্ধ! ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর এর সবটাই আমি এ পুস্তকেই (ইযালা আওহাম) ছেপে দেব। খোদা তাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাহায্য করবেন। একটি অদ্ভুত বিষয়, গতকাল পুরাতন কাগজ-পত্রের মাঝ থেকে ঘটনাক্রমে একটা পাতা বেরুলো, যার শিরোভাগে লিখা ছিলঃ ১ জানুয়ারী ১৮৮৮'। এতে ডায়েরী (দিনপঞ্জি) রূপে এ অধম একটি স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। এর বিবরণ ছিল : 'মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন একটা বিরোধীতামূলক প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন এবং এ অধম সম্পর্কে এর শিরোনাম দিয়েছেন, "কমীনা (নীচ)"। জানি না এর দ্বারা কী বুঝায়। সে প্রবন্ধ দেখে আমি তাকে বল্লাম, 'আমি আপনাকে নিষেধ করেছিলাম। তবুও আপনি এ প্রবন্ধ কেন ছাপলেন?"

আমার মতে তিনি অসঙ্গত ক্রোধ ও উত্তেজনা দেখাবেন। নিজের জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে তাঁর বেশ গর্ব রয়েছে। কিন্তু আমি আপনার জন্য দোয়া করবো এবং আপনাকে এর খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কষ্ট দেব। খোদা তাআলা নিঃসন্দেহে (ও নিশ্চিত) আপনার সাহায্য করবেন। আর সবদিক দিয়ে মঙ্গল রয়েছে।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮১ইং

মন্তব্য : *এ পত্রটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার নিজ দাবীর সূচনাকালে লিখেছেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী বিরোধিতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। আর তিনি (আ.) এটা হযরত হাকীম মৌলানা নুরুদ্দীন (আ.)কে অবহিত করেন। সেই সাথে খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের ঈমানবর্ধক নিশ্চয়তা দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক পূর্বেকার রুইয়ার উদ্ধৃতি দেন। সে সময় তাঁর কাশফ ও রুইয়া (দিব্যদর্শন ও স্বপ্ন) এবং ইলহাম (ঐশীবাণী) যেহেতু ছেপে প্রকাশিত হতো না, তিনি তা ডায়রীতে লিবিবদ্ধ করতেন। তদনুযায়ী এটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। ১৮৮৮ সন হলো সেই যুগ যখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রদর্শন করতেন এবং 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের ওপর তাঁর রচিত অতি উচ্চ পর্যায়ের 'রিভিউ' প্রকাশ করেছিলেন। তখন খোদা তাআলা তাঁকে (আ.) জ্ঞাত করেন, এই ব্যক্তি বিরোধিতা করবে এবং অত্যন্ত জঘন্য ধরণের বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ স্বপ্নটি তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবকেও অবহিত করেছিলেন। সুতরাং এটি মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের নামে প্রকাশিত তাঁর চিঠি-পত্রের (৪র্থ খণ্ডের) ৪র্থ পৃষ্ঠায়ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি খোদা তাআলার এক অতি মর্যাদাপূর্ণ মহান নিদর্শন। এতে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের বিরোধিতা এবং তার বিরোধীতার অতি হীন দিকটাও প্রকাশিত হয়েছিল। আরেকটি বিষয়ও এ চিঠির থেকে প্রকাশ পায় যে, খোদা তাআলার মনোনীত সব বান্দা নিজ ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে এহেন ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব দেন না এবং নিজে কোন ক্ষমতা, যোগ্যতা ও বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হন না। বরং একমাত্র খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের ওপরই তাঁদের অটল বিশ্বাস ও ঈমান থেকে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যদিও হযরত হাকীম মৌলবী নুরুদ্দিন (রা.)-কে লিখেছিলেন, মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তাঁকে কষ্ট দেবেন। কিন্তু কখনও কোন দিন এক মুহূর্তও এ কাজের জন্যে তাঁকে কষ্ট দেননি। বরং খোদা তাআলা স্বয়ং তাঁর ওপর সেই সব তত্ত্ব-জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণের ভান্ডার উন্মোচিত করেন যা বড় বড় বিদ্বান ও এলেমের দাবীদারদের হতবাক ও পর্যুদস্ত করে দেয়। (ইরফানী)*

পত্র নং ৭১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের একটি চিঠি শুধু আপনার অবগতির উদ্দেশ্যে আপনার খিদমতে পাঠালাম, আলহামদুলিল্লাহ। মৌলবী সাহেবের সম্পর্কে এ অধমের অন্তর্দৃষ্টিসূচক ধারণা সঠিক সাব্যস্ত হলো। এ অধম দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, খোদা তাআলা চাইলে ২ মার্চ ১৮৯১ইং এখান থেকে রওয়ানা হয়ে ৩ মার্চ ১৮৯১ তারিখে লুধিয়ানা পৌঁছে যাবে। প্রিয় ভ্রাতা হাকীম ফযলদীন সাহেবের চিঠির থেকে জানা গেল, জনাব যথাসম্ভব লাহোর যাবেন।

জনাব পত্রটি ছাপানোর জন্য মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবকে অবহিত করুন এবং আপনিও কিছু লিখে দিন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

নোট : *এ চিঠির ওপর কোন তারিখ নেই। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এটি ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকের চিঠি। (ইরফানী)*

পত্র নং ৭২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের এক পত্র পেলাম, যা আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। এ অধমের বিবেচনায় লাহোরে (অনুষ্ঠিতব্য) সভায় যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। বরং এটির নিরীহ ও নির্দোষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেখা যায়। কিন্তু এ অধম সোমবার ৯ মার্চ সপরিবারে লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। আর যেহেতু তীব্র শীত, এবং দুই এক দিন পর পর বৃষ্টিও হচ্ছে। আর এ অধমের স্নায়ূবিক রোগের দরুন শীতল বায়ূ ও বৃষ্টি অনেক ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হয়, সেহেতু এ অধম কোনভাবেই এরকম অবস্থায় লুধিয়ানা পৌঁছে শীঘ্রই আবার লাহোর যাওয়ার মত কষ্ট স্বীকার করতে অপারগ। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। নিরুপায়। কাজেই সমীচীন হবে, যেন এপ্রিল মাসে কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সুধী ও সকল উলামা ও মাশায়েখকে এতে সমবেত করা হয়। এ অধমও আপনার সমভিব্যাহারে উপস্থিত হতে পারে। আশা করি, এপ্রিল মাসে ভাল মৌসুম এসে যাবে। শীতের কষ্ট থেকে আরাম হবে এবং খোদা তাআলা চাইলে এ অধমের শারীরিক অবস্থাও বর্তমানের তুলনায় ভাল হবে। জনাবের নামে যদি চিঠি এসে থাকে তাহলে এ উত্তরই লিখে দিন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

পুণশ্চ: আমার এটাও ইচ্ছা, বিজ্ঞাপনে ও চিঠিতে যেন মিয়াঁ আব্দুল হক (গযনবী) সাহেব ও (লক্ষ্মুকে ওয়ালা) মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের সাথেও নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং মুবাহালাও হয়ে যায় যাতে (আমাকে) পুনরায় যেতে না হয়।

পত্র নং ৭৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। যদিও এ অধম শারীরিকভাবে ভাল নয় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করছে, কিন্তু আপনি আবশ্যক ও কল্যাণজনক মনে করলে আমি লাহোর উপস্থিত হতে পারি। (তবে) আমার দৃষ্টিতে এমন সমাবেশের কোন সুফল পরিলক্ষিত হয় না। "আনা আলা ইলমিম মিন ইন্ দিল্লাহি ওয়া হুম আলা রা'য়িম মিন আনফুসিহিম' (–আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল, আর তারা তাদের মনগড়া ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত-অনুবাদক)। তবে পেশকৃত ধ্যান-ধারণা জেনে নিয়ে সেগুলোর খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 'ইযালা অওহাম' পুস্তকে আরও কিছু লেখা যেতে পারে। কিন্তু এটাও অনাবশ্যক বলে মনে হয়। এ অধম 'ইযালা আওহাম' পুস্তকটিতে পর্যাপ্তভাবে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছে। যা হোক, জনাব সময়ের চাহিদায় কল্যাণজনক মনে করলে আমি সে দিন শরীর অসুস্থ না থাকার শর্ত সাপেক্ষে (লাহোর) উপস্থিত হতে পারি।

গজনভী ফেৎনা ও মুবাহালার দাবী :

মৌলবী আব্দুল জব্বার (গজনভী) সাহেবের উদ্যোগে মিয়া আব্দুল হক্ সাহেব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তান জুড়ে মুবাহালার আহ্বান সম্বলিত যে প্রচার-পত্র প্রকাশ করেছেন, এটা মানুষের ওপর এক বিরাট খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কাজেই আমি চাই, যেন মুবাহালারও একই সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। আর তাদের 'ইলহামাত'-এর ফয়সালা খোদা তাআলাই করে দেবেন। এ উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছেন সৈয়দ ফতেহ্ আলী শাহ্ সাহেব। তিনি অবশ্যই ১২ মার্চ ১৯৯১ ইং তারিখে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন এবং আমরা ১১ মার্চ নাগাদ কোন উপায়েই (অমৃতসর) পৌঁছুতে পারি না। এই ফতেহ্ আলী শাহ্ সাহেব যদি আরও দশ দিন অবস্থান করেন তাহলে ২১ মার্চ, ১৮৯১ ইং নাগাদ এ অধম সহজেই অমৃতসর যেতে পারে। এরপর তাদের অভিরুচি।

মুফতি ফজলুর রহমান সম্পর্কে ইলহাম :

জনাবের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে খুবই আকাঙ্ক্ষা। যদি (আপনার) অবসর হয় এবং সাক্ষাৎ এ জায়গাতেই (লুধিয়ানায়) হয়ে যায় তাহলে অত্যন্ত খুশি হবো। ফজলুর রহমান সম্পর্কে পূর্ব থেকে এ অধমের সুধারণা রয়েছে। এক বার তার সম্পর্কে "সা-ইউহ্দা" [(তায্কিরাহ্,- ৪র্থ সংস্করণ পৃ: ১৩৮)-'সে অবশ্যই সুপথে পরিচালিত হবে'-অনুবাদক] ব্যাকটি ইলহাম হয়েছিল। সুন্নতসম্মত ইস্তেখারার পর (তিনি) যদি (নিজ) বিয়ের সেই প্রস্তাবটি পাকাপাকি করে দেন তাহলে আমি স্বভাবত পছন্দ করবো। (কেননা) আত্মীয়তা ও গোষ্ঠীগত সম্পর্ক রয়েছে। (তদুপরি) যুবতীও।

আব্দুল হক গজনভী ও আব্দুর রহমান সম্পর্কে ঐশী সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাস :

মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব এবং মিয়া আব্দুল হক সাহেবের ব্যাপারে আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, খোদা তাআলা নিজেই ফয়সালা করে দিবেন। এ অধম এক বান্দা–ঐশী সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষমান। খোদা তাআলার কাজ ধীরস্থিরে হয়ে থাকে। জনাব যদি লুধিয়ানায় আসেন তাহলে খুবই খুশি হবো। এরপর জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ করা যাবে।

গোলাম আহমদ
৯ মার্চ ১৯৯১

মন্তব্য : *এ চিঠিতে যে সৈয়দ ফতেহ্ আলী শাহ্ সাহেবের উল্লেখ রয়েছে তিনি লাহোরের বাসিন্দা। তিনি পানি উন্নয়ন (নহর-নালা) বিভাগে ডিপুটি কালেক্টর ছিলেন। খান বাহাদুরও ছিলেন। এ অধম ইরফানী ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানে। যখন আমি উক্ত বিভাগে প্রথম চাকরি নেই তখন শাহ্ সাহেব সেখানে কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন। কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে তিনি অতি সুধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে ভালোবাসতেন। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে কিছু সংখ্যক সমমনা বন্ধুবর্গের সমাবেশ। এঁরা হলেন ঃ মির্যা আমানুল্লাহ, মুনশী আমিরুদ্দিন, মুনশী আব্দুল হক, বাবু ইলাহী বখশ, হাফেয মোহাম্মদ ইউসুফ, মুনশী মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব প্রমুখ। এঁরা সবাই ছিলেন আহলে-হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর দাবীর পূর্বকালে শ্রদ্ধাশীল। ধর্মসেবায় তাঁর কর্মকাণ্ডকে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি দিতেন এবং এতে আর্থিক সাহায্য, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অংশ নিতেন। তাঁর দাবী সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাদের সুধারণা পোষণে ভাটা পড়ে নি। লাহোরে বিরোধিতা তীব্র ছিল এবং মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব তাঁর এই প্রভাবশালী জামাতটির হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মর্মাহত ছিলেন। সেজন্য এঁরা চেয়েছিলেন, মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের সাথে যেন হযরত হাকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর আলোচনা (বৈঠক) অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সব ঘটনা আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবন-চরিতে সবিস্তারে লিখবো। উক্ত বন্ধুদের সে আলোচনা-সভায় যোগদানের জন্য হযরত হাকীম নুরুদ্দীন (রা.) হযরত মসীহ্ মাওইদ (আ.)-কে চিঠি লিখেছিলেন। তখন তিনি (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। হযরত মৌলবী সাহেব (রা.) লাহোরে অনুষ্ঠিত আলোচনার পর লুধিয়ানায় চলে যান এবং উক্ত বন্ধুদের অনুমতিক্রমেই গিয়েছিলেন। কিন্তু মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন প্রস্থানের ভূয়া অভিযোগ তুলে টেলিগ্রাম করে দেন। মোট কথা, এটি ছিল বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভা।*

মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে হযরত মৌলবী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদের (আ.) কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। আর এ প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৮ইং থেকে চলছিল। তখন হযরত মৌলবী সাহেব (রা.) হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব সহ কাদিয়ানে গিয়েছিলেন। খাদেম হোসেন নামের আরেক প্রার্থীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মুফতি ফযলুর রহমান সাহেব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম এর সমর্থন করেছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুফতি সাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর তিনি অন্তিমকালের দিনগুলোতে তাঁর (আ.) সঙ্গে লাহোরে উপস্থিত ছিলেন। 'যালিকা ফযলুল্লাহি ইউতিহি মাইইশাউ।' (ইরফানী)

পত্র নং ৭৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকিম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তা'আলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিরুদ্ধ মতাদর্শী লোকেরা যেহেতু প্রকাশ্যে ও জোরে-শোরে এ অধমের অপমান-অবমাননা ও কাফির আখ্যাদানের উদ্দেশ্যে সর্বত্র চিঠি দিয়েছে, বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র প্রেরণ ও বিতরণ করেছে এবং ঘটনা বিরোধী (অসত্য) কথাবার্তা প্রত্যেক আসর ও সমাবেশে শুনিয়েছে ও ফলাও করে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেহেতু এ ফেৎনার প্রতিকারের জন্য আমাদের উলামার কোন গোপন ও লুকানো জলসা কখনো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। বরং এ বিষয়টি যেমন জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো হয়েছে এবং প্রত্যেক জাতির মাঝে ছড়ানো হয়েছে, তেমনি প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায়ের লোকের উপস্থিতিতে খোলাখুলি এক প্রকাশ্য জলসা হতে হবে। এবং এ জলসা অমৃতসরে হতে হবে, যেখান থেকে এই ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অতএব এ অধম এ জলসার জন্য ২৩ মার্চ, ১৮৯১ইং তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছে। জলসা অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হবে এবং পূর্বাহ্নেই সাধারণভাবে বিজ্ঞাপন জারী করা হবে। এ জলসায় আপনার আগমন আবশ্যিক হবে। আপনি যদি এখন না আসেন তাহলে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু ২৩ মার্চ ১৮৯১ইং অমৃতসরে আপনার আসাটা জরুরী হবে। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

পত্র নং ৭৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের রোগ উপষম সম্বলিত সুসংবাদবহ পত্র পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। 'আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক'। খোদা তাআলা আপনাকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দিন। আপনি এক হাক্কানী (–পরম সত্যের ধারক) জামায়াতের জন্যে আন্তরিক নিষ্ঠা ভরা উদ্দীপনা, উদ্যম ও সাহস এবং দৃঢ়চিত্ততায় এমন এক নমুনা ও দৃষ্টান্তবিশেষ, যা অন্যদের জন্য অনুকরণীয়। وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ "ওয়া আম্মা মা ইয়ান্ ফাউন্না-সা ফাইয়াম্কুসু ফিল আর্যে, (সূরা আর রা'দ : ১৮) ফা-আরজু আই ইয়াতামাত্তায়াল্লাহু লিল মুসলিমীনা বিতূলি হায়াতিকুম" [-'আর যা জনমানবের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয় সেটি পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। অতএব আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি, আল্লাহ যেন আপনাকে মুসলমানদের উপকৃত করার লক্ষ্যে দীর্ঘজীবী করেন'–অনুবাদক]।

মৌলবী মুহাম্মদ আহসানের যতগুলো চিঠি ভূপাল থেকে পৌঁছেছে সেগুলোতে আন্তরিক নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল থেকে এ সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। জনাব তাকে সবিস্তারে চিঠি লিখুন। **জনাবের চাকরি আমাদেরই কাজে আসে। এর 'যাহের' তথা এর বাহ্যিক রূপটি দুনিয়া এবং 'বাতেন' (অভ্যন্তর) সর্বতোভাবে দীন।** যদিও বাহ্যত এতে দূরত্ব ও ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ্হুল-ক্বাদীর' এতে 'জামাতবদ্ধতার' সওয়াব (নির্ধারিত) আছে এবং 'ইনশাআল্লাহ্হুল ক্বাদীর' এটি অনেক বরকত ও আশিস এবং মাওলা-করীমের সন্তুষ্টিলাভের উপায়স্বরূপ হয়ে যাবে। 'হাকীম ও আলীম' (মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী) খোদা তাআলা কোন কোন কল্যাণজনক হেতু ও উপলক্ষরূপে এ মাকামে আপনাকে নিযুক্তি দিয়েছেন। অতএব 'কিয়াম ফি মা আকামাল্লাহ' (-আল্লাহ্ যেখানে রাখেন সেখানে থাক ও অবস্থান কর–অনুবাদক)-এ নীতি অবশ্যপালনীয়। এ পথে আপনি 'রহমান' আল্লাহ্র অযাচিত ফয়েয ও কল্যাণ লাভ করবেন, 'ইনশাআল্লাহু তাআলা'।

খোদা তাআলা যখন আপনাকে পূর্ণ আরোগ্য ও সুস্থতা দান করেন তখন ছুটি পাওয়া গেলে অবশ্যই আসুন।

মুহাম্মদ বেগ নামে ছেলেটি আপনার কাছে আছে। জনাব সম্ভবত জানেন যে তার পিতা মির্যা আহমদ বেগ নিজ অজ্ঞতা ও অন্তরায় বশত এ অধমের প্রতি ঘোর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, আর তার মাও (পোষণ করে)। যেহেতু খোদা তাআলা তাঁর কতিপয় কল্যাণজনক হেতু ও উপলক্ষের দরুন এ ছেলের ভগ্নীর সম্পর্কে সেই ইলহাম (ঐশী বাণী) অবতীর্ণ করেছিলেন যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেহেতু এ লোকদের মনে সীমাতিরিক্ত (ক্ষোভ ও) বিরোধিতার জোশ রয়েছে। আমার জানা নেই, আমাকে এ ব্যক্তির ভগ্নীর সম্পর্কে যে বিষয় জ্ঞাত করা হয় তা কিভাবে এবং কোন্ উপায়ে বাস্তবায়িত হবে। তবে বাহ্যত মনে হয়, কোন নম্রতা কার্যকরী হবে না। وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ "ওয়া ইয়াফ্য়ালুল্লাহু মা ইয়াশাউ" [(সূরা ইব্রাহীম: ২৮) 'আল্লাহ্ যেভাবে চাইবেন, কার্যসিদ্ধি করবেন–অনুবাদক]। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে এ সব লোকের কঠোরতার বিনিময়ে নম্রতা অবলম্বনে اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ **'ইদ্ফা বিল্লাতি হিয়া আহসান"** [(আল-মু'মেনূনঃ ৯৭)- 'তুমি সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিরোধ কর'-অনুবাদক]-এর সওয়াব হাসিল করা আবশ্যক। তাকে যেন মৌলবী সাহেব পুলিশ বিভাগে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন–এ মর্মে (লেখা) এই ছেলে মুহাম্মদ বেগের কতো চিঠি এসেছে! আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাকে ডেকে নম্রভাবে বুঝিয়ে দিন, 'তোমার সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু সুপরিশ করে চিঠি দিয়েছেন এবং তোমার জন্য যথাসম্ভব সুযোগমত চেষ্টায় কোন ত্রুটি করা হবে না।' মোট কথা, জনাব আমার পক্ষ থেকে ভালভাবে বুঝিয়ে তার হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিন, 'তিনি তোমার বিষয়ে অনেক তাগিদ করে থাকেন।' মুহাম্মদ বেগ আপনার সাথে আসতে চাইলে সঙ্গে নিয়ে আসুন।

প্রিয় ভ্রাতা মুনশি মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের জন্য অনেক প্রতীক্ষায় আছি। দেখা যাক, তিনি কবে আসেন। আর সার্বিকভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

২১ মার্চ ১৮৯১ইং

পত্র নং ৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুনশি জালালুদ্দীন নামে একজন হেড ক্লার্ক পদে চাকরি করেন এবং আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে বিশেষ ভালোবাসেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই সব বন্ধুর অন্তর্ভুক্ত, যাদের হৃদয়ে খোদা তাআলা এ অধমের প্রতি 'লিল্লাহি' (–আল্লাহ্‌র খাতিরে) মহব্বত ও ভালোবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি আমার কাছে আশা ভরে এ আবেদন জানিয়েছেন, তাঁর উপযুক্ত উদ্যমশীল ও অভিজাত সৎস্বভাব পুত্রের যেন ভাল কোন চাকরি হয়ে যায়। অতএব আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার সবিশেষ দৃষ্টিদানের সুযোগ থাকলে তিনি যেন উক্ত উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে হাজির হন। আশা করি, আপনি সরাসরি উল্লিখিত মুনশি সাহেবকে এর উত্তর পাঠাবেন। তাঁর ঠিকানা: মুলতান কেন্ট, রেজিমেন্ট নং ১২, মুনশি জালালুদ্দীন কুরেশী সাহেব।

নওমুসলিম বালক শেখ আব্দুর রহমান সাহেব এক সপ্তাহকাল যাবৎ আমার কাছে অবস্থান করছেন। তার পক্ষ থেকে আপনার খিদমতে অনুরোধ, দু'চার দিন নাগাদ আপনার যদি লুধিয়ানা আসার সুযোগ হয় তাহলে সে এখানেই অবস্থান করবে। নচেৎ (আপনার কাছে) জম্মু চলে যাবে। ভুপাল থেকে মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের চিঠি এসেছে। এতদসঙ্গে মৌলবী মাহাম্মদ আহ্সান সাহেবের পত্র আপনার খেদমতে পাঠানো হল। এই মৌলবী মুহাম্মদ আহ্সান একজন উপযুক্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি বলে মনে হয়। আর আন্তরিক নিষ্ঠা তাঁর প্রতিটি চিঠি থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

২৪ মার্চ, ১৮৯১ ইং

পত্র নং ৭৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর ঈমানী শক্তি :

আপনার প্রেম ভরা পত্রটি পেয়ে হৃদয় জুড়ে প্রশান্তি ও আনন্দময় সুমধুর আস্বাদ অনুভব করেছি। এটি জনাবের দৃঢ়বিশ্বাস, আন্তরিক নিষ্ঠা ও বীরত্ব এবং আল্লাহ্‌তে উৎসর্গীত জীবনের স্বপক্ষে এক জ্বলন্ত প্রমাণ ও শক্তিশালী দলিল। নিঃসন্দেহে এ পর্যায়ের দৃঢ়চিত্ততা, ইস্তেকামাত ও উদ্দীপনা এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে আত্মত্যাগ তথা জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার অদম্য স্পৃহা কেবল সেই পরিপূর্ণ ঈমানী শক্তির অতি স্বচ্ছ উৎস থেকেই ফুটে ওঠে, যেখানে অতি জোরালো এ বিশ্বাস বিরাজ করে যে, খোদা আছেন এবং তিনি সত্যপরায়ণদের সাথে আছেন।

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ বিষয়টিতে (ডাঃ জগন্নাথ সংক্রান্ত বিষয়–অনুবাদক) তখন-তখনই এ অধমের মনোযোগ নিবদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রোগের পুনরাবৃত্তি ও (এতদজনিত) মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং আরেকটি ব্যাপার সামনে এসে যাওয়ার কারণে এতে বিলম্ব হবে। তবে আশা রাখি, খোদা তাআলা যখন চাইবেন আমাকে তখনই এ আত্মনিয়োগের তওফীক দান করা হবে। প্রথমত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর দরবার থেকে অনুমতি লাভের জন্য দোয়ায় আত্মনিয়োগ করা হবে। অতঃপর উভয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী নিশ্চিত হওয়ার পর 'অলৌকিক বিষয়' ('আমরে খারকে আদত')-এর জন্য দোয়ায় আত্মনিয়োগ করা হবে। সুস্পষ্টভাবে জানা থাকা উচিত, সত্যপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে এ সব বিষয়ে কিছু 'মুজাহাদা' (আত্মিক সাধনা') আবশ্যকীয় বলে স্বীকৃত। "আল কিরামাতু সামরাতু মুজাহাদাত" (–কিরামত হলো আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল–অনুবাদক)। শারীরিক অসুস্থতা অনেক বিপত্তির কারণ। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি শারীরিক সুস্থতা ও মস্তিষ্ক-শক্তির (সুস্থ) সময়ে হতো, তাহলে অল্প দিনই যথেষ্ট হতো। কিন্তু স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা মুজাহাদার কাঠিন্য সইতে পারে না। সামান্য ধরণের পরিশ্রমেও মন শীঘ্র বিগড়ে যায়।

জম্মু নিবাসী ডাঃ জগন্নাথের সাথে মোকাবিলা :

ডাক্তার সাহেব যদি সত্যান্বেষী হন, তাহলে তিনটি কথা সহজভাবে গ্রহণ করবেনঃ

(১) যে মেয়াদের ভেতর কোন অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হবার পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা হবে, সে মেয়াদ খোদা তাআলার নির্দেশানুযায়ী হবে।

(২) অলৌকিক নিদর্শনস্বরূপ যে বিষয় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জানানো হবে সেটির (প্রকাশের) জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত মেয়াদের অপেক্ষা করুন। তবে মেয়াদ এমনটিই চাই যা সাধারণ সামাজিক ব্যাপারাদিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষ নিজেদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে যে রকম মেয়াদের অপেক্ষা করায় অভ্যস্ত এবং তাদের আর্থিক বিষয়াদিকে যে সব মেয়াদে ন্যাস্ত করে থাকে। এর চেয়ে বেশি যেন না হয়।

(৩) নিদর্শনরূপে অলৌকিক বিষয়ের ক্ষেত্রে যেন কোন অবৈধ ও অহেতুক শর্তাবলী আরোপ না করা হয়। বরং 'খারিক আদত' তথা অলৌকিক ক্রিয়া কেবল এমন কিছুকেই বুঝায়, মানবীয় শক্তি যার নজির উপস্থাপনে অপারগ। তবে এ সবই (আল্লাহ্‌র পূর্ব-অনুমতির দাবী রাখে এবং এগুলো) কেবল তখন থেকে কার্যকরী হবে যখন এ সম্পর্কে প্রথমে আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি হয়ে যাবে। আপনার সাক্ষাতের জন্য মন বড়ই উদ্গ্রীব ও উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। আপনি বলেছিলেন আসার জন্যে আপনি প্রস্তুত। আপনি এলে এ সব কথা মৌখিক সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে। আব্দুর রহমান (নও-মুসলিম) ছেলেটিও আপনার অপেক্ষায় বহু দিন থেকে বসে আছে। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব অপেক্ষমান রয়েছেন। অবশ্যই অবহিত করুন, আপনি কবে নাগাদ আসছেন। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

৩১ মার্চ ১৮৯১ইং

মন্তব্য : *জম্মুর এক অধিবাসী ছিলেন ডাঃ জগন্নাথ। তিনি হযরত হাকীম নুরুদ্দীন (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে ঐশী নিদর্শন দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ মোকাবিলায় পরে আর কায়েম থাকেন নি। সরে পড়েন। (ইরফানী)*

পত্র নং ৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রটি পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব কটুক্তি ও গালিগালাজে অনেক বাড়াবাড়ি করছেন। আল্লাহ্ জাল্লাশানূহু তাঁর অসৎ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কবল থেকে লোকদেরকে রক্ষা করুন। এ অধম বর্তমানে (বেড়ে যাওয়া) খরচাদির তীব্র প্রয়োজনে এবং আরেক দিকে ছাপাখানা ও লিপিকারদের চাহিদা পূরণে হতবাক। অবশেষে চিন্তা করলাম জনাবকে কষ্ট দিই। মাসিক চাঁদা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। আর এ যাবৎ নিজ পক্ষ থেকে ধরায় লজ্জাবোধের কারণে আমি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু এখন আমার খেয়াল হলো, খোদা তাআলা আপনাকে যে আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসা দান করেছেন তাসত্ত্বেও বেশি সংকোচ করার কোন কারণ নেই। কাজেই আমার বিবেচনায় আপনার কাছ থেকে মাসিক বিশ টাকা হিসেবে চাঁদা নেয়া হোক তবে শর্ত এ-ই, আপনার পক্ষে তা যেন বোঝা না হয় এবং সহজে পরিশোধযোগ্য হয় আর আপনার কোন রকম অসুবিধা ও কষ্ট না হয়। অতএব আমি চাই, জনাব যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করে পাঁচ মাসের চাঁদা আমাকে পাঠিয়ে দিন। ১লা মার্চ, ১৮৯১ ইং থেকে এই চাঁদা আপনার ওপর ধার্য করা হলো এবং জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত এই অগ্রিম (আদায়কৃত) চাঁদার অংক শেষ হয়ে যাবে। তারপর (ধার্যকৃত) মাসিক চাঁদা পাঠাতে থাকবেন। কেবল তীব্র প্রয়োজন বশতঃ কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম।

ডাঃ জগন্নাথের উদ্দেশ্যে :

ডাক্তার সাহেবের চিঠি পেয়েছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে এমন সব বিষয় (মো'জেযা স্বরূপ) দেখাতে বাধ্য করেন যেগুলোর জন্য আমার অন্তর্জ্যোতি (তথা স্বচ্ছ বিবেক) খোদা তাআলার দরবারে সাক্ষ্য (বা সায়) দেয় না। যদিও এ অধম খোদা তাআলার কুদরত (তথা ঐশী ক্ষমতা)-কে অসীম বলে জানে, তবু সেই সাথে প্রত্যেক ঐশী নিদর্শন সূচক কাজকে (আল্লাহ্) নির্ধারিত সময় সাপেক্ষ বলেও বিশ্বাস করে। যখন কোন বিষয়ের বাস্তবায়নের সময় ঘনিয়ে আসে তখন

সে বিষয়ে অন্তরে (দোয়ার জন্য) উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আশা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এখন ডাক্তার সাহেব যে সব বিষয় চাইছেন, যেমন কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হোক এবং কোন মাতৃগর্ভজাত অন্ধ ভাল হয়ে যাক–এমন সব বিষয়ের জন্য (দোয়ায়) মন সায় দেয় না। তবে এ বিষয়ে (দোয়ার জন্য) জোশ সৃষ্টি হয় যে, মানবীয় ক্ষমতাতীত কোন বিষয় সংঘটিত হোক তা যদিও বা মৃত (প্রায়) ব্যক্তি জীবিত হোক, অথবা জীবিত কেউ মরে যাক। এ কথাটিই আমি পূর্বেও ডাক্তার সাহেবের খিদমতে লিখেছিলাম : আপনি কেবল এ শর্তটিই রাখুন যে, মানবীয় ক্ষমতাতীত কোন বিষয় প্রকাশিত হোক। বস্তুত মানবীয় ক্ষমতাতীত কোন বিষয়ই 'খারেক আদত' তথা অলৌকিক ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব অহেতুক মৃত ইত্যাদির শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। মো'জেযাস্বরূপ বিষয় যদি এমন খোলাখুলি ও প্রকাশ্য এবং (মানুষের) নিজ আয়াত্তাধীন হতো, তাহলে আমরা এক দিনেই সম্ভবত সারা দুনিয়ার স্বীকৃতি নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু মোজেযায় এমন এক বিষয় লুকানো থাকে যাতে প্রকৃত সত্যান্বেষী ব্যক্তি বুঝে যায় এ বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত নিদর্শন, এবং অস্বীকারকারীর পক্ষে অহেতুক আপত্তি উত্থাপনেরও অবকাশ থাকতে পারে। কেননা ইহজগতে খোদা তাআলা 'ঈমান বিল গায়েব' (অদৃশ্যে বিশ্বাস)-এর সীমারেখাকে মুছে দিতে চান না। যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করেছিলেন এবং সেসব মৃত ব্যক্তি দোযখ অথবা বেহেশ্‌ত থেকে বের হয়ে নিজেদের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার সবকিছুই শুনিয়েছিল এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিকে নিজেদের শাস্তি বা পুরস্কার প্রত্যক্ষ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাক্ষ্য মেনে নেয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিল এসবই নিরর্থক ধ্যান-ধারণা মাত্র। নিঃসন্দেহে সেকালে অলৌকিক নিদর্শনাবলী অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে থাকবে কিন্তু এভাবে নয় যে দুনিয়া কিয়ামত সদৃশ নমুনায় পরিণত হয়ে পড়ে। এ কারণেই অনেকে হযরত ঈসাকে অস্বীকার করে এবং আরও অলৌকিক নিদর্শন চাইতে থাকে। হযরত ঈসা (আ.) কখনও তাদের এ উত্তর দেননি, 'এই গতকালই তো আমি তোমাদের বাপ দাদাকে জীবিত করে দেখিয়েছিলাম যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা আমাকে না মানার দরুন দোযখে পতিত হয়েছিলেন।' এই যদি মোজেযা তথা অলৌকিক নিদর্শন দেখাবার পদ্ধতি হতো, তাহলে ইহকাল আর ইহকাল থাকতো না। ঈমানও আর ঈমান থাকতো না এবং মেনে নেওয়ায় ও ঈমান আনায় মোটেও ফায়েদা হতো না। অতএব, ডাক্তার সাহেব যতক্ষণ

ঈমানের মূলনীতি অনুযায়ী (ঐশী নিদর্শন দেখার) অনুরোধ না করেন, ততক্ষণ আমার দৃষ্টিতে তিনি এক ধরণের বৃথা কালক্ষেপণ করছেন মাত্র। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ
১২ এপ্রিল, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ অধম সম্ভবত আগামীকাল বা পরশু লাহোর যাবে। এরপর আপনার খিদমতে লিখে অবহিত করবে। মোহাম্মদ বেগ সম্পর্কে আপনাকে স্মরণ করাচ্ছি। এক বিশেষ আঙ্গিকে তার প্রতি সদয় দৃষ্টিতে মনোনিবেশ করুন যাতে সে খোদা তাআলার কৃপায় ও অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারে। তাকে আপনি সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিন, পুরোপুরি আরোগ্য লাভের পর তার চাকুরীর বন্দোবস্তও করা হবে। অনুগ্রহ পূর্বক তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সর্বতোভাবে তার নেকী ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখুন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ (আফা আনহু)
৫ জুন, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৮০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। শারীরিক অসুস্থতার কথা জেনে মন অত্যন্ত অস্থির ও চিন্তিত হয়েছে। অতি মাত্রায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বোধ করছি। আশা করি, খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভের কুশল সংবাদ সবিস্তারে জানিয়ে আশ্বস্ত ও চিন্তামুক্ত করবেন। খোদা তাআলা জনাবকে সুস্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন দানে আপনার মাধ্যমে সুদীর্ঘকালব্যাপী দীনের সেবা গ্রহণ করুন এবং এক জগৎকে (তথা বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী) আপনার দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করুন। অতি মর্যাদাযোগ্য শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে শীঘ্র অবগত করুন। আমি বিস্তারিত জানতে পারলাম না, কী রকম রোগ ছিল। খোদা তাআলা আপনাকে এথেকে আশু নিরাময় করুন ও সুস্থতা দান করুন।

লুধিয়ানায় মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের সাথে বাহাস (বিতর্ক) :

এখানকার অবস্থা এই যে, মানুষের জোর দাবীর মুখে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব 'বাহাস' (বিতর্ক)-এর জন্যে আসেন এবং ২০শে জুলাই থেকে প্রতিদিন লিখিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখনও ভূমিকামূলক প্রাথমিক সূত্রগুলোতে বিতর্ক চলছে। উভয় পক্ষের (উপস্থাপিত) লেখাগুলো পাঁচ খন্ড পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে প্রশ্ন, 'কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতকে অবশ্যপালনীয় বলে মনে কর কিনা?' এদিক থেকে যা সত্য সঠিক ও প্রামাণ্য উত্তর তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বিতর্কটিকে তিনি অনেক দীর্ঘায়িত করে ফেলেছেন। আর এ দিক থেকেও সমীচীন মনে করা হয়েছে, যতদূরই তিনি দীর্ঘ করতে থাকুন না কেন, এর সন্তোষজনক পর্যাপ্ত ও সর্বাত্মক উত্তর দেয়া হোক। খোদা জানেন এ বিতর্ক কবে ও কখন শেষ হবে। এখন আমার বেশির ভাগ চিন্তা-ভাবনা আপনার শারীরিক অবস্থার দিকে নিবদ্ধ এবং অন্য কোন কথা লেখার দিকে অন্তর প্রবৃত্ত হয়না। আশা করি যথা সম্ভব শীঘ্র আপনার স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে (সুখবর) জানিয়ে

সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করবেন। আর সব দিক দিয়ে কুশল রয়েছে। 'ইযালা আওহাম' পুস্তক এখনও ছেপে আসেনি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
মহল্লা ইকবালগঞ্জ, লুধিয়ানা
২২ এপ্রিল, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৮১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পাঠানো পার্সেল পেয়েছিলাম। এতে মৃগনাভী (কস্তুরী) এবং ....* ছিল। 'জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা'। গতকাল মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের 'বাহ্স' (বিতর্ক)-এর অবসান ঘটেছে। অবশেষে হক্ কথা শোনায় মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের পৈশাচিক শক্তি বড়ই জোরে শোরে প্রকাশ পায়। এ অধম যদি নিজ জামাতসহ যথাশীঘ্র সেখান থেকে বেরিয়ে না আসতো তাহলে দাঙ্গা-ফাসাদ হবার সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উত্তেজিত হবার কারণ এটাই হয়েছে, তিনি পেশকৃত আপত্তি যা প্রশ্নগুলোর উপরে নীরব ও নিরুত্তর হয়ে পড়েন এবং নিরুত্তর হওয়া অবস্থায় ক্রোধান্ধ শক্তির প্রয়োগ ছাড়া তাঁর আর কী-ই বা করার ছিল? মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব ও মৌলবী গোলাম কাদের সাহেব উভয় পক্ষের পাণ্ডুলিপি (নিজের আয়ত্তে) নিয়ে নেন। আজ মহোদয় দু'জনই এখানে আছেন। তাঁরা বলেন, 'শীঘ্র আমরা জনাবকে মৌলবী সাহেবের কাছে পাঠাবো।' আপনার অসুস্থতার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও মর্মাহত ছিলাম। আজ আপনার চিঠি আসায় আমার কিছুটা স্বস্তি লাভ হয়েছে। খোদা তাআলা যথাশীঘ্র আপনাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
ইকবালগঞ্জ, লুধিয়ানা
৩১ জুলাই ১৮৯১ ইং

* মূল উর্দূ পুস্তকে এস্থানে ডট চিহ্ন রয়েছে-অনুবাদক।

পত্র নং ৮২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা ওয়া নাযারাহুল্লাহু বিনায্‌রির রাহ্‌মাতি ওয়ার রিয্‌ওয়ান),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসাপূর্ণ পত্রখানা পেয়ে চিন্তামুক্ত, উৎফুল্লচিত্ত ও কৃতার্থ হয়েছি। আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্যে মন খুব চায়। খোদা তাআলা আপনাকে কল্যাণ ও আনন্দের সাথে শীঘ্র মিলিয়ে দিন। দুনিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিংসুকদের উপস্থিতি এক স্বাভাবিক ব্যাপার। "ওয়া লিকুল্লে মুকাব্বালিন হাসিদুন" (–আল্লাহ্‌র প্রত্যেক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিরই হিংসুক থাকে–অনুবাদক)। আল্লাহ্‌র পৃষ্ঠপোষণ ও সংরক্ষণ সদা আপনার সাথী হোক। এরূপ সম্পর্কাবলী নিঃসন্দেহে অতি বিপদ সংকুল এবং এসব ক্ষেত্রে বিশেষ ঐশী কৃপা ছাড়া শুভ পরিণামের সাথে দায়মুক্ত ও কৃতকার্য হয়ে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হয়ে থাকে। মহানুভব প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বদা অনুনয় ও ইস্তেগফার অবশ্যই অব্যাহত রাখুন। নম্রতা সহিষ্ণুতা ও সদাচরণে তো জনাব সবার চেয়ে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আশা রাখি, হিংসুক ও শত্রুদের বেলায়ও যেন এ পন্থাই অব্যাহত থাকে। এবং যথাসম্ভব স্টেটের কার্যাদিতে বেশি সংশ্লিষ্টতা এড়িয়ে চলুন। কেননা 'সালামত বর কিনার আস্ত' (–কিনারাতে নিরাপদ অবস্থান'–অনুবাদক) এ প্রবাদ বাক্যটি লক্ষণীয়। 'ইযালা আওহাম' এখনও ছেপে আসেনি। সম্ভবত দশ পনের দিনের মধ্যে এসে যাবে। এটি বের হবার পর জনাবকে কষ্ট দেব, যেন এর সার-কথা চয়ন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমীচীন সংযোজন ও পরিবর্ধন সহকারে জনাবের পক্ষ থেকেও কোন পুস্তক প্রকাশিত হয়। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের সাথে যেটুকু বাহাস (বিতর্ক) অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ অধমের বিবেচনায় তা ঐশী প্রজ্ঞাও প্রয়োজন বিহীন ছিল না। আমি আশা রাখি, উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্য ও বর্ণনা প্রকাশিত হবার পর ইনশাআল্লাহ্ মানুষের মনে এর সুপ্রভাব পড়বে। এ-ও জানতে চাই যে, সৈয়দ মুহাম্মদ আস্‌কারী খান সাহেবের বিষয়ে

এখনও কোন আলাপ হয়েছে কি না। আর সব দিক দিয়ে কুশল রয়েছে। ওয়াসসালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

ইকবালগঞ্জ, লুধিয়ানা

১৬ আগষ্ট ১৮৯১ ইং

---

* আল হাকাম, ২৪ মে ১৯০৩ ইং পৃ. ৭

নোট : হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেভাবে এ পত্রটিতে প্রকাশ (ব্যক্ত) করেছেন ঠিক তেমনি এ 'মুবাহাসা লুধিয়ানা' (পুস্তকাকারে) প্রকাশিত হওয়ার পর আহমদীয়া সিলসিলার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা এক সুস্পষ্ট ব্যাপার। (ইরফানী)

পত্র নং ৮৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এখানে এ (পত্র) লিখা অবধি সব দিক দিয়ে মঙ্গল রয়েছে। খোদা তাআলা আপনাকে প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ রেখে নিজ বিশেষ কৃপায় ভূষিত করুন। 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের বিষয়বস্তুর মূল অংশ তো ছেপে গেছে। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের প্রচারপত্র প্রসঙ্গে যে একটি লেখা ছাপার জন্য দেয়া হয়েছে সেটি সম্ভবত কয়েকদিনের ভিতর ছেপে ইযালা আওহাম পুস্তকের সাথেই প্রকাশিত হবে। লাহোরের ক'জন সম্মানিত ব্যক্তি চৌদ্দটি চিঠি উলামার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা এসে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর 'ওফাত ও হায়াত' বিষয়ে মুবাহাসা (বিতর্ক) করেন। দেখা যাক, কী উত্তর আসে। এ অধমের ইচ্ছা, 'ইযালা আওহাম' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ ও তত্ত্ব-তথ্যের সবগুলো এক জায়গায় একত্র করি এবং এরপর এগুলোর সাথে, বিরুদ্ধবাদীরা যে সব আপত্তি তাদের প্রণীত পুস্তকে লিখে থাকবে সেগুলোর উত্তর

লিখে সব মিলিয়ে এক সুবিন্যস্ত পুস্তক প্রকাশ করি। মনে হয়, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে সম্ভবত "ওল্লাহু আ'লাম"–(তবে আল্লাহই উত্তম জানেন–অনুবাদ) শত শত পুস্তক প্রকাশিত হবে। চারটি তো প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো দেখে জানা যায়, এমন কোন বিষয় এগুলোতে নেই যার উত্তর 'ইযালা আওহাম' পুস্তকে দেয়া হয়নি। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
মহল্লা ইকবালগঞ্জ, লুধিয়ানা
৩০ আগষ্ট, ১৮৯১ইং

পত্র নং ৮৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ জায়গার আলেমরা যেহেতু সীমাতিরিক্ত হট্টগোল করেছেন এবং সারা দিল্লী জুড়ে ঝড়-তুফানের সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেহেতু মৌলবী নযির হোসেন সাহেবকে অনুরোধ করা হয়েছে, ১৮ অক্টোবর রবিবার এক জনসভা করে এ অধমের সাথে বাহাস (বিতর্ক) করে নিন।' এখনও তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর আসেনি। কিন্তু যা-ই হোক বাহাস হবে। আর তিনি যদি একেবারেই পাশ কাটিয়ে যান, তাহলে অবশ্য আমাদের নিজেদের উদ্যোগে মানুষকে সমবেত করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখা হবে। অতএব বাধ্য হয়ে জনাবকে যে করেই হোক ১৫ অক্টোবর, ১৮৯১ ইং-এর আগে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ১৮ অক্টোবর ১৮৯১-এর দিনটি রোববার হবে এবং চাকরিজীবী সবারই পুরোপুরি অবসর থাকবে। অতএব এ তারিখটিই বাহাসের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জনাব যেভাবেই সম্ভব হয়, দশ দিনের ছুটি নিয়ে আসুন। তিন দিন তো আসতে-যেতে লেগে যাবে। আর সাত দিন এখানে অবস্থান করুন। জনাবের পাঠানো বিশ টাকা আজ পৌঁছে গেছে। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা।' হাকীম ফযলদীন সাহেব এবং অন্য কোন বন্ধুও নিজ খুশিমনে আসতে পারলে উত্তম হয়। কেননা এ সময়ে যত বেশি সংখ্যায় আমাদের জামাত

উপস্থিত থাকে ততই উত্তম হবে, ইনশাল্লাহু তাআলা। আর সব দিক দিয়ে কুশল রয়েছে। ওয়াস্সালাম।

গোলাম আহমদ
দিল্লি, বাজার বিল্লিমারাঁ
কোঠি, নওয়াব লোহারু

পূনশ্চ: প্রথমত আশা আছে, বিরোধী পক্ষ বাহাস করবে। আর তারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পাশ কাটায় তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে একটি সুপ্রশস্ত বাড়ীতে 'ওয়াজ' (হিতোপদেশ) স্বরূপ বিস্তারিত বক্তব্য রাখা হবে। প্রথমে ইনশাআল্লাহ্ আমি বক্তৃতা করবো। এরপর জনাব বক্তব্য রাখবেন। পরে যারা চাইবেন বক্তৃতা করবেন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ

পত্র নং ৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে জনাবের অসুস্থতা সম্পর্কে জেনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। রাতে আপনার আরোগ্যের জন্য অনেক দোয়া করা হয়েছে। আশা করি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে সুস্থতা দান করবেন। প্রথমে প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী আব্দুল করীমের চিঠিতে আপনার অসুস্থতা সম্পর্কে জেনে বেশ মর্মাহত হই। গতকাল জনাবের স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি না আসলে জানি না হয়ত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের চিঠির দরুন হৃদয় জুড়ে কত যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা গড়াতো! খোদা তাআলা অতি সত্বর আপনাকে আরোগ্য দিন। সমস্ত দুঃখ-বেদনা আরাম ও আনন্দে বদলে যাবে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু উভয়ের মাঝে কল্যাণ, স্বস্তি ও সৌহার্দ্য স্থিতিশীল করুন এবং আপনাকে সুস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং দীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য মন্ডিত দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন। (এ দোয়া কবুল হয়ে যায়–ইরফানী)।

আব্দুল হক্ ও আব্দুর রহমান সৃষ্ট ফেৎনা বিলুপ্ত হবে

মিয়া আব্দুল হক ও মৌলবী আব্দুর রহমানের লেখাগুলো (অর্থাৎ তাদের ইলহাম সম্পর্কীয় প্রচারলিপির কুপ্রভাব–অনুবাদক) সম্বন্ধে আপনি একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না। এটা এক পরীক্ষা। খোদা তাআলা স্বয়ং এটাকে মিটিয়ে দেবেন। লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সত্য নবুওয়ত প্রচার করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন মুসায়লামা কায্‌যাব ও আসওয়াদ আন্‌সি কত রকম ফেৎনার ঝড় তুলেছিল! এক দিকে কুরআন করীমের এসব সূরা নাযেল হচ্ছিল ঃ 'আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি-আসহাবিলফীল।' আর এর মোকাবিলায় মুসায়লামা তার এই (মিথ্যা) 'ওহী' শোনায় ঃ 'আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিল হুবলা আখরাজা মিনহা।' স্পষ্ট যে, এরূপ 'কায্‌যাব'-এর উত্থানে কত কী ফেৎনার উদ্ভব ঘটে থাকবে! যখন সরলমনা লোক একদিকে কুরআনী ওহী শুনতো, আর অন্যদিকে মুসায়লামার শয়তানী আবোল-তাবোল ছন্দ তাদের কানে আসতো, তখন তারা কতো না পরীক্ষার সম্মুখীন হতো! তেমনি ইবনে সাইয়াদ ফেৎনা ঘটিয়েছিল। আর এসব ব্যক্তি সহস্র সহস্র লোকের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে খোদা তাআলা সত্যের জ্যোতি প্রকাশ করে দিলেন এবং মু'মিনদের ওপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।

অতএব তাঁর হুকুমের জন্য অপেক্ষমান থাকা উচিত এবং ধৈর্য্যসহকারে পথ পানে চেয়ে থাকা উচিত। "ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।" যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং একটি উপত্যকাকে ভরে দেয় আর সজোরে প্রবাহিত হতে চায়। তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এর ওপর এক প্রকার ফেনার উৎপত্তি হয়। সে ফেনা বাহ্যত বেশ প্রবল হয়ে থাকে। পানি এর নীচে থাকে এবং এটি নিজে পানির উপরে ভাসমান থাকে। বরং প্রায়শঃ এত বৃদ্ধি পায় যে, পানির উপরিভাগ ছেয়ে ফেলে। কিন্তু অতি শীঘ্র বিলীন হয়ে যায় এবং যে পানি মানুষের জন্য উপকারী হয়ে থাকে তা অবশিষ্ট থেকে যায়।

আব্দুর রহমান নামক নওমুসলিম ছেলেটি এখানেই আছে। আর সম্ভবত জনাবের পক্ষে শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ এখনও সফর করা সমীচীন নয়। যদি ইঙ্গিত দান করেন, এ ছেলেটিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া যায়।

বিনীত

গোলাম আহমদ

নোট : নওমুসলিম আব্দুর রহমান সেই বালক, যে আজ কয়েকখানা পুস্তকের রচয়িতা শেখ আব্দুর রহমান মাষ্টার, বি. এ। (ইরফানী)

পত্র নং ৮৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জানি না, এখন জনাবের শারীরিক অবস্থা কেমন। খোদা তাআলা নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে যথাশীঘ্র আরোগ্য দান করুন। এ অধমের কাছে জনাব কাদিয়ানের পথে লেখরামের কবিতা দিয়েছিলেন। সেদিকে লক্ষ্য করার বিষয়টি একেবারে ভুলে গিয়েছি। কখনও স্মরণই হয়নি। জনাব দু'একবার লিখেছেনও। কিন্তু আবার ভুলে যাই। এখন ইনশাআল্লাহ্ লেখার অবশিষ্টাংশ শেষ করে এদিকে মনোযোগ দেব। শারীরিক অসুস্থতা ও রোগের পুনরাবৃত্তি বশত স্মরণ শক্তির অনেক ত্রুটি ঘটেছে। দু'তিন দিন যাবত রোগের পুনরাবৃত্তির দরুন দুর্বলতা বেশি হয়ে গেছে। এতে কোন (পরিশ্রমের) কাজ করা সম্ভব নয়। মুদ্রণালয় থেকে বারবার অবশিষ্ট লেখা পাঠাবার জন্য তাগাদা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু লিখার (উপযোগী) শক্তি নাই।

মির্যা ফযল আহমদের সুপারিশ এবং একটি আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা :

ফযল আহমদের চিঠি এসেছিল। এতে সে অতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে, 'মৌলবী সাহেবের খিদমতে সুপারিশ করুন, যেন আমার সংসার চলার মত কোন চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। বিশ টাকায় আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ পোষায় না।' অতএব সময়ের চাহিদা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যদিও জনাবের ভাল জানা থাকবে। তবে কোন ক্ষতির আশঙ্কা ও আপত্তি না থাকলে এবং জনাবের পক্ষে তার জীবিকার জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম উপায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে তা করে দিন। এখনও তার আচার-আচরণ যদিও আপত্তিকর, তবুও সম্ভবত ভবিষ্যতে সুধরে যেতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তিদের মাঝে যারা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে থাকেন তাঁরা কখনও وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا 'ওয়া কানা আবু হুমা সালেহান' [(আল কাহ্‌ফ ঃ ৮৩) সেই উভয় বালকের পিতা একজন সৎ-সাধু ব্যক্তি ছিল–অনুবাদক] এ আয়াতে করীমা অনুযায়ী তাঁরা

অনুশীলন (আমল) করে থাকেন। এ আয়াতে করীমার মর্মবাণী সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টিপাতে জানা যায়, যে দুই বালকের (যত্ন নেয়ার) জন্য হযরত খিযির কষ্ট স্বীকার করলেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভাল শিষ্টাচারী হবার পাত্র ছিল না। বরং তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান-পটে সম্ভবত অসদাচরণ ও মন্দ অবস্থার ভাগী ছিল। কাজেই খোদা তাআলা তাঁর 'সাত্তারীয়ত' গুণের সুবাদে তাদের চাল-চালন গোপন রেখে তাদের পিতার সাধুতাকে প্রকাশিত করলেন। আর তাদের অবস্থা যা প্রকৃতপক্ষে ঐশী নিয়তিতে ভাল ছিল না তা খুলে বললেন না এবং একজন ঐশী নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কারণে সম্পর্কহীন অপর দুইজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন।

আশা করি, রওনা হবার আগে এ অধমকে অবশ্যই অবগত করবেন। এ পর্যন্ত (এ চিঠি) লিখার পরে পরেই ফযল আহমদের অতি বিনয়ের সাথে লেখা চিঠি এসেছে ঃ 'মৌলবী সাহেবের সমীপে আমার বিষয়ে অবশ্যই লিখুন।' জনাবে আলী তাকে ডেকে অবহিত করুন, 'তোমার সম্পর্কে সেখান থেকে সুপারিশ লিখেছেন।' যদি সমীচীন মনে করেন কারও কাছে তার বিষয়ে সুপারিশ করে দিন। সে অত্যন্ত বিমুঢ় অবস্থায় আছে। তার এক স্ত্রী আমার কাছে এখানে রয়েছে এবং আর একজন কাদিয়ানে রয়েছে।*

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফা আনহু)

লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

---

* আল-হাকাম ২৪ মে ১৯০৩ ইং পৃ. ৯

নোট : *এ চিঠিতে তারিখ নেই কিন্তু লুধিয়ানার ঠিকানা থেকে জানা যায়, এটি ১৮৯১ সালের। (ইরফানী)*

পত্র নং ৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের মারফত (আপনার পাঠানো) নগদ তেত্রিশ টাকা পেয়েছি। এটা আপনার পরম আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক ভালোবাসারই পরিচয় যে, হাতে কোন টাকা-কড়ি না থাকা সত্ত্বেও আপনি ঋণ করে এ টাকা পাঠালেন। আর আমি অন্য উপায়ে জানতে পেরেছি, পূর্বেও আপনি দু'এক বার এমনটিই করেছিলেন। "জাযাকুমুল্লাহু কামা আমিলতুম" (আপনি যেমনটি করেছেন, আল্লাহ্ যেন আপনাকে এর তেমনই (উত্তম) প্রতিদানে ভূষিত করেন–অনুবাদক)। আপনি লিখেছিলেন সাহচর্যে থেকে সঙ্গদান এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে (আমার সাথে) আপনার ফারুকী'(–উমর ফারুক সুলভ) সম্পর্ক। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে বরং 'সিদ্দীক' (–আবু বকর সিদ্দিক) সুলভ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা উদারচিত্ততায়, আর্থিক ত্যাগস্বীকার এবং সাহচর্য ও সঙ্গদানের জন্যও স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া–এটা ছিল সিদ্দীক সুলভ উদ্যম। আর আমি যে নিয়্যতে আপনাকে কষ্ট দেই তা খোদা তাআলা জানেন। ওয়াস্‌সালাম।*

বিনীত

গোলাম আহমদ

লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

** **নোট :** এ চিঠিতে কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু লুধিয়ানার ঠিকানা থেকে জানা যায়, এটি ১৮৯১ সনের। (ইরফানী)*

পত্র নং ৮৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা- মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ওষুধের পার্সেলসহ পত্রখানা পেলাম। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা'(–আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন–অনুবাদক)। আশা করি ইনশাল্লাহুল ক্বাদীর আমি আপনার প্রস্তাবিত ওষুধ সেবন শুরু করবো। এখনো আমার তীব্র চুলকানীর অবস্থা যথারীতি রয়েছে। যেখানে ক্ষত হয়ে যায়, তা সহজে শুকায় না তীব্র ব্যাথা, রক্তক্ষরণ, ফোলা ও জ্বলন সব সময় এমন চলতে থাকে যে আমার দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কোন কাজই প্রজ্ঞাবিহীন নয়। আমার ইচ্ছা ছিল অমৃতসর, কপুরথলা ও সিয়ালকোট একবার দেখে আসি। কিন্তু এ রোগের কারণে আমার অবস্থা একেবারেই সফর উপযোগী নয়। শেখ বাটালভী তাঁর বিষ উদগীরণ ও ফেৎনা ছড়ানোর কাজ অক্লান্ত পরিশ্রমে অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমূলক আবেগ-উত্তেজনা যেন এ পথেই ব্যয় করতে চান। প্রতীয়মান হয়, এই মোল্লা মৌলবীদের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি করা খোদা তাআলার কাম্য এবং তিনি তাঁর কাজকে শীঘ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিতে চান। কেননা পুরোপুরি অবগতি ছাড়া কোন ব্যক্তি সত্য অন্বেষণে অগ্রসর হতে পারে না।....* জম্মু এসেছেন বলে জানা গেলো। যদিও এই পরীক্ষাগৃহবৎ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সন্তান-সন্ততিকেও ফেৎনা ও পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।' যেমন ধন-সম্পদকেও রেখেছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি শুদ্ধ নিয়্যতের ভিত্তিতে কেবল এ উদ্দেশ্যে ও এ কারণেই সচেতনভাবে (আল্লাহ্র কাছে) সন্তানপ্রার্থী হয় যে তার অবর্তমানে তার সন্তান-সন্ততির মাঝে যেন কোন ধর্মসেবকের সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে তার পিতাও পুনরায় পরকালের সওয়াবের ভাগী হতে পারে। অতএব বিশেষভাবে এ নিয়্যত ও এ প্রেরণার সাথে সন্তানের জন্য কাঙ্ক্ষিত হওয়া কেবল জায়েয ও বৈধই নয় বরং উচ্চস্তরের সৎকাজেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এ আকাঙ্ক্ষার জন্য এ আয়াতটিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়–আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا 'ওয়াজ্আলনা লিল্মুত্তাকিনা ইমামা'

* মূল উর্দু পুস্তকে এস্থানে ডট চিহ্ন রয়েছে-অনুবাদক।

(আল ফুরকান : ৭৫–অর্থাৎ 'এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম ও নেতা বানিয়ে দাও' –অনুবাদক)। কিন্তু সত্যিকারভাবে ও প্রকৃত অর্থে জোশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া এবং অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া হচ্ছে সেই সব মহৎ পুণ্যবান ও মুত্তাকীদের কাজ যারা তাদের সৎকাজের স্থিতিশীল চিহ্ন দুনিয়াতে রেখে যেতে চান। যতদূর অভিজ্ঞতায় জানা যায়, প্রকৃত ধর্মসেবককে আল্লাহ্ তাদের এ নিয়্যত ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণতা দান করে তাদের কাম্য বস্তু তাদেরকে দান করে থাকেন। আর এ অধমও আন্তরিক স্পৃহা ও উদ্দীপনার সাথে নিজের জন্য এবং আপনি জনাবের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততির মাঝেও তাঁর দীনের সেবক ও তাঁর পথে সত্যিকার আত্মোৎসর্গকারী সৃষ্টি করেন। এ দোয়াটি এ অধমের নিজের জন্য, আপনার জন্য ও ....* এর জন্য এবং প্রত্যেক বন্ধুর জন্যই (অব্যাহত) রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে সংসার প্রেমে লিপ্ত লোকেরা প্রথা ও স্বভাবগতভাবে এ খেয়ালের বশবর্তীতায় সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয় যে তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান যেন তাদের সাংসারিক ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে, সরকার যেন তাদের সম্পত্তি নিজ আয়ত্তে নিয়ে না নেয় বরং তাদের পুত্ররা যেন তাদের সহায়-সম্পত্তি দখলে নেয় এবং শরীকদের সাথে লড়তে ও ঝগড়া করতে থাকে আর তারা যাতে তাদের মৃত্যুর পর দুনিয়াতে তাদের স্মৃতি হয়ে থাকে–এ খেয়াল ও মনোভাব সর্বৈব শির্‌ক (অংশীবাদিতা), ফাসাদ, পাপ ও চরম অবাধ্যতায় ভরপুর। আমি জানি, মন থেকে এ খেয়াল দূর না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সত্যিকার তৌহীদ ও একত্ববাদী এবং সত্যিকার মুসলমান হতে পারে না। আমাদের প্রতিনিয়ত খোদা তাআলার দিকে এগোনো উচিত। যে বিষয়কে তিনি ফেৎনা (অশান্তি ও পরীক্ষা)-র কারণ বলে নির্ধারণ করেন, নিয়্যত শুদ্ধকরণ ব্যতীত সেগুলোকে নিজেদের দোয়া-প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের উপর বিপদ হিসেবে নামানো উচিত নয়। যে-ব্যক্তি খোদা তাআলার জন্যই নিবেদিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা তার অভ্যন্তরীণ পবিত্র জোশ ও উদ্দীপনা এবং পবিত্র ভাবানুভূতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। বরং পবিত্রচেতা মানুষের অভ্যন্তরীণ জোশ ও উদ্দীপনা তাঁরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, এবং এরপর তিনি স্বয়ং সেগুলোকে বাস্তবায়িতও করে থাকেন। যখন তিনি দেখতে পান, একজন আল্লাহতে বিলীন ব্যক্তি তাঁর দীনের সেবার উদ্দেশ্যে তার কোন উত্তরাধিকারী চায়, তখন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিশ্চয়ই তাকে কোন উপযুক্ত (প্রার্থিত)

* মূল উর্দু পুস্তকে এস্থানে ডট চিহ্ন রয়েছে-অনুবাদক।

উত্তরাধিকারী দান করেন। তার দোয়া আগে থেকেই গৃহীত হওয়ার পর্যায়ে হয়ে থাকে। খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে উল্লিখিত অবস্থাটি লাভ করার এবং এর সুফলের দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

কোন জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা সম্পর্কে এ অধম ঐশী অভিপ্রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কাজেই এখনও কোন কথা মুখে আনতে পারে না। কিন্তু এ অধমের আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে– জনাবের এ বিষয়ে দ্বিধা থাকতে পারে– এ অধম এবং জনাব (উভয়ে) বাকী জীবন একত্রে এক জায়গায় কাটাই। অতএব এ অধম দোয়ায় রত রয়েছে। আশা করি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কোন এমন পথ সৃষ্টি করে দিবেন যা কল্যাণ ও আশিসে ভরপুর হবে। অধিক মঙ্গল কামানায়।* ওয়াস্সালাম।

বিনীত লেখক
গোলাম আহমদ, কাদিয়ান
তাং ২৭ নভেম্বর ১৮৯১ইং

* তাশহীযুল আযহান, জুন ১৯০৭ ইং পৃ: ২৫, ২৬

পত্র নং ৮৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি আপনাকে অবগত করছি, মিঃ জন ওয়েট-এর সুযোগ্য পুত্র সরদার ওয়েট খান, যিনি একজন মার্জিত, সদাচারী, সুমার্জিত ইংরেজ বংশীয় প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও ইংরেজী শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মাদ্রাজের অন্তর্গত কার্ণোলে বিচারক পদে নিযুক্ত, তিনি আজ অতি খুশী মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে বয়াত করে জামাতভুক্ত হয়েছেন। তিনি একজন উদ্যমী, সাহসী ব্যক্তি এবং ইসলাম-প্রেমিক। ইংরেজী ভাষায় হাদীস এবং কুরআন করীম মোটামুটিভাবে পড়েছেন।

ছুটি কম ছিল বিধায় আজ ফিরে গেছেন। পুনরায় তিন মাসের ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক এখানে অবস্থান করার ইচ্ছা রাখেন। তিনি প্রত্যেক দেশে প্রচারক পাঠানো উচিত বলে পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'মাদ্রাজে একজন প্রচারক পাঠানো হোক, তার বেতন আদায়ে আমি সওয়াবের ভাগী হবো।' মোট কথা, তাকে সজীব হৃদয়ের অধিকারী বলে মনে হয়। ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব শিক্ষা শুনে 'আমান্না' বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন ও সাদরে গ্রহণ করেন। কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। তিনি বলেন, 'মুসলমান ও মৌলবী বলে আখ্যায়িত হয়েও যারা আপনার বিরোধী, তারা আপনার বিরোধী নয় বরং (প্রকৃতপক্ষে) তারা ইসলামের বিরোধী। ইসলামের সত্যতার সুরভি (আপনার দেখানো) এই পথে আসে।' মোট কথা তিনি গবেষক সুলভ চিত্তের অধিকারী এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। অধিকতর আনন্দের বিষয় হলো, নামাযে (তিনি) খুবই যত্নবান। বড়ই নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে থাকেন। যাওয়ার বেলায় মসজিদের ইমাম হাফেযকে দু'টাকা দিলেন এবং এ অধমের কাজের লোকদেরকে গোপনে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার ইঙ্গিতে তারা (নিতে) অস্বীকার করলো। (তিনি) কাজী খাজা আলীর মত বরং তার চেয়ে কিছু বেশি দোহাড়া গোছের একজন মজবুত সুঠাম ব্যক্তি। খোদা তাআলা তাকে ইস্তেকামত (দৃঢ়তা) দান করুন। মাদ্রাজের অন্তর্গত কার্ণোলে তিনি বিচারক (পদে রয়েছেন)। জনাবও তার সাথে পত্রালাপ করুন। তার ঠিকানা সম্বলিত কার্ড পাঠাচ্ছি। তবে কার্ডে 'বিল্লোর' লিখা আছে। সম্ভবত সেখান থেকে (অন্যত্র) বদলি হয়ে থাকতে পারে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৩ জানুয়ারী ১৮৯২ইং

পুনশ্চঃ *তিনি ওয়াদা করে গেছেন যে 'ইযালা আওহাম' পুস্তকের কোন কোন অংশের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে পাঠাবেন। তা ছেপে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। আর দু'কপি 'ইযালা আওহাম' পুস্তক নিয়ে গেছেন। জোর করে দাম পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেয়া হয় নি।*

পত্র নং ৯০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল নিজ অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলাম। গত রাত প্রায় আঠারো বার প্রস্রাব করতে হয় এবং সারা রাত অস্থিরতা ও অনিদ্রায় কেটেছে। প্রায় চারটার সময় সামান্য কিছু ঘুম হয়েছে। আশা করি, বিশেষ মনোনিবেশে (রোগ নিরাময়ের জন্য) কোন ব্যবস্থাপত্র পাঠাবেন। দুর্বলতা এসে যাচ্ছে। সম্ভবত হৃদপিন্ডের দুর্বলতার উপসর্গের মাঝে এ-ও একটি যে, বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের দরুণ দুর্বলতা হয়ে যায়। আশা করি মহাকৃপালু খোদা নিজ অনুগ্রহে আরোগ্যদান করবেন। এভাবেই দেখা গেছে, যখন কোন কঠিন রোগ হয় তখন মহাকৃপালু খোদা নিজ পক্ষ থেকে আরোগ্য দান করেন। এভাবেই একবার তীব্র জ্বর ও রক্তসহ দাস্তজনিত কঠিন রোগ হয়ে যায়। পরিশেষে বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ নিরাশা দেখা দেয়। আরেক ব্যক্তি আমার সাথে একইভাবে অসুস্থ হয়েছিল, সে মারা যায়। কিন্তু এ শোচনীয় অবস্থায় আমাকে খোদা তাআলা নিজ পক্ষ থেকে অতি বিস্ময়করভাবে আরোগ্য দান করেন। আর এ ইলহাম অবতীর্ণ হয় ঃ "ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নায্‌যালনা আলা আব্দিনা ফা'তূ বিশিফায়িম মিম মিস্ লিহি।"[১] (–আমরা আমাদের এ বান্দার ওপর যা নাযেল করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরাও অনুরূপ আরোগ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে দেখাও তো দেখি'–অনুবাদক)। তেমনি দ্বিতীয় বার একই রকম অসুস্থতায় মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থা হয়ে গেলে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এ ইলহাম অবতীর্ণ হয় ঃ "আল-ইবরা"[২] (–আরোগ্য দান–অনুবাদক)।

ফযল আহমদ জম্মু থেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে, 'হযরত মৌলবী সাহেব খুবই চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও মনোযোগ সহকারে আমার চিকিৎসা করেছেন।' সেই সাথে সে অনুরোধ জানায়, মৌলবী সাহেব যেন 'কঠুয়া'য় তার

১. তাযকিরাহ ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ২৬, ৫২, ৯

২. তাযকিরাহ ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ৯৫৭

বদলি করিয়ে দেন। তাকে লিখা হয়েছিল সে যেন দু'চার দিনের জন্য দেখা করে যায়। জানি না, কেন সে আসলো না! আর সাহেবযাদা ইফতেখার আহমদ সাহেবের মা অতি মিনতির সাথে অনুরোধ করেন, ইফতেখার আহমদের বোন (খলীফা আউয়ালের স্ত্রী–অনুবাদক) যেন কয়েকদিনের জন্য তাঁর (মায়ের) সাথে দেখা করে যান। সেই সাথে সিয়ালকোট থেকে মুখতারও যেন দেখা করে যায়। তারপর তারা যেন একত্রে ফিরে যায়। অতএব খোদ জনাবের যদি সুযোগ হয় তাহলে দীর্ঘদিনের বিরতির পর জনাবের সাক্ষাৎ লাভ অত্যন্ত খুশীর কারণ হবে। তাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং আমাদেরও। ওয়াসসালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
লুধিয়ানা, ৭ এপ্রিল ১৮৯৩ইং

পত্র নং ৯১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শেখ মোহাম্মদ আরবের পত্র এসেছিল। তা আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। সমীচীন বোধ করছি কম হোক বা বেশি হোক যে সময়টুকুই পাওয়া যায় সামর্থ্যানুযায়ী আপনি তাকে কিছু সময় দিন। সময় কম হলে, নম্রতার সাথে তার মনোরঞ্জন করে দিন। এ অধম আজ শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ বোধ করছে। হাত, পা, জিহ্বা এবং কথাও ভারী হয়ে আসছে। রোগের প্রবল আক্রমণে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। জনাব আমাকে একবার কিছু পরিমাণ কস্তুরী মৃগলাভ দিয়েছিলেন। সেটি অতি খাঁটি ছিল এবং সেটিতে আমার খুবই উপকার হয়েছিল। এবার আমি কিছু দিন আগে লাহোর থেকে কস্তুরী আনিয়েছিলাম এবং ব্যবহারও করেছিলাম কিন্তু খুব কম উপকার হয়। বাজারজাত জিনিসে ভেজাল থাকে। এতে খুঁত থাকে। বিশেষত কস্তুরী। এটা তো ভেজাল ও খুঁত মুক্ত হয়-ই না। যেহেতু আমার স্বাস্থ্য- শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে অথচ মাথার ওপর এক কঠিন শ্রমলব্ধ কাজের বোঝা রয়েছে। এ কারণে কষ্ট দিচ্ছি যেন আপনি এদিকে এক

বিশেষ দৃষ্টি দানে আবশ্যকীয়ভাবে কস্তুরী সংগ্রহ করেন। তা যেন বাজারের কস্তুরী না হয়। কেননা বাজারেরটি তো কয়েকবার অভিজ্ঞতায় এসে গেছে। শুষ্ক দুই কি তিন মাষা (৮ বা ১০ তোলা) হলেও যথেষ্ট হবে। তবে উত্তম হতে হবে। আসল কস্তুরী (যা কৃত্রিম নয়) পাওয়া গেলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু শীঘ্র চাই। বই ছাপা হচ্ছে। সম্ভবত প্রায় তিন ভাগ ছেপে গেছে। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৪ আগষ্ট ১৮৯২ ইং

পত্র নং ৯২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সাল্লামাহু তাআলা),

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খোদা তাআলার প্রীতির প্রকারভেদ :

কালকের ডাকে জনাবের মহব্বত ভরা পত্রটি পেয়ে তা পড়া মাত্র মানবিক কারণে হৃদয় এক বিস্ময়ে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সাথে হৃদয় আবার প্রফুল্লও হয়ে উঠলো। এটি মহা-প্রজ্ঞাবান ও মহানুভব খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা (মাত্র), ইনশাল্লাহুল ক্বাদীর কোন ভয়ের কারণ নেই। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রীতির প্রকারভেদে এটিও (তাঁর) এক প্রকার প্রীতি ও ভালোবাসা যে তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরীক্ষা অবতীর্ণ করেন।

একটি স্বপ্ন : তিন-চার দিন হলো, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। এর বিবরণ হলো : আমাদের এক বন্ধুকে শত্রু আক্রমণ করে এবং কিছু ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু মনে হলো শত্রুও নিপাত হয়েছে। আমি রাত্রে জনাবের জন্য যে পরিমাণ দোয়া করেছি এবং যে সকরুণ অন্তঃকরণে দোয়া করেছি, তা খোদাবন্দ-করীম

জানেন। আর এখনও তাঁরই অনুগ্রহে সেটুকুতেই ক্ষান্ত হই নি। বরং আমি মহানুভব খোদার কাছ থেকে হৃদয় জুড়ানো আনন্দদায়ক কোন কথা শুনতে চাই। খোদা তাআলা যদি চান, কয়েক দিনের মধ্যে অবহিত করবো এবং ইনশাআল্লাহ্ আপনার জন্য সেই দোয়া করবো যা কখনও কখনও খোদা তাআলার অনুগ্রহে একজন অনুপম বন্ধুর জন্য করা হয়। আমাদের যে মহাপরাক্রমশালী, চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী (খোদা) আমাদের বাদশাহ্ ও হাকিম মওজুদ রয়েছেন, যার আস্তানায় আমরা (সবিনয়ে) পড়ে আছি, যার কৃপা ও অনুগ্রহে, বিস্ময়াতীত কুদরত ও ক্ষমতায় এবং যাঁর সবিশেষ দৃষ্টি ও অনুকম্পায় আমাদের যে ভরসা ও আস্থা রয়েছে তা বর্ণনাতীত। দোয়ারত অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ কথাগুলো (আমার) মুখে জারী হয়, "লাওয়া আলাইহি (আও) লা ওলিয়া আলাইহি"* (–তার প্রতি তিনি সদয় হলেন অথবা তাঁর মোকাবেলায় কোন বন্ধু নেই–অনুবাদক)। এ ছিল খোদা তাআলার বাণী এবং তাঁরই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

আজ রাতে স্বপ্নে দেখি কোন এক ব্যক্তি বলছে, 'ছেলেরা বলছে, ঈদ আগামী কাল তো নয়, তবে পরশু হবে'। জানিনা, 'কাল এবং পরশু' এর ব্যাখ্যা (ও প্রকৃত অর্থ) কী।*

আমি বুঝতে পারলাম না, এমন উদ্বেগজনক আদেশ কোন্ উত্তেজনাবশত দেয়া হয়েছে। এমন 'মুবারক কদম' (আশিসমন্ডিত) মর্যাদাবান, সৌভাগ্যশালী ও প্রকৃত হীতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের যে রাজ্য থেকে বের করে দেয়া হয় তা কত না ভাগ্যাহত এবং জানা নেই এর ভবিষ্যতে কী ঘটবে (এর ভবিতব্যে কী আছে)। সব অবস্থা আমাকে যথাশীঘ্র সবিস্তারে অবগত করুন। আর এ অধম 'ইনশাল্লাহুল ক্বাদীর' তাঁরই কৃপায় ও অনুগ্রহে দোয়ালব্ধ সুস্পষ্ট ফলাফল অবহিত করবে। 'ফসীহ্' (এক ব্যক্তির নাম–অনুবাদক) সম্পর্কে ঘটনাবলী শুনে আমার খুবই আফসোস হয়েছে। কটু কথায় নিজ ইহসানকারীর (উপকারকারীর) মন ব্যথিত করার চেয়ে বেশি অযোগ্যতা আর কী হতে পারে! খোদা তাআলা তাদেরকে লজ্জিত করুন এবং হেদায়াত দান করুন।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৬ আগষ্ট ১৮৯২ইং

* তাযকিরাহ্ ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১৬০, ১৬১

পত্র নং ৯৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব সাল্লামাহু তাআলা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মা-বাবাদেরকে (তাদের মেয়েদের জন্য) পাত্র সন্ধানের ক্ষেত্রে অনেক বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। উপযুক্ত ছেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার জানা আছে, সরদার ফযল হক সাহেব একজন সচ্চেতা ও সদাচারী ব্যক্তি। সহায়-সম্পত্তি ও জমি-জমার মালিক। তার পিতা এগারো শ' রূপী মূল্যের বাৎসরিক জায়গীরের অধিকারী। সরদার ফযল হক সাহেবের লায়েলপুরেও জমি আছে। মোটকথা, অর্থনৈতিকভাবে তিনি উত্তম অবস্থা সম্পন্ন মানুষ এবং সুদর্শন যুবক ও সুযোগ্য পুরুষ। এমন যোগ্য মানুষ থাকতেও আবার পাত্র সুলভ নয়! ওয়াস্সালাম।

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ

(আফা আনহু)*

* আল-হাকাম ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ইং পৃ:

পত্র নং ৯৪

[এ সংবাদটি পাঠকদের প্রশান্তির কারণ হবে যে কুরআন অনুবাদের কাজটির দিকে–যার আবশ্যকতা এক দীর্ঘকাল থেকে অনুভূত হচ্ছে এবং এর জন্য এ অধম আকমল কয়েকবার কয়েকভাবে পত্রিকায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও চেষ্টা করেছে এবং করে যাচ্ছে এ বিষয়টির দিকেই আল্লামা নূরুদ্দীন অসাধারণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। কেননা আমার মনিব (মসীহ্ মাওউদ আলইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-ও তাঁকে নিম্নরূপ পত্র লিখেছেন (সম্পাদক)।]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যেহেতু আয়ু ও জীবনের ভরসা নেই। আর প্রকৃতপক্ষে এই (কুরআন তরজমার) আবশ্যকতা রয়েছে। আপনার মাধ্যমে যদি সুসম্পন্ন হয় তবে এটি অতি সওয়াবের কাজ বটে। বরং আমার দৃষ্টিতে এ রকম সেবার মাধ্যমে আয়ুও বাড়ে। হাদীসের খিদমতকারীদের আয়ু বৃদ্ধি সম্পর্কে যখন অনেক কিছু প্রমাণিত হয় তখন অবশ্যই কুরআন করীমের খিদমতকারীর সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে খোদা তাআলা তার আয়ু ও জীবনে বরকত দান করবেন।

ওয়াস্‌সালাম
মির্যা গোলাম আহমদ*

* বদর ১৯ মার্চ ১৯০৮ইং পৃ: ১১

Imam Mahdi[as]-er
PATRABOLI
Moqtubat-e-Ahmad

Vol. 2 Chapter 1

Letters to Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin[ra]

Calling people towards divine truth is a practice of the true Prophets. The Holy Quran clearly mentions the letter sent by Hadhrat Sulaiman[as] to the Queen of Sheba. The compilation of Hadith has recorded the letters written by the Holy Prophet of Islam (sa) to the kings and rulers in and around the Arab peninsula calling them towards Islam. Following the footsteps of his Master, Hadhrat Muhammad[sa] the Imam of latter days Hadhart Mirza Ghulam Ahmad Qadiani[as] took up the pen to preach and defend Islam. He also used his tiny but sharp 'sword' in rejecting allegation against his divine claim. The compilation of these letters are recorded as Moqtubat-e-Ahmad (letters of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad). On the eve of our Khilafat Centerany of 2008, under the auspices of Hadhrat Khalifatul Masih the V (aba), our Jama'at has published these letters with few additions in the older compilation. Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh is fortunate to be able to publish the **second part's first chapter** of this compilation which deals with the letters written to **Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin[ra].** This will prove to be a great addition in the world of theological knowledge.

Imam Mahdi[as]-er
PATRABOLI
Moqtubat-e-Ahmad
Vol. 2 Chapter 1
Letters to Hadhrat Maulana Hakim Nuruddin[ra]
by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
The Promised Messiah and Imam Mahdi[as]
translated into bengali by
Maulana Ahmad Sadeque Mahmud
published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-048-0
9 789849 910480